পথের দাবী

পথের দাবী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

একটি বর্ম্মি পরিবারের বৈঠকখানা। ঘরটি উৎসবের উপযোগী করিয়া সাজানো হইয়াছে। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, যেখানে সেখানে। টেবিলে নানা পাত্রে ফল ও খাদ্য রহিয়াছে। ঘরটির দুই দিকে দুইটি দরজা। দরজায় সুদৃশ্য পর্দ্দা। মঞ্চের একদিকে একটি আসনে বসিয়া জামাল খাঁ গড়গড়া টানিতেছে, তাহার পায়ের কাছে একটা মোড়ায় বসিয়া মিসেস জামাল একটি মাফলার বুনিতেছে। মঞ্চের অপর দিকে একটা Side Table-এর সামনে বসিয়া ব্রাউন সাহেব মদ খাইতেছে

জামাল। ব্রাউন বড় বাড়াবাড়ি করচে। আর এ ঘরে থাকতে দেবে না। চল—

মিসেস জামাল। এ ঘরে ওরও যে অধিকার, তোমারও তাই। যাবে কেন? চেপে বোস।

ব্রাউন মুখে গেলাস তুলিল

জামাল। বোতল গ্লাস কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দোব!

উঠিতে উদ্যত হইল। মিসেস জামাল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল

মিসেস জামাল। আঃ! হাঙ্গামা-হুজ্জুতে কাজ কি? চেপে বোস।

চ্যাং পাইপ মুখে প্রবেশ করিল এবং সোফায় বসিয়া চোখ বুজিয়া পাইপ টানিতে লাগিল

জামাল। চীনে ব্যাটা আবার মরতে এখানেই এল। তোমার বোনের যা রুচি! শেষটায় ঐ চীনেটাকে বিয়ে করলে!

মিসেস জামাল। বাবার চার মেয়ে আমরা…

ব্রাউন। And how blessed the husbands are…

মিসেস জামাল। বাবার চার মেয়ে আমরা, বেছে বেছে চারটি রত্ন বিয়ে করেছি।

ব্রাউন। A jackdaw, a donkey, a fox and a crocodile!

মিসেস চ্যাং প্রবেশ করিল। স্বামীর পাশে বসিয়া আঙুল দিয়া স্বামীর চোখ টানিয়া খুলিয়া দিতে দিতে কহিল

মিসেস চ্যাং। এ বাড়ীতে যতক্ষণ থাকবে, চোখ মেলে সব কিছু দেখবে। বাবার বিষয় সমান ভাগ হওয়া চাই।

জামাল। তোমার বোনটির নজর রয়েচে বাবার বিষয়ের ওপর।

মিসেস জামাল। আমারো তাই আছে।

তৃতীয় কন্যাকে লইয়া রাইমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

রাইমোহন। তুমি কিছু ভেব না। আমি বাঙ্গালী। আমার বুদ্ধি বিজলীর চমক লাগিয়ে আদালত-এজলাসের হাকিম-উকিলদের মগজ ঘুলিয়ে দেবে। একটি পয়সাও কেউ পাবে না।

তাহারা টেবিলে বসিল

মিসেস চ্যাং। ফের চোখ বুজে ঢুলচ তুমি!

চ্যাং। Never mind! A chinaman sees while he sleeps.

মিসেস ভট্টাচার্য্য। তোর ভাগ্যি ভাল বোন। স্বোয়ামী ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও দেখতে পায়। তোকে ঠক্‌তে হবে না।

জামাল। কিন্তু তোমাকে ঠকাবে ওই ভট্‌চায, সে আমি বলে দিচ্ছি।

রাইমোহন। আমি ঠকাবো আমার স্ত্রীকে!

জামাল। আলবৎ!

রাইমোহন। খবরদার বলছি জামাল।

জামাল। মুখ সামাল্‌কে ভট্‌চায্‌!

ব্রাউন। Fight it out! Fight it out!

মিসেস ব্রাউন প্রবেশ করিল

মিসেস ব্রাউন। বাড়ীটাকে যে মেছোহাটা করে তুল্লে!

ব্রাউন। Let them, darling! Let them break each others head. And we will gather the spoils of war.

রাইমোহন। তোমরা ত জগদ্দল পাথর, বুকে চেপে রয়েছ।

জামাল। সাহেব লোক ভালো। কিন্তু তুমি বাঙালী, আর ওই সেজ চীনে বহুৎ হারামী আছ।

মিসেস ভট্টাচার্য্য। জাত তুলে গাল দেওয়া কিসের জন্যে!

মিসেস চ্যাং। আমার স্বামী চীনে বলে কেউ যে তাকে তুচ্ছ করবে, তা আমি সইব না।

মিসেস জামাল। বাবার চার মেয়ে আমরা, চার জাতের চারটি পুরুষকে বিয়ে করেছি। বাবা বলেছেন বিষয় সমান চার ভাগে বখরা করে দেবেন। তাই আমরা বুঝে পড়ে নোব। তাতে আর ঝগড়া-ঝাটি কেন?

জামাল। থাম্ তুই। সমান ভাগ হবে কেন? আমরা বড়, বড় ভাগটাই চাই।

রাইমোহন। আদালতে দাবী টি঳কবে কিনা।

জামাল। আইন আদালতের ধার আমরা ধারি না।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোমর হইতে একখানা ছোরা বাহির
করিয়া হাতে ঘসিতে লাগিল

মিসেস ভট্টাচার্য্য। ছোরা মারবে নাকি!

স্বামীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইল
চ্যাং একটি রিভলবার বাহির করিয়া কহিল

চ্যাং। A lovely weapon. Chinaman loves it.

রাইমোহন। না, না, এ ত বড় ভাল কথা নয়। পুলিসে একটা খবর দেওয়া দরকার!

একটা প্যাড টানিয়া লিখিতে বসিল

চ্যাং। Bang! Bang! And down goes the enemy.

মিসেস ব্রাউন। টমি! টমি! টম্! টম্!

চুল ধরিয়া টানিয়া তুলিল

ব্রাউন। Yes darling!

মিসেস ব্রাউন। ওরা লড়াই করবে।

ব্রাউন। Let them!

মিসেস ব্রাউন। আমাদেরও তৈরি হওয়া দরকার।

ব্রাউন। Must we?

মিসেস ব্রাউন। নইলে ওরাই সব নিয়ে যাবে, আমরা কিছুই

পাব না। (ব্রাউন উঠিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল) এত করে বলি, অত মদ গিলো না। তুমি টল্‌চ, আর ওরা হাতিয়ার বার করেচে।

ব্রাউন। (একটু টলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তার পর দুই পকেট হইতে দুইটি রিভলভার বাহির করিয়া দুই হাতে ধরিয়া কহিল) Hands up! All of you! You scribbler over there! Hands up!

পুরুষ মেয়ে সকলেই হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। একটা পর্দা ঠেলিয়া স্মিতহাস্যে থেনমঙ্‌ প্রবেশ করিল

থেনমঙ্‌। একি!

শশি কবির প্রবেশ

শশি। Hold up না কি Mr. Maung?

সকলে হাত নামাইল

থেনমঙ্‌। কবি এসেচ! welcome! welcome my friend! বেহালাটাও এনেচ। একটা গৎ শুনিয়ে দাও। মেয়ে জামাইরা বড় তেতে উঠেচে, শুনে শান্ত হোক্‌। বোস সবাই; বোস!

সকলে বসিল

শশি। মেয়ে জামাই?

থেনমঙ্‌। হ্যাঁ, এই আমার মেয়েরা, আর এরাই আমার জামাই; একটী বাঙালী ভট্‌চায্‌, একটী ফিরিঙ্গী, একটী চুলিয়া মুসলমান, আর একটী চীনেম্যান।

শশি। My God! you are then the world's most cosmopolitan father-in-law, Mr. Maung.

থেনমঙ। কবি সব্যসাচী বলতেন, মানুষকে সামাজিক বন্ধন থেকে

মুক্তি দিলেই সে রাজনীতিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। তিনি আরো বলতেন, জাতীয়তার চেয়ে আন্তর্জ্জাতিকতা বড়।

শশি। তিনি আমাকেও একদিন বলেছিলেন, শশি, বর্ম্মীদের অশ্রদ্ধা কোর না। এরা সংস্কার বর্জ্জন করেচে, স্বাধীনতার হাওয়া এদের অন্তঃপুরেও বয়ে চলেছে। ধর্ম্মের বাধা, বর্ণের বাধা, আচারের বাধা, এরা জয় করেচে। বর্ম্মাতেই সাম্য সহজে প্রতিষ্ঠিত হবে।

থেনমঙ্। আমারো তাই বিশ্বাস, কবি। এস বাবা ভট্চায্, তুমি বাঙ্গালী, তাই আগে বাঙ্গালী কবির সঙ্গে তোমারই পরিচয় করিয়ে দিই। এটী আমার ছোট জামাই রাইমোহন ভট্চায্।

শশি। তাই ত থেনমঙ্! আপনার ছোট জামাই কেবল রাইমোহন নন, রমণীমোহনও।

থেনমঙ্। তা বলতে পার কবি। আমার ছোট মেয়ে নিজে পছন্দ করে ওকে বিয়ে করেছে।

শশি। আমি আজ ওঁরই খোঁজে এসেছি মিঃ মঙ্।

রাইমোহন। আমার খোঁজে!

শশি। আজ্ঞে হ্যাঁ। দড়ি ছিঁড়ে গোয়াল থেকে আপনিই পা[illegible] এসেচেন ত?

রাইমোহন। আপনি বল্‌ছেন কি!

শশি। বুঝতে পারছেন না, নবতারা আমাকে পাঠিয়েছেন।

রাইমোহন। নবতারা!

শশি। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

রাইমোহন। তিনি হন কে!

শশি। নবতারাকে আপনি চেনেন না নাকি!

রাইমোহন। নামও কখনও শুনিনি। আর শুনতে চাইও না।

চ্যাং প্রবেশ করিল

এস চ্যাং ভায়া, এস। আরসুলাও নেই, ফড়িংও নেই। তুমি কি খাবে বল ত?

চ্যাং। A chinaman eats everything. A chinaman lives without eating anything.

থেনমঙ্। না বাবা, আমার বাড়ীতে যতদিন থাকবে, পেটভরে খেতে পাবে। মেজ জামাই, কবি। আর আমার বড় জামাই ওই মহম্মদ জামাল।

জামাল। আপনারই একদেশের লোক মোশাই।

শশি। তাই নাকি!

জামাল। চুলিয়া মুসলমান।

থেনমঙ্। আর সেজ জামাই ওই টম ব্রাউন।

ব্রাউন। (গেলাসটী তুলিয়া কহিল) Ladies and gentlemen, Let us drink the health of the world's most cosmopolitan father-in-law Mr. Thein Maung.

থেনমঙ্। Thank you my dear son-in-law. সত্যি কবি, পৃথিবীতে একা আমিই হয়ত এ গৌরব করতে পারি।

ব্রাউন। Thank you, sir.

থেনমঙ্। বোস, বোস তোমরা।

সকলে টেবিলে বসিল

মিসেস ভট্টাচার্য্য। আপনি তখন নবতারার কথা কি বলছিলেন না?

শশি। বলছিলাম মিসেস ভট্চায্যে, নবতারা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার স্বামীর খোঁজে।

মিসেস ভট্টাচার্য্য। নবতারা কে?

শশি। আপনার স্বামী তাঁকে জানেন।

রাইমোহন। আমি জানি! মিথ্যেবাদী কোথাকার।

থেনমঙ্। ওকি বাবা ভট্চায্! অতিথির অপমান।

জামাল। ওই ভট্চায্ শালা সকলেরই অপমান করে।

মিসেস ব্রাউন। নবতারার কথা তোলবার দরকারই বা কী ছিল?

শশি। নবতারা কে জানেন?

রাইমোহন। ফের নবতারার নাম করবে ত ঘুসিয়ে তোমার দাঁত ভেঙ্গে দোব।

শশি। নবতারা কে শুনবেন?

মিসেস জামাল। আর শুনতে পারি না বাবা! নবতারা! নবতারা! নবতারা!

দুইজন পুলিস অফিসারের প্রবেশ

অফিসার। মিঃ থেনমঙ্!

থেনমঙ্। (উঠিয়া) Yes officer.

অফিসার। কোন বাঙালী বাবু আপনার এখানে এসেচে?

থেনমঙ্। বাঙালী বাবু!

অফিসার। আজ্ঞে, হাঁ!

মিসেস ভট্টাচার্য্য। এই যে ইনিই একজন বাঙালী।

অফিসার। আপনি বাঙালী?

শশি। বাপ-মা তাই ছিলেন বটে।

অফিসার। আপনি?

শশি। বর্ম্মাবাসী।

অফিসার। কতদিন এদেশে আছেন।

শশি। বছর দশেক!

থেনমঙ্। কবি অনেক দিন এদেশে আছেন।

অফিসার। না,না, আমরা যাঁকে খুঁজছি, তিনি কবি টবি কিছু নন।

থেনমঙ্। তবে?

অফিসার। বিপ্লবী।

থেনমঙ্। বিপ্লবী!

অফিসার। দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী। তাঁর মাথার দাম দশ হাজার টাকা।

চ্যাং। A chinaman may offer his head for ten thousand Rupees. But no one needs it.

জামাল। বাঙালী এখানে আরো একজন আছেন।

অফিসার। কোথায়?

জামাল। ওই! রাইমোহন ভট্চায্।

অফিসার। আরে না, না। সে রাইমোহন রাধারমণ নয়।

থেনমঙ্। রাইমোহন আমার জামাই।

অফিসার। আমরা যাঁকে খুঁজছি তিনি কারুর জামাই নন।

থেনমঙ্। যাঁকে খুঁজছেন তাঁর নামটা শুনতে পাই না।

অফিসার। সব্যসাচী।

থেনমঙ্। স-ব্য-সা-চী।

অফিসার। শোনা গেছে তিনি পাহাড় ডিঙিয়ে এদেশে এসেছেন। কোথায় আছেন, কী ভাবে আছেন, তা জানা নেই বলে, আমাদের ওপর হুকুম হয়েচে সব বাঙালীকে পরখ করে দেখ্তে। ওই নামের কাউকে যদি দেখতে পান, কি কাউকে ওই লোক বলে সন্দেহ করেন, তাহলে থানায় খবর দেবেন, দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন!

থেনমঙ্। তাঁর চেহারাটা ?

অফিসার। চেহারা…

থেনমঙ্। চেহারার আঁচ না পেলে চিনব কেমন করে ?

অফিসার। নতুন বাঙালী দেখলেই খবর দেবেন। আমরা মিলিয়ে নোব। কেমন ?

থেনমঙ্। বেশ তাই দোব।

অফিসার। আচ্ছা আমরা তবে আসি।

থেনমঙ্। চলুন। I will see you off.

অফিসারের পেছনে পেছনে থেনমঙ্ গেলেন

শশি বেহালার ছড়ে টান দিল

জামাল। দশ হাজার টাকা চাও ত দিতে পারি।

মিসেস জামাল। কোথায় পাবে ?

জামাল। চল বুঝিয়ে দিচ্ছি।

জামাল ও মিসেস জামালের প্রস্থান

মিসেস ভট্টাচার্য্য। ওরা টাকার কথা কী বলতে গেল, চল শুনবে চল।

রাইমোহন। একটা পয়সাও কাউকে দেবে না। চল।

উভয়ের প্রস্থান

মিসেস ব্রাউন। (ব্রাউন গেলাস তুলিল) ফের গেলাস তুলে নিলে। দেখচ না ওরা বাবার কাছে বখরা নিতে গেল।

ব্রাউন। Well, let us follow them.

ব্রাউন ও মিসেস ব্রাউনের প্রস্থান

মিসেস চ্যাং। (চ্যাং-এর চোখ টানিয়া) আবার চোখ বুজে ঢুলচ। ওঠ। চল, দেখি ওরা কোথায় গেল।

তাহারা উভয়ে চলিয়া গেল। শশি এক মনে বেহালা বাজাইতে লাগিল।
বাহির হইতে থেনমঙ্ আসিল

থেনমঙ্। সব্যসাচী বর্ম্মায় ফিরে এসেচেন শুনে তোমার বেহালার বাজনায় তোমার মনের আনন্দ ঝরে পড়চে। তুমি ধন্য কবি, তুমি ধন্য!

ধীরে ধীরে যেখানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সাজান ছিল সেইখানে গিয়া
নতজানু হইয়া বসিলেন

হে তথাগত! জরা-মৃত্যুর শোক থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে প্রবজ্যা নিয়ে তুমি একদিন দ্বারে দ্বারে অমৃত বহন করে ফিরেছিলে। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজকার অমানিশায় যারা দিকভ্রান্ত দিশেহারা মানুষকে পথের সন্ধান দেবার জন্য পথের দাবী নিয়ে পথে পা দিয়েচে, তাদের তুমি রক্ষা কর, তাদের তুমি শক্তি দাও, তাদের প্রতি হও প্রসন্ন।

কবির বেহালা বাজিয়া চলিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

রেঙ্গুন পুলিশ আপিস। প্রকাণ্ড টেবিলে কাগজপত্র ফাইল ফোন প্রভৃতি রহিয়াছে। চার পাঁচজন কর্ম্মচারী বসিয়া আছেন। সকলের ইউনিফরম পরা। মাঝখানে যিনি বসিয়াছিলেন তিনি বাঙালী। দীর্ঘ আকৃতি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। টেবিলের পিছন দিকের দেওয়ালের গায়ে এশিয়ার একখানি বড় ম্যাপ। সেই ম্যাপেই তিনি একটি একটি করিয়া ফ্লাগপিণ পুঁতিতেছেন আর বলিতেছেন

নিমাই। ক্যাণ্টন, স্যাঙহাই, হংকঙ্, পেনাঙ্, বাটাভিয়া, সিঙ্গাপুর, চিটাগঙ্, ঢাকা, কোলকাতা, বেনারস, লাহোর, মীরাট, পেশোয়ার,

সব জায়গাতেই এদের আড্ডা রয়েচে। কোথাও ক্লাব, কোথাও সমিতি, কোথাও সাহিত্য-সভার আড়ালে থেকে এরা কাজ করচে। চায়নার ব্রিটিশ লিগেশন সেখানকার খবর সংগ্রহ করেচে; সিঙ্গাপুর, পেনাঙের খবরও আমাদের হস্তগত। শুধু বর্ম্মা সম্বন্ধেই আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনি।

জগদীশ। তার কারণ বর্ম্মাতে হয়ত আসলে কিছুই হয় নি।

নিমাই। হয় ত হয় নি। কিন্তু হবে যে তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। যিনি এই সব আড্ডা তৈরী করেচেন, তিনি চীন থেকে মহা অভিযানে বেরিয়ে পেশোয়ার পর্য্যন্ত ছুটেছিলেন। সম্প্রতি তিনি এই দিকেই দৃষ্টি দিয়েচেন। খুব সম্ভব বর্ম্মা তাঁর পায়ের ধুলোয় এর মধ্যেই পবিত্র হয়ে উঠেছে। (টেবিলের কাছে আসিয়া একটা পয়েণ্টার লইয়া) পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রামে যে Chain তৈরী হয়েছে, আর সিঙ্গাপুর থেকে সাংহাই হয়ে যে Chain ছড়িয়ে পড়েছে, তার মাঝে ফাঁক পড়ে, দেখতে পাচ্ছি, এই বর্ম্মা। এই ছেদ পূর্ণ করবার জন্যই তিনি বর্ম্মায় এসেচেন। এই link যাতে না গ্রথিত হয়, তাই দেখবার গুরুভার পড়েচে আমাদের ওপর। And I expect you will give me your hearty co-operation.

বিলাস। কিন্তু স্যার, এদের উদ্দেশ্য কি?

নিমাই। অন্নসত্র খোলা নিশ্চয়ই নয়! যেখানে সেনানিবাস cantonment, camp, সেইখানেই এরা আড্ডা গেড়েচে। যেখানে মিল, ফ্যাক্টরী, মাইন, সেইখানেই এরা বিপ্লবের বীজ বপন করতে চাইছে। Treaty ports, international settelments করেছে এদের আশ্রয়স্থল, অস্ত্র সংগ্রহের কেন্দ্র।

জগদীশ। সিপাই বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ করতে চায় নাকি?

নিমাই। তার চেয়ে ব্যাপক, তার চেয়ে ভয়ানক, একটা কিছু করতে চাইছে জগদীশ।

রমেন। বাঙালীর ছেলেরা এত আয়োজন করেছে।

নিমাই। বাঙালী ছেলেদের এই কাজের জন্তে মনে মনে যদি গর্ব্ব অনুভব করতে চাও, কর। But you must be true to your King and Country. Your loyalty, your duty, demands that you shall be ruthless in your attempt to suppress these terroristic activities—activities however noble, however heroic may they be, are sure to bring a state of anarchy in this land.

সকলে। For our King and Country.

নিমাই। Yes, Yes brothers, for our King and Country. (টেলিফোন বাজিল) Hallo! Port Police! বাঙালী! সন্দেহ জনক! D'on't let them escape! হাঁা, হাঁা, আমি জগদীশকে পাঠাচ্ছি! In a minute! (রিসিভার রাখিলেন) জগদীশ, তোমাকে ভাই একবার জেটিতে যেতে হবে। ওদের সন্দেহ হয়েছে। প্রয়োজন হলে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসবে।

One minute Jagadish.

জগদীশ প্রস্থানোদ্যত

টেবিল হইতে একখানা কাগজ লইয়া নিমাইবাবু জগদীশের সহিত বাহির হইয়া গেল। আবার টেলিফোন বাজিল, রমেন ধরিল

রমেন। Hallo! Railway station! বলুন! অ্যাঁ? ষ্টেশন থেকে বলচে, স্যার!

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। (ফোন ধরিল) কে! পূর্ণ! তোমার যখন সন্দেহ হয়েচে, তখন দেখতে হবে বৈকি! Keep a close watch on him. Ramen, run on to the Railway station! পূর্ণ দেখিয়ে দেবে! সোজা এখানে নিয়ে এস!

রমেন। Yes, Sir.

প্রস্থান

নিমাই। বিলাস, তুমি খানিকটা বিশ্রাম কর, দরকার হলে ডেকে পাঠাব।

বিলাস। Sir, আপনার অনুমান যে মিথ্যা নয়, হয়ত তা আজই সবাই বুঝতে পারবে।

নিমাই। অনুমান! অনুমান নয় বিলাস। আমি নিশ্চয় জানি সব্যসাচী বর্ম্মায় এসেচে।

বিলাস। Goodbye, Sir.

নিমাই। Goodbye.

বিলাস প্রস্থান করিল। নিমাই লিখিতে লাগিল। আরদালি প্রবেশ করিল

আরদালি। হুজুর, এক বাঙ্গালী বাবু বহোৎ হুজ্জৎ কর্‌তা হায়।

নিমাই। বাঙ্গালী বাবু?

আরদালি। মোলাকাৎকা লিয়ে……

নিমাই টেবিল চাপড়াইয়া কহিলেন

নিমাই। ভেজো হিঁয়া—

আরদালি প্রস্থান করিল। নিমাই পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া টেবিলের ওপর রাখিয়া তাহাতে কাগজ চাপা দিল। অপূর্ব্ব প্রবেশ করিল

কে! অপূর্ব্ব!

অপূর্ব্ব পায়ের ধূলো লইল

নিমাই। তুমি এখানে! কবে এলে?

অপূর্ব্ব। এখানকার বোথা কোম্পানীর কাজ নিয়ে এসেচি, কাকাবাবু!

নিমাই। বোস, বোস। কতকাল তোমাদের কোনো খবর পাইনি। জানত এই চাকরি আমি পেয়েছিলুম তোমার বাবার চেষ্টায়। মা ভালো আছেন ত? দাদারা?

অপূর্ব্ব। আপনার আশীর্ব্বাদে সবাই ভালো। আমরা কেউ কিন্তু জান্তাম না আপনি এখানে আছেন। মা জানলে আশ্বস্ত হবেন। আজই চিঠি লিখে দোব।

নিমাই। হাঁ, হাঁ, লিখে দিয়ো, আমি যত দিন থাকব তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। লিখে তাই দাও, কিন্তু তোমাকে বলে রাখি, কবে যে কোথায় থাকি তার ঠিক নেই।

অপূর্ব্ব। আচ্ছা কাকাবাবু, কার খোঁজে এখানে এসেচেন।

নিমাই। ওরে বোকা ছেলে, তা কি বলতে আছে? পেনসন মারা যাবার ভয় রয়েচে যে! তবে একটু কাল যদি এখানে বসে থাকিস, তাহলে হয়ত মহাপুরুষের দর্শন পেতেও পারিস! বন্দুক পিস্তলে তাঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মা নদী সাঁতার কেটে পার হন—বাধে না। সম্প্রতি অনুমান, চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তিনি বর্ম্মা মুলুকে প্রবেশ

করেচেন। বলিহারি তাঁর প্রতিভা, যিনি এই ছেলেটীর নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী।

অপূর্ব্ব। সব্যসাচী! সব্যসাচী নাম ত কখনও শুনিনি।

নিমাই। অর্জ্জুনের মতো দেশে দেশে কত নামই হয়ত এঁর প্রচারিত আছে! পুণায় একদফা তিন মাস, আর সিঙ্গাপুরে একদফা তিন বছর, জেল খেটেছেন জানি। দশ বারোটা ভাষা বলতে পারেন।

অপূর্ব্ব। বলেন কি!

নিমাই। এতেই আঁতকে উঠলে, বাবা! তাহলে সবটাই শোনো, জারমাণির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাশ করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করেচে, বিলেতে আইন পাশ করেচে, আমেরিকায় কি পাশ করেচে জানিনে। তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে। এসব বোধ করি এর তাস পাশা খেলার সামিল, রিক্রিয়েসান। কিন্তু কিছুই কোন কাজে এলনা, বাবা! এর সর্ব্বাঙ্গের শিরায় শিরায় ভগবান এমন আগুন জ্বেলে দিয়েচেন যে, একে জেলেই দাও, আর শূলেই চড়াও, কিছুতেই কিছু হবে না। না আছে দয়া মায়া, না আছে ধর্ম্ম কর্ম্ম, না আছে ঘর দোর। বাপরে বাপ! আমরাও তো এদেশেরই মানুষ কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে বাংলা দেশে এসে জন্মাল, তা ভেবেই পাওয়া যায় না।

জগদীশের প্রবেশ

কিহে জগদীশ!

জগদীশ। চার পাঁচটি নিয়ে এসেচি। আপনার informerদের যা কাণ্ডজ্ঞান। চেহারা দেখেই বুঝতে পারবেন এদের চোদ্দপুরুষে কেউ এনার্কিষ্ট ছিল না।

নিমাই। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়ায়ে দেখিও তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। কি বল অপূর্ব্ব! যাও জগদীশ, ওদের নিয়ে এস।

জগ। ইনি—

নিমাই। অপূর্ব্ব! আমার ভায়ের ছেলে। বোথা কোম্পানীর চাকরী নিয়ে এসেচে।

অপূর্ব্ব জগদীশকে জগদীশ অপূর্ব্বকে নমস্কার করিয়া বাহিরে গেল

অপূর্ব্ব। সত্যই কি আপনারা তাঁকে arrest করবেন কাকাবাবু?

নিমাই। পেলে ত arrest করব?

অপূর্ব্ব। ওঁরা হয় ত পেয়েচেন।

নিমাই। না বাবা, অত সহজ ব্যাপার নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস শেষ মুহূর্ত্তে আর কোন পথ দিয়ে সে সরে গেছে।

জগদীশ তিন চারটি লোক লইয়া প্রবেশ করিল। ছোট ছোট টিনের তোরঙ্গ ও পুঁটলী বগলে করিয়া তিনটি লোক তাহার সঙ্গে। তাহাদের সঙ্গে আর একটি লোক, রোগা, লম্বা, কাসিতেছে আর হাঁফাইতেছে। তাহার নাম গিরিশ মহাপাত্র।

জগদীশ। এস, বসো বসো সব!

অপূর্ব্ব। এ কাদের নিয়ে এলেন কাকাবাবু!

জগদীশ। এরা সব বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর খনিতে কাজ করত।

নিমাই। রেঙ্গুণে আসবার সুবুদ্ধি কেন হল বাপ সব?

গিরিশ। বেশ কাজ পেয়েছিলুম, কপালে সইল না।

নিমাই। কেন সইল না?

গিরিশ। শুনচেন না এই কাসি। এই কাসিই কাল গোলো বাবু।

নিমাই। স্বাস্থ্যটি ত গেছে, কিন্তু সখটুকু ত ষোল আনা বজায় আছে।

গিরিশ। আজ্ঞে, মনের সাধ আর মেটাতে পারলুম কৈ!

কাসিতে লাগিল

জগদীশ। দেখো, মেজেতে যেন ফেলো না। যক্ষ্মার বীজাণু ছড়িয়ে যেয়ো না।

গিরিশ। কাঠ কাসি, বাবু। ছিটে ফোঁটাও পড়বে না।

নিমাই। এদের জিনিষ-পত্রগুলো search করেচ জগদীশ?

জগদীশ। হাঁ Sir, কিছুই পাইনি।

নিমাই। তাহলে নাম ধাম লিখে রেখে এদের ছেড়ে দাও।

গিরিশ কাসিতে কাসিতে সবার আগে উঠিয়া দাঁড়াইল

গিরিশ। বাঁচালেন বাবু, দম আটকে আসচে।

নিমাই। উহুঁ! উহুঁ! তুমি নও। তুমি একটু বোস।

গিরিশ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া নিমাইবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

জগদীশ। (অন্য ক'জনকে) তোমরা এস আমার সঙ্গে!

অপর তিনজন জগদীশের সঙ্গে সঙ্গে গেল

গিরিশ। আমার জন্য ভেবোনা ভাই সব। আমি পথ চিনি এঁরা ছেড়ে দিলে সোজা চলে যাব।

নিমাইবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গিরিশকে দেখিতে লাগিলেন। গিরিশের গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু রংয়ের চুড়ীদার পাঞ্জাবী। পকেটে বাঘ আঁকা রুমালের খানিকটা দেখা যাইতেছে। পরণে বিলিতী মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ী, পায়ে সবুজ রংয়ের ফুল মোজা লাল ফিতে দিয়ে হাঁটুর উপরে বাঁধা। বার্ণিশ করা পাম্পসু। হাতে হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি।

অপূর্ব্ব। কাকাবাবু, এই লোকটাকে ছেড়ে দিন। যাকে খুঁজচেন, এযে সে নয়, তা আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

নিমাই। দেখাই যাক। তোমার নাম কিহে কর্তা ?

গিরিশ। আজ্ঞে, গিরিশ মহাপাত্র।

নিমাই। একদম মহাপাত্র।

গিরিশ। আজ্ঞে, ছোট লোকের কাজ করি, তবু বাপদাদার ঐ পদবীটা নামের শেষে রয়েচে বলে ভাই-বেরাদার ইয়ার-বন্ধু একটুখানি খাতির করে।

কাসিতে লাগিল

রমেন শশি কবিকে লইয়া প্রবেশ করিল। দেখা গেল শশির বগলে বেহালার বাক্স

রমেন। এই যে Sir, ষ্টেশনে এঁকে পাওয়া গেল। ট্রেন থেকে নেমেচেন কিন্তু টিকিট নেই।

শশি গিরিশ মহাপাত্রকে দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

নিমাই। এই! হাসচ কেন ? আরে! পাগল নাকি!

শশি। না Sir! চেহারা আর কাপড় চোপড় দেখচেন Sir!

নিমাই। থাম, থাম, অমন করে হেসনা!

শশি তবু হাসিতে লাগিল। গিরিশ পা পা করিয়া শশির কাছে গেল

গিরিশ। আপনার ব্যায়লাটা একটিবার দেবেন ?

নিমাই। তুমি ব্যায়লা বাজাতে পার নাকি মহাপাত্র ?

গিরিশ। আজ্ঞে, সখের মাঝে ওই জিনিষটাই আছে। সাড়ে তিন বছর হাত ঘসেচি।

নিমাই। দাও ত হে, তোমার ব্যায়লাটা।

শশি বেহালা দিল। গিরিশ মেজেয় বসিয়া বেহালা বাজাইল। শুনিয়া অপূর্ব্ব, শশি, রমেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গিরিশ বাজনা থামাইয়া করুণ চোখে তাহাদের দিকে চাহিল।

নিমাই। আরে তুমি দেখচি রীতিমত ওস্তাদ হয়ে পড়েচ মহাপাত্র।

গিরিশ। আজ্ঞে লজ্জা দেবেন না। আর বছর খানেক হাত সাধতে পারলেই হব।

নিমাই। রমেন, একে ছেড়ে দাও! এ নতুন লোক নয়। রেঙ্গুণের রাস্তায় রাস্তায় একে আমি ঘুরে বেড়াতে দেখেচি। He is a loafer.

শশি। ঠিক বলেচেন Sir.

নিমাই। ঠিক বলেচেন Sir। বাঙালীর মুখ পোড়াতে এদেশে কেন এসেচ? অত বড় দেশে মরবার জায়গা হলনা তোমার?

শশি। জাহাজ ভাড়ার টাকা যোগাড় করতে পারলেই দেশে চলে যাব Sir.

নিমাই। টাকার যোগাড় হবে না ছাই হবে! রেঙ্গুণের ফুট্‌পাথের ওপর মরে কুকুর বেড়ালের মত পচতে হবে!

শশি। ঠিক বলেচেন Sir। বরাতে তাই হয় ত আছে।

নিমাই। আর জ্যাঠামো করোনা। যাও।

রমেন। একে ছেড়ে দেওয়া যাবেনা Sir।

নিমাই। কেন?

রমেন। রেলওয়ে পুলিশ ট্রেন ফেয়ার চার্জ্জ করেচে। ওর কাছে পয়সা নেই।

নিমাই। তাহলে হাজতে দাও।

অপূর্ব্ব। ট্রেন ফেয়ার কত চার্জ্জ করেছে রমেনবাবু?

নিমাই। কেন হে! তুমি দিয়ে দেবে নাকি?

অপূর্ব্ব। হাজার হোক বাঙালীর ছেলে। চুরি-চামারি না করেও হাজতে থাকবে!

শশি। তিন টাকা চার্জ্জ করেচে স্যার। আমার ব্যায়লাটা বাঁধা রেখে তিনটে টাকা দিন। টাকা যোগাড় করে ব্যায়লাটা খালাস করে নোব।

অপূর্ব। না, না, ব্যায়লা ট্যায়লা আমি বাঁধা রাখতে পারব না।

শশি। তা হলে হাজতেই আমাকে থাকতে হবে স্যার। অগ্নি আমি টাকা নোব না।

গিরিশ। এই ব্যায়লা। বাঁধা দেবে? দাঁড়াও, আমি টাকা দিচ্ছি।

বেহালাটা টেবিলের ওপর রাখিয়া পকেট হইতে বাঘ আঁকা রুমাল বাহির করিয়া টাকা গণিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল

নিমাই। কি হোলো মহাপাত্র?

গিরিশ। আজ্ঞে, ছ আনা পয়সা কম পড়ে যাচ্ছে। তার মানে হল, আমার কাছে আছে—

নিমাই। দুটাকা দশ আনা।

গিরিশ। ঠিক বলেচেন! মাথা বটে! দুটাকা দশ আনা।

শশি। ওতেই হবে। ওতেই হবে। আমার কাছে সাত আনা আছে। হাঁ। ঠিক সাত আনা। তাহলে দাও হে তোমার দুটাকা দশ আনা দাও। এই নাও ব্যায়লা। আর একটা কাগজে তোমার নাম ঠিকানাটা লিখে দাও। টাকা যোগাড় করে ব্যায়লাটা খালাস করে আনব। Sir, একটু কাগজ দিন না।

গিরিশ। (কাগজ লইয়া ঠিকানা লিখিয়া দিল) এই নাও আমার ঠিকানা।

শশি। চলুন, টাকা কোথায় জমা দিতে হবে। চল্লুম Sirs, নমস্কার।

নিমাই। নাম ধাম লিখে রেখো হে রমেন।

শশি ও রমেনের প্রস্থান

তার পর মহাপাত্র, টাকা পয়সা ত দিয়ে দিলে। এখন চলবে কি করে?

গিরিশ। আজ্ঞে, চলে যাবে কোনমতে। ভাই-বেরাদার সব রয়েছে। ব্যায়লাটা ত পাওয়া গেল! নির্ঘাৎ করে বলে দিচ্ছি বাবু, এ ব্যায়লা ও আর খালাস করতে পারবে না!

নিমাই। তোমার বাক্স-বিছানা তল্লাস হয়ে গেছে। দেখি তোমার ট্যাঁকে আর পকেটে কি আছে?

গিরিশ। দেখতে সাধ হয়েছে দেখুন।

নিমাই। এটা কি?

গিরিশ। আজ্ঞে ওটা কম্পাস। মিস্তিরির কাজ করতুম কিনা।

নিমাই। এটা দেখচি ফুট-রুল।

গিরিশ। মাপ জোঁকের কাজ করতে হয়।

নিমাই। বুঝিচি! বুঝিচি!

বিড়ি দেশলাই ও গাঁজার কল্কে বাহির করিয়া রাখিল

এটা কি হে! তুমি গাঁজা খাও!

গিরিশ। আজ্ঞে না।

নিমাই। তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?

গিরিশ। আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম। কারু কাজে লাগতে পারে ভেবে পকেটে রেখেচি।

নিমাই। বটে!

জগদীশের প্রবেশ

এই যে জগদীশ! ছাখ, ইনি কিরূপ সদাশয় লোক। যদি কারো কাজে লাগে তাই এই গাঁজার কলকেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেছেন।

জগদীশ। দয়ার সাগর! পরকে সেজে দিই, নিজে খাইনে। মিথ্যেবাদী কোথাকার!

গিরিশ। মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার-বন্ধু চাইলে তৈরী করে দিই, নইলে নিজে—এই বাবা বিশ্বনাথের নাম স্মরণ করে বলচি—কখনো খাইনা।

নিমাই। দেখি বাবা তোমার হাতখানা?

গিরিশ। হাত দেখতেও জানেন? দেখুন ত বরাতে আর কত দুঃখু আছে।

নিমাই। (ডান হাতের আঙুল দেখিয়া) অনেক গাঁজা তৈরীর চিহ্ন যে এখানে বিদ্যমান, বাবা। বললেই পারতে খাই।

জগদীশ। এই! মাথায় ওকি মেখেচ?

গিরিশ। আজ্ঞে, নেবুর তেল। কাসতে কাসতে মাথা গরম হয়ে ওঠে কিনা, তাই একটু করে নেবুর তেল মাখি।

জগদীশ। বেশ কর! গন্ধে থানাশুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে। একে ছেড়ে দিন, স্যার! এ সে নয়।

অপূর্ব। একে কি করে সন্দেহ করেন কাকাবাবু! তার কালচারের কথাটা ভেবে দেখুন।

নিমাই। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার মহাপাত্র।

গিরিশ। আজ্ঞে পাহারাওয়ালাদের বলে দেবেন গিরিশ মহাপাত্রকে ঝুটমুট আর হয়রাণি না করে! তাহলে আসি বাবু মশাইরা—

গিরিশ সবাইকে প্রণাম করিয়া ভাঙ্গা তোরঙ্গ চ্যাটাই জড়ানো বিছানার বাণ্ডিল মাথায় চাপাইয়া বেহালাটা বগলে এবং ছড়ি হাতে লইয়া কাসিতে কাসিতে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় দৃশ্য

সুমিত্রার বাড়ীর হলঘর। এক কোণ দিয়া একটা সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। সেই সিঁড়ির ওপর রেলিং ধরিয়া সুমিত্রা দাঁড়াইয়া আছে। যেন রাজরাণী। বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরণে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা, হাতে কয়েকগাছা সোনার চুড়ি। ঘাড়ের কাছে সোনার হারের কিয়দংশ চিক্‌চিক্‌ করিতেছে, কানে লাল পাথরের দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে, সবুজ শাড়ী। হাতা বিহীন জরদা রংয়ের ব্লাউজ। পায়ে বর্ম্মী স্যাণ্ডাল। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। নীচে একটি গোল টেবিল ঘিরিয়া চারটি লোক তাস খেলিতেছে আর মদ খাইতেছে। একজন নিগ্রো, একজন মুসলমান, একজন বর্ম্মী, মধ্য বয়সের একজন ইহুদী হলের মধ্যে পায়চারি করিতেছে।

সুমিত্রা। আর কতক্ষণ আমার বাড়ী বসে এ অত্যাচার তোমরা করবে?

ইহুদী। যতক্ষণ না তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হবে।

সুমিত্রা। আমি যাব না একথা অন্তত একশবার তোমাকে বলিচি।

নিগ্রো। To you Rose, darling.

মদের গ্লাস তুলিয়া ধরিল। সুমিত্রা পায়ের স্লিপার ছুড়িয়া মারিল

মুসলমান। তুমি বড় বদরাগী হয়ে উঠেচ, রোজ।

সুমিত্রা। আমি বলচি আমি রোজ নই, সুমিত্রা।

মুসলমান। এখন সুমিত্রা হয়েছ, আগে যা ছিলে তা কি ভুলে গেছো।

ইহুদী। শোন, রোজ। আমাদের ব্যবসাটা মাটী হতে চলেচে। তোমার মা আমার বোন ছিলেন। তাই তোমাকে আমি স্নেহ করি। তা ছাড়া আমার বাবা—তোমার দাদামশাই—তোমার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেচেন। মনে রেখ তাঁর অনেক টাকা।

সুমিত্রা। বাপের টাকা তুমিই ভোগ কোরো।

ইহুদী। তোমাকে আমরা রাণীর মতোই রাখব।

মাদ্রাজী। I salute thee, O my queen.

সুমিত্রা। Don't be silly Munnaswamy.

নিগ্রো। Jones is a good boy. Jones ready to die for you! Come to Jones, Rose.

সুমিত্রা। Be off. Be off, I say.

মাদ্রাজী। Say, what you will, but we won't move an inch.

ইহুদী। আচ্ছা কেন এমন করচ বলত? আমাদের ওখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি আমার আপন জন।

সুমিত্রা। তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই।

ইহুদী। নেই বল্লে শুনব কেন! তুমি আমার বোনের মেয়ে। রক্তের সম্বন্ধ রয়েচে যে।

মাদ্রাজী। And blood is thicker than water.

মুসলমান। যার জন্যে আমাদের ছেড়ে এলে, সে যে তোমায় ছেড়ে চলে গেলো। সেবার আমাদের একজনকে খুন করেছিল, দুজনকে করেছিল জখম। এবার দেখা পেলে সমঝে দিতুম!

সুমিত্রা নীচে নামিল, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল

সুমিত্রা। তোমাদের ভাগ্য ভাল যে, আজ তিনি এখানে নেই। থাকলে তোমাদের কাউকে মাথা নিয়ে ফিরতে হোতনা।

মাদ্রাজী। Is that so?

সুমিত্রা। Sure!

ইহুদী। আহা রাগারাগি কেন? আমরা যা বলতে এসেছি তাই শোন।

সুমিত্রা। বেশ বল!

ইহুদী। ডাচ পুলিশ—

সুমিত্রা আঙুল উঁচু করিল। ইহুদী চুপ করিল। সুমিত্রা টেবিলের কাছে গেল। টেবিলে বসিয়া নিগ্রো মদ খাইতেছিল

সুমিত্রা। Jones!

নিগ্রো। You are very kind to jones, darling.

সুমিত্রা। This is not a public house. You must not drink here.

নিগ্রো। What!

সুমিত্রা। If I am your queen, you must obey me.

মাদ্রাজী। Do what she asks you to do, Jones.

নিগ্রো। All right.

জোন্স বোতল গেলাস লইয়া বাহিরে গেল

মাদ্রাজী। You see, we obey you.

সুমিত্রা। Quiet! Quiet!

মুসলমান। এই ত বাবা রোজ, ঠিক আগেকার মূর্ত্তি ধরেচ। আংরেজী বুলি আওড়াচ্ছ—আর আমরা চুপ বসে থাচ্ছি।

সুমিত্রা। চুপ। যা বলবার আছে একজন বলুক। বোস। You Munnaswami take your seat. বল মামা, ডাচ পুলিশ কি করেচে?

ইহুদী। ডাচ পুলিশ আমাদের ব্যবসা প্রায় অচল করে দিয়েচে। বাক্স বাক্স আপিম আমাদের বাটাভিয়ার ভল্টে জমে উঠেচে। আমরা না

পারচি তা বাইরে চালান দিতে, না পারচি সেইখানে বেচতে। অথচ চীনের আড্ডা থেকে রোজ জরুরী তাগিদ আসচে।

সুমিত্রা। তোমরা মনে কর পুলিশ আমাকে কিছু বলবে না?

ইহুদী। কিছু বলবে না তা মনে করি না। তবে···

সুমিত্রা। বল, তবে—

ইহুদী। তবে তোমার রূপ আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে—পয়সাও আছে প্রচুর। তুমি যদি দলটা চালাও, তাহলে ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলতে পারব।

মাদ্রাজী। And we appeal···

সুমিত্রা। Quiet!···

ইহুদী। ভালো করে ভেবে গ্যাখ রোজ, এতদিন ভাল ভাবে ব্যবসা চালিয়ে এসে আজ ডাচ পুলিশের ভয়ে···

সুমিত্রা। ডাচ পুলিশ! ডাচ পুলিশকে ভয় করবো আমি!

জোন্সের প্রবেশ

জোন্স। Look here Rose, Jones has no bottle with him now.

সুমিত্রা। Silence Jones!

মাদ্রাজী। She is agitated!

জোন্স। She will go with us.

মুসলমান। চুপ! আবার চটে যাবে।

ইহুদী। ভেবে গ্যাখ রোজ—ভাল করে ভেবে গ্যাখ।

সুমিত্রা। (স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া) শোন মামা, তোমাদের কথা শুনে আমার শিরার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেচে। ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের হাত ধরে ছুটে যাই বাটাভিয়ায়···ইচ্ছে হচ্ছে আর একবার আগেকার মত সহস্র

বিপদ মাথায় নিয়ে সুমাত্রায়, জাভায়, চীনে, রেলে, ষ্টীমারে, জাহাজে, বিদ্যুৎ গতিতে ছুটোছুটি করে বেড়াই—ইচ্ছে হচ্ছে হাসি দিয়ে, কটাক্ষ দিয়ে, রূপের আলো দিয়ে, নির্ব্বোধ কতকগুলো পুরুষকে পিছু পিছু ছুটিয়ে নিয়ে বিজয়িনীর জয়মাল্য গলায় পরি! সত্যই মনে হচ্ছে, সেই উত্তেজনা, সেই উন্মাদনা, সেই প্রতিনিয়ত বিপদের সঙ্গে, মরণের সঙ্গে, খেলা করাই ত সত্যিকারের জীবন!

জোন্স। Right you are!

মাদ্রাজী। You are born for it!

মুসলমান। রক্তে রয়েছে তোমার সেই মাতনের নেশা!

ইহুদী। ইচ্ছা তোমার অপূর্ণ রেখ না!

সুমিত্রা। আর এক বছর আগে হলে ছুটে যেতুম তোমাদের সঙ্গে; এক বছর আগে হলে এই ইচ্ছাকে আমি বশ করতে চাইতুম না, পারতুমও না—কিন্তু আজ...

ইহুদী। আজ কি হয়েছে, রোজ?

সুমিত্রা। আজ আমি যে ব্রত নিয়েচি, তাতে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করবার অনন্ত অবসর আমি পাবো। তফাৎ এই যে, তোমাদের পথে আমার নারীত্ব, আমার মনুষ্যত্ব, আমার অস্তিত্ব, ব্যর্থতায় লুপ্ত হয়ে যেত; আর যে পথে আজ পা বাড়িয়েছি, ব্যর্থতা এলেও তা আমার জীবন, আমার জনম, আমার ইহকাল, আমার পরকাল উজ্জ্বল করে রাখবে। আমাকে তোমরা আর বিরক্ত করোনা। অতীতের কথা বলে আর আমাকে ব্যথা দিয়ো না। আমি যাব না স্থির জেনে তোমরা তোমাদের নরকে ফিরে যাও—

সুমিত্রা দ্রুত দোতলার সিঁড়িতে উঠিতে গেল। ইহুদী তাহাকে ধরিল

ইহুদী। না, না, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাব না।

মাদ্রাজী। We shall carry you wi h us!

জোন্স। We shall carry you by force!

গিরিশ। (অদৃশ্য হইতে) Try, if you will, cowards!

পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চিমনি ভাঙ্গার শব্দ হইল

মাদ্রাজী। What's that!

আবার পিস্তলের শব্দ

জোন্স। The police!

মাদ্রাজী। Run on boys, run on. British police will finish us.

তাহারা দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল, সুমিত্রা টেবিলের ওপর মুখ গুঁজিয়া দুই হাত রাখিয়া বসিয়া রহিল। গিরিশ মহাপাত্র নামিয়া আসিল। দরজা দিয়া বাহিরটা দেখিল। তার পর সুমিত্রার কাছে দাঁড়াইল।

গিরিশ। Are you hurt, please? কোথাও লেগেছে?

সুমিত্রা। কে! কে তুমি?

শশি একটা প্রকাণ্ড আলো লইয়া প্রবেশ করিল

গিরিশ। অধীনের নাম গিরিশ মহাপাত্র!

সুমিত্রা ও শশি। সব্যসাচী!

গিরিশ। না, না, গিরিশ মহাপাত্র। সাক্ষী এই গাঁজার কল্কে, আর সাক্ষী হাতের এই হলুদ দাগ!

চতুর্থ দৃশ্য

অপূর্ব্বর বাসার সিঁড়ির পথ

তেওয়ারী। কোন শালার একাজ আছে হামি দেখিয়ে লেবে। ওপরমে কোন হ্যায়? পানি কোন ফেকা? আরে! বাত নেহি শুনতা হ্যায়।

ওপরের সিঁড়িতে দুখানি পা দেখা গেল

জোসেফ। হল্লা কেঁও করতা হ্যায় উল্লু?

তেওয়ারী। তুম উল্লু—তোমরা বাপ উল্লু হ্যায়।

জোসেফ। Shut up।

তেওয়ারী। আও শালা নীচে, দেখে কেতনি হিম্মৎ—আও ঔর এক কদম বাঢ়ো! বাঢ়ো, দেখে কেতনি হিম্মৎ—

জোসেফ। কিন চিল্লাতে হো!

তেওয়ারী। কেরেস্তান হোকর তুম হামারা খানা'পর পানি ফেকেনে আউর হাম কুছু বোলেঙ্গে নেহি?

জোসেফ। Get away! Get away, you fool.

শপাং করিয়া চাবুকের আওয়াজ হইল। তেওয়ারী এক ধাপ নীচে নামিয়া লাঠি তুলিয়া কহিল

তেওয়ারী। শালা চাবুক চালাতা হ্যায়।

অপূর্ব্বর প্রবেশ

অপূর্ব্ব। কি করছিস তেওয়ারি।

তেওয়ারী। শালা সাহাবকো আজ খুন কোরবে ছোটাবাবু।

অপূর্ব্ব। মুখ খারাপ করিসনে, চলে আয়।

তেওয়ারী। আওনারে শালা!—আও বাবু মেরা সাথ—আও—বাবু—

অপূর্ব্ব। কি পাগলামো করচিস তেওয়ারি। বিদেশ বিভূঁই ঠাঁই। শেষে একটা ফৌজদারি মামলা বাধাবি?

তেওয়ারী। কি কোরবে বোলো? রঁসুই শেষ করে হামি বস্‌লো, আউর শালা সাহাব ওপরসে পানি গিরায়ে দিলো। মেলেচ্ছ কা পানি খানা'পর গিরলে হিন্দুলোক কখনো তা খেতে পারে?

অপূর্ব্ব। তুই চল, ঘরে চল।

তেওয়ারী। হাঁ চলো দেখবে। খুঁচড়ী হাড়িমে পানি, বর্ত্তনমে পানি, বিস্তারা বকস টিবিল ট্রাঙ্ক, সব কুছপর পানি। কিতাব কাগজ ভি তোমার পানিমে ভিজে গেলো!

অপূর্ব্ব। তা সাহেব এরকম করে জল ঢেলে দিলে কেন?

তেওয়ারী। আরে! গিয়ান বিবেচনা থাকবে ত কিস্তান কেনো হোবে, বাবু? দারু পিয়ে সাহাব ওপরমে নাচ্‌তাথা। হামি ভাবলো কাঠ কো ছাদ শিরপর ভেঙ্গে পোড়বে। তো আমি বল্লে—সাহাব মত নাচনা। মত নাচনা। আউর কাঁহা যাবে? সাহাব ওপর সে কালো কালো পানি গিরায়ে দিলো, আর হামাদের বোরে বম্‌না কা জোয়ার বহে গেলো।

অপূর্ব্ব। ভগবান না মাপালে এমনই মুখের গ্রাস নষ্ট হয়ে যায়।

তেওয়ারী। হামার বাত শুনো, ছোটাবাবু। এহি কোঠী তুম ছোড় দেও।

অপূর্ব্ব। তোর মতে আমাদের পালিয়ে যাওয়াই ভালো, না?

তেওয়ারী। তুরন্ত! রাগে হামিও কামঠো বহুৎ খারাপ কোরলো, সাহাবকো বহুৎ গালি গালাজ করলো।

অপূর্ব্ব। গাল না দিয়ে মারাই উচিত ছিল।

তেওয়ারী। আরে সত্যনাশ। কী বলছো তুমি ছোটাবাবু! বাঙালী হোয়ে সাহাবকো মারবো হামি। আরে নহি, নহি—

তেওয়ারীর হাত হইতে লাঠি লইয়া সিঁড়িতে উঠিল

তেওয়ারী। আরে? লাঠি নিয়ে কাঁহা চল্লো তুমি?

অপূর্ব্ব। তুই যা দিকিনি।

বাঁহাত দিয়ে তেওয়ারীকে ঠেলিয়া দিয়া অপূর্ব্ব উপরে উঠিতে লাগিল। ভারতী নামিয়া আসিল। অপূর্ব্ব থমকিয়া দাঁড়াইল

ওপরের মাতাল সাহেবটা কোথায় থাকে বলতে পারেন?

ভারতী। কেন বলুন ত!

অপূর্ব্ব। তাকে দেখাতে চাই, সে আমার কত ক্ষতি করেচে। তার ভাগ্য ভালো যে আমি বাড়ী ছিলুম না।

ভারতী। থাকলে কী করতেন?

অপূর্ব্ব লাঠি ঠুকিল

অপূর্ব্ব। শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতুম।

ভারতী। তিনি শুয়ে পড়েচেন।

অপূর্ব্ব। আমি তাকে টেনে তুলব।

ভারতী। ট্রেসপাসের চার্জ্জে পড়বেন যে।

অপূর্ব্ব। আপনি ঠাট্টা করচেন।

ভারতী। না। সত্যি কথাই বলচি।

অপূর্ব্ব। অন্যায়ের প্রতিকার আমাকে করতেই হবে।

ভারতী। ও! তাই বুঝি তেওয়ারীর লাঠি আপনার হাতে!

অপূর্ব্ব। দেখুন লাঠী চালাবার কাজ আমার নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন ওপরের ওই সাহেব বর্ব্বরের মতো আমাদের যথেষ্ট লোকসান করেচে। অথচ আমরা তার কোন ক্ষতি করিনি।

ভারতী। আমার বাবার এই ব্যবহারের জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত।

অপূর্ব্ব। আপনার বাবা!

ভারতী। হ্যাঁ।

অপূর্ব্ব। ওপরের ওই সাহেব?

ভারতী। আমি তাঁরই মেয়ে।

অপূর্ব্ব। আমি ভেবেছিলুম আপনি বাঙালী।

ভারতী। আমি আর আমার মা তাই বটে।

অপূর্ব্ব। জাত, ধর্ম্ম, স্বদেশ, সর্ব্বস্ব খুইয়েচেন!

ভারতী। বিধর্ম্মীদের আপনি বুঝি খুবই ঘৃণা করেন?

অপূর্ব্ব। ওকথা থাক। আপনার বাবাকে বলবেন তিনি যেন কাল সকালে নিজে দেখা করে আমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করবার চেষ্টা করেন।

ভারতী। বেশ, তাই বলব। কিন্তু তার আগে বাবার হয়ে আপনার কাছে আমিই ক্ষমা চাইছি।

অপূর্ব্ব। ক্ষমা তাঁকেই চাইতে হবে।

ভারতী। তিনিই চাইবেন।

ভারতী উপরে উঠিয়া গেল

অপূর্ব্ব নামিয়া কহিল

অপূর্ব্ব। খামকা খামকা লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিস! যাকে যা না বলবার তাই বলিস তুই!

তেওয়ারী। হামার খানা পর পানি গিরাবে, আউর হামি কুছ বলবে না।

অপূর্ব্ব। তুই মুখ্যু, তুই কী করে বুঝবি যে, পৃথিবীর বারো আনা লোকের খাবার অপর চার আনা লোক নিত্য কেড়ে খায়, আর বারো আনা লোক নীরবে নিজেদের খাবার অপরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। তুই এমন কি মাতব্বর হলি যে, এটা আর সইতে পারবিনি।

তেওয়ারী। তোমার কোথা হামি বুঝলো না ছোটাবাবু।

অপূর্ব্ব। বুঝতে তুই পারবিনে। আর বোঝবার চেষ্টাও তুই করিসনি। সামের জাহাজেই তোকে আমি কোলকাতায় পাঠিয়ে দোব।

তেওয়ারী। হুঁ! পাঠিয়ে দোব! তোমার হুকুমে হামি আসলো, যে তোমার হুকুমসে লৌটে যাবে।

অপূর্ব্ব। আমার গার্জ্জিয়ান হয়ে এসেছিস তুই! এম, এ, পাশ করলুম, এত বড় একটা চাকরি যোগাড় করে বাংলা থেকে বর্ম্মা আসতে পারলুম, আর নিজের ইচ্ছে মতো কোনো কাজ করতে পারব না? কেন? কিসের জন্য?

ভারতী দুয়ারের কাছে আসিয়া ফলভরা টুক্‌রি ঘরে হাত বাড়াইয়া রাখিল—তেওয়ারী বলিল

তেওয়ারী। নেহি, নেহি মেমসাব। সব লে যাও! মেলেছকা ছুঁয়া হামলোক নেহি খাতা।

অপূর্ব্ব। আঃ! তেওয়ারী বড় অসভ্য। এসব কেন?

ভারতী। মা পাঠিয়ে দিলেন। আপনাদের খাওয়া হয়নি।

অপূর্ব্ব। আপনার মাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের খাওয়া হয়নি, তাঁকে কে বল্লে?

ভারতী। আমরা জানি। আর এসব বাজারের ফল। এতে ত কোন দোষ নেই।

অপূর্ব্ব। না, না, দোষের কথা নয়। হ্যাঁ তেওয়ারি, বাজারের ফলে দোষ কি?

তেওয়ারী। বাজারকা ফল বাজারসে হামি ভি লে আনে সক্‌তা। টোকরী উঠাও মেমসাব—ইসমে হামারা কুছ কাম নেই হোগা। টোকরী উঠাও! ঘর ফিন পানিসে সাফা করনে হোগা।

ভারতী। সাজিটা রেখেছি তাতেই জায়গাটা ধুয়ে ফেলতে হবে?

তেওয়ারী। আলবৎ! তুমলোক মেলেচ্ছ, কেরেস্তান, অচ্ছুৎ!

অপূর্ব্ব। তেওয়ারী! দেখুন, ওর কথায় আপনি রাগ করবেন না। ওটা কাঠ-মুখ্যু, বিষম গোঁয়ার! আপনি ভেতরে আসুন।

ভারতী। আমি যে অচ্ছুৎ।

অপূর্ব্ব। না, না, আসুন দয়া করে।

ভারতী। সাজিটা রেখেছিলুম বলে এই যায়গাটাই আপনারা ধুয়ে ফেলবেন, আর আমি ঘরে ঢুকলে কাঠের পাটাতন অবধি যে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

অপূর্ব্ব। না এলে কিন্তু বুঝব, আপনি আমাদের ক্ষমা করতে পারেন নি।

ভারতী। সেকি! অন্যায় যে আমরাই করিচি।

অপূর্ব্ব। আমরা আচার বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত, কিন্তু অসভ্য নই। আপনি আসুন।

ভারতী। না। এই রাতের বেলায় আর আপনাদের ধোয়া-মোছার কষ্ট দিয়ে লাভ নেই।

হাত বাড়াইয়া টু[illegible] লইয়া প্রস্থান

তেওয়ারী। ও দইয়ারে দইয়া! শালা পাপ নিক্[illegible]ল।

[illegible]ওয়ারীর প্রস্থান

অপূর্ব্ব। তার মিনতির, তার ব্যগ্রতার, তার বিন[illegible]ম্র ব্যবহারের কোন দাম নেই। সর্ব্বস্ব হয়ে রইল আচার।

রামদাস তলোয়ারকরের প্রবেশ

রামদাস। বাবুজি—

অপূর্ব্ব। রামদাসবাবু!

রামদাস। নামের প্রথম অংশ আমার পছন্দ হয় না। [illegible]রকর বলেই আমি পরিচিত হতে ভালবাসি। কেন না তলোয়ার ইস্পা[illegible], আর তাতে ধার থাকে বলে সব কিছু কাটে। আর বলতে পারেন [illegible]ঙ্কিতেও আমার মরচে ধরে না। হাঃ হাঃ হাঃ!

অপূর্ব্ব। হাঁ, দেখুন মিঃ তলোয়ারকর, এ বাড়ীতে আ[illegible]র থাকা হবে না।

তলোয়ারকর। কেন বলুনত!

অপূর্ব্ব। আমাদের ওপর বড় উপদ্রব চল্‌ছে।

তলোয়ারকর। সে কি!

অপূর্ব্ব। ওপরে একটা মাতাল ফিরিঙ্গি থাকে।

তলোয়ারকর। তাতে আপনার কি বাবুজি?

অপূর্ব্ব। তার একটা মেয়ে আছে।

তলোয়ারকর। আপনাকে বিয়ে করতে চায় না কি? হাঃ হাঃ হাঃ—

অপূর্ব্ব। না, না, বাপ আর মেয়ে দুই—ই—

তলোয়ারকর। মাতাল?

অপূর্ব্ব। না, না, বজ্জাত।

তলোয়ারকর। তার আর করচেন কি! সংসারে বহু বজ্জাত বাসা বেঁধে রয়েচে।

অপূর্ব্ব। কিন্তু ওরা যে আমাদের ওপর বড় উপদ্রব করচে! ওপর থেকে জল ঢেলে আমাদের খাবার দাবার নষ্ট করেছে। বিছানা-পত্র সব ভাসিয়ে দিয়েচে। তেওয়ারী বলতে গিছলো চাবুক নিয়ে তাড়া করেচে।

তলোয়ারকর। আপনি কি করলেন?

অপূর্ব্ব। আমি তার অন্যায়টা বুঝিয়ে দেবার জন্যে ডাকাডাকি করলুম, কিন্তু এখনো সে এলো না।

তলোয়ারকর। আপনিও চেপে গেলেন?

অপূর্ব্ব। কি করি বলুন।

তলোয়ারকর। ভালো কাজ করেননি। আমি হলে ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াত, ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়ে ছাড়তাম না।

অপূর্ব্ব। সে ক্ষমা না চাইলে কি করতেন?

তলোয়ারকর। ঘরে গিয়ে ঘাড় ধরে নাকে খৎ দেওয়াতুম।

অপূর্ব্ব। তাহলে ত সেই ক্রিমিন্যাল assaultই হোত।

তলোয়ারকর। হোত হোত।

অপূর্ব্ব। আমি বলি, নিত্য নানা গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা যেখানে, সেখানে না থাকাই ভাল।

তলোয়ারকর। কিন্তু এম্নি করে সরে সরে কোথায় যাবেন বলুন ত? পিছু হটতে হটতে এমন একটা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েচি, যে আর পিছনে গেলে অতলে তলিয়ে যাব! মনে সাহস এনে এইখানে আপনি থাকুন, বাবুজি—পালিয়ে আমাদের মুখে আর কালি মাখাবেন না।

অপূর্ব্ব। আপনি ঠিক বলেচেন। এ বাসা আমার ছাড়া হবে না।

তলোয়ারকর। এই ত আমি চাই বাবুজি, এই ত আমি চাই। অত্যাচারের ভয়ে আমরা অনেক পালিয়েচি—কিন্তু ব্যস! আর নয়।

পঞ্চম দৃশ্য

শশির কক্ষ

রাইমোহন ভট্টাচার্য্য ও নবতারা

রাইমোহন। নবতারা নবতারা করে শশি কবি পাগল হয়ে আছে, তা তুমি জান?

নবতারা। না।

রাইমোহন। শশি মদ খায়, তা তুমি জান?

নবতারা। জানি।

রাইমোহন। তবু তার সঙ্গে তুমি মেশ কেন?

নবতারা। এ বিদেশে তার চেয়ে আপন কাউকে পাইনি বলে।

রাইমোহন। হুঁ। তুমি তাকে ভামোয় পাঠিয়েছিলে?

নবতারা। ভামোয় যেতে বলিনি। তোমার খোঁজ করতে বলিচি।

রাইমোহন। আমার খোঁজ করতে?

নবতারা। হ্যাঁ।

রাইমোহন। কেন?

নবতারা। আমাকে এখানে একা ফেলে কোথায় তুমি চলে গেলে তাও জানতে চাইব না?

রাইমোহন। শশির সঙ্গে তুমি আর দেখা করতে পারবে না।

নবতারা। কেন?

রাইমোহন। আমার হুকুম।

নবতারা। হুকুম করবার তোমার কী অধিকার আছে?

রাইমোহন। আদালতে অধিকার অস্বীকার করতে পারবে না।

নবতারা। সে অধিকারের দাবী যদি তোল, নিজের ফাঁদেই পা দেবে।

রাইমোহন। তাই নাকি?

নবতারা। এক বছর একটি পয়সা দিয়েও তুমি আমাকে সাহায্য করনি…

রাইমোহন। তোমার রূপসজ্জা দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না তুমি অভাবে দিন কাটাও। বোঝা যায়, রোজগার তোমার মন্দ নয়।

নবতারা। (উঠিয়া দাঁড়াইল) এমন কথাও তুমি আমাকে বলতে পার?

রাইমোহন। অসঙ্কোচেই পারি।

নবতারা। অমানুষ বলেই পার।

যাইতে উদ্যত হইল

রাইমোহন। শোন। তোমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।

নবতারা। কেন?

রাইমোহন। আমার হুকুম।

নবতারা। দেশে গিয়ে খাব কি?

রাইমোহন। আমি টাকা পাঠাব।

নবতারা। তোমার টাকা আমি নোব কেন?

রাইমোহন। টাকা নেবে না যদি, তবে টাকা দিইনি বলে অনুযোগ করছিলে কেন?

নবতারা। অনুযোগ করিনি। কথাটা শুধু তোমায় মনে করিয়ে দিয়েচি।

রাইমোহন। আমি তোমায় নিয়ে ঘর করবোনা।

নবতারা। সে আমি জানি।

রাইমোহন। তবে কি আশায় রেঙ্গুণে পড়ে থাকতে চাও?

নবতারা। নিজের বাসনা চরিতার্থ করবার আশায়।

রাইমোহন। আমার মুখের ওপর একথা বলতে তুমি [illegible] পাও!

নবতারা। তোমাকে আর ভয় কিসের! তুমি ব[illegible] যেথানে ইচ্ছে, যার কাছে ইচ্ছে, চলে যাও তুমি। তোমার সঙ্গে [illegible]র কোন সম্বন্ধই আর নেই।

দ্রুত চলিয়া গেল। রাইমোহন কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

রাইমোহন। ইস্! তেজ দেখিয়ে চলে গেল। আচ্ছা দেখা যাবে।

বেগে ঘুরিয়াই দেখিল শশি দাঁড়াইয়া আছে

শশি। এই যে ভট্‌চায্ মশাই। আমার আগেই এসে পৌঁচেছেন। নবতারার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

রাইমোহন। ত্থাখ কবি, ঢং করে পাগল সেজে বেড়াও তুমি। কিন্তু আমি জানি পাগল তুমি আদৌ নও।

শশি। ভুল করলেন ভট্টচায্‌ মশাই। পাগল বলে নিজেকে আমি কখনো প্রচার করতে চাইনি। তবে হ্যাঁ, মাতাল বলে কিছু খ্যাতি অর্জ্জন করিচি। কিন্তু আমার কথা ছাই চাপা দিন, নবতারার কথা বলুন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েচে?

রাইমোহন। আমার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েচে?

শশি। নবতারাই দিয়েচেন।

রাইমোহন। এতদূর!

শশি। এটুকু অধিকার পেতে বেশি দূর যেতে হয় না মশাই।

রাইমোহন। শোন কবি।

শশি। দাঁড়ান মশাই! বোতলটা আর ব্যায়লাটা সামলে নি!

বোতল বেহালা রাখিয়া

এবারে বলুন কি বলতে চান।

রাইমোহন। নবতারার সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারবে না।

শশি। আমার অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়নি যে তাঁর দেখা না পেলে হার্ট ফেল করে মারা যাব।

রাইমোহন। দেখা করবে না, বল।

শশি। এক সর্ত্তে।

রাইমোহন। সর্ত্ত টর্ত্ত কিছু নেই।

শশি। নিশ্চয় থাকবে।

রাইমোহন। কী সর্ত্ত।

শশি। আপনি নবতারাকে ত্যাগ করবেন না, তাঁকে নিয়ে ঘর করবেন।

রাইমোহন। অসম্ভব।

শশি। আপনি নবতারার স্বামী। তাই কাজটা অবৈধ হবে না।

রাইমোহন। নবতারাকে নিয়ে আমি ঘর করলে তোমার অবস্থা কি হবে শুনি?

শশি। তুরীয় অবস্থা। কারু জন্য কোন দায়িত্ব থাকবে না। মনের আনন্দে মদ খেয়ে বেড়াব।

বসিয়া বোতলটা খুলিয়া খানিকটা খাইয়া লইল

কি বলেন? সর্ত্তে রাজী? আপনার ভাগ্নের কীর্ত্তি নবতারাকে বলিনি। ওকে নিয়ে দেশে চলে যান। সব কিছু চাপা পড়বে।

রাইমোহন। মনে মনে নবতারাকে আমি স্ত্রী বলে স্বীকার করতে পারি না।

শশি। একটু মদ খেয়ে নিন, স্মৃতি ফিরে আসবে।

রাইমোহন শশির হাতের বোতলের দিকে চাহিয়া দেখিল হঠাৎ চিলের মত ছোঁ দিয়া শশির হাত হইতে বোতল কাড়িয়া লইয়া ঢক ঢক করিয়া খানিকটা খাইয়া লইল।

আরো খান! আরো খান, আরো—কেবল তলায় একটুখানি রেখে দেবেন এই নির্ব্বাসিত যক্ষের জন্য।

ভট্‌চায্‌ খানিকটা খাইয়া বোতল রাখিয়া দিল

That's like a good boy। এখন শুনুন। এইখানেই নবতারাকে নিয়ে থেকে যান্। আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভিক্ষে করেই হোক, আর চুরি করেই হোক, কি রোজ আপনাকে একটা করে বোতল দিয়ে যাব।

ভট্‌চায্‌ আবার বোতল তুলিয়া লইল

আজ আমি গরিব। কিন্তু এ দিন আমার থাকবে না। দশ বিশ হাজার হাতে আসবেই।

ভট্‌চায্‌ বোতল রাখিয়া দিল শশি সেটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

রাইমোহন। তুমি কী বলচ, কবি?

শশি। বলচি নবতারাকে নিয়ে মনের আনন্দে এইখানেই থাকুন। আমি চল্লুম, নবতারাকে কখনো দেখা দোব না।

ভট্‌চায্‌ শশির হাত হইতে বোতলটা কাড়িয়া লইয়া কহিল

রাইমোহন। তবে যে তুমি বল্লে, ফি রোজ একটা করে বোতল দিয়ে যাবে?

শশি। ঠিক! ঠিক! বলেছিলুম বটে! তা এক কাজ করবেন। রোজ দুপুরে রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি চুপি চুপি দিয়ে চলে যাব।

ভট্‌চায্‌ বোতলটা ফেলিয়া দিয়া যাইতে যাইতে কহিল

রাইমোহন। একটা পাইট এনে খয়রাত করচ বাবা। সস্তায় কিস্তি। থাকগে। এখন শোন আমার শেষ কথা। নবতারাকে নিয়ে আমি ঘর করবো না।

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। শশি তাহাকে ধরিল

পিছু টানছ কেন বাবা?

শশি। আজ আপনাকে কিছুতেই যেতে দোব না।

রাইমোহন। কেন দেবে না?

শশি। নবতারা যদি মনে করে আমি আপনাকে মদ খাইয়েছি বলে আপনি চলে গেলেন, না খাওয়ালে যেতেন না?

রাইমোহন। করুক না মনে যা তার ইচ্ছে।

শশি। না, না। আমি আপনাকে মদ খাইয়েছি। অন্যায় করিচি। আপনি যাবেন না, আপনাকে আমি যেতে দোব না।

রাইমোহন। কবি, তুমি সরল লোক। তাই তুমি বোঝ না যে, মং সাহেবের সম্পত্তি, আর বর্ম্মী স্ত্রী, কোনটাই উপেক্ষার নয়।

বলিয়া শশিকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল

শশি। শুনুন ভট্‌চায্‌মশাই, শুনুন, শুনুন—

নবতারা পিছন হইতে কহিল

নবতারা। ও শুনবে না।

শশি নবতারার দিকে ফিরিল

শশি। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিচি তারা, ওকে যদি মদ না খাওয়াতুম, তাহলে হয়ত চলে যেত না।

নবতারা। তাহলেও যেত। (নবতারা সোফায় বসিল) বিয়েও হয়ে গেছে?

শশি। না, না। ও যে মিথ্যে কথা বলে, তা ত তুমি জান।

নবতারা। কিন্তু তুমি, কবি, তুমি ত মিথ্যে কথা বল না। ভামোয় গিয়ে তুমিই কি জেনে আসনি ও বিয়ে করেচে?

শশি। আমি ত তা বলিনি।

নবতারা। বলনি। কিন্তু অস্বীকার করতে পার কি? (শশি নীরব রহিল) দেখচ, অস্বীকার করতে পারচ না। আমি যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলুম ও বলে গেল বর্ম্মা স্ত্রী উপেক্ষার পাত্রী নয়। উপেক্ষার অবহেলার অবজ্ঞার পাত্রী কেবল বাঙালী স্ত্রী!

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শশি সোফার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল

শি। তারা, তারা, নবতারা! তোমার আজই ভেঙে পোড়ো না। সব্যসাচী এসেছেন। তিনি সবই ঠিক করে দেবেন।

নবতারা মুখ তুলিয়া কহিল

নবতারা। সব্যসাচী ?

শশি। হ্যাঁ, সব্যসাচী।

নবতারা। সব্যসাচী নারীর ব্যথা বোঝেন না ; বুঝলে সুমিত্রাদিকে অত দুঃখ দিতেন না।

শশি। সব্যসাচী দেব্‌তা।

নবতারা। হ্যাঁ, পাথরের দেব্‌তা !

ষষ্ঠ দৃশ্য

সুমিত্রার কক্ষ

ডাক্তার। দুটো দিন এক যায়গায় স্থির হয়ে বসবার আমার উপায় নেই, একথা তুমি না বুঝলে কে বুঝবে সুমিত্রা ? সময়ের যে এত দাম আগে তা বুঝিনি।

সুমিত্রা। সবাই পাবে তোমার অখণ্ড মনোযোগ, শুধু আমিই তোমার কাজের ভার নিয়ে তোমার স্মৃতির বাইরে পড়ে থাকব, এই কি তুমি চাও ?

ডাক্তার। সুমিত্রা !

সুমিত্রা। ডাকছিলে ?

ডাক্তার। হ্যাঁ।

উঠিয়া দাঁড়াইল

সুমিত্রা। না, না, এখুনি চলে যেয়ো না।

ডাক্তার কোন কথা না কহিয়া দুই হাতে তাহার দুই বাহু ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল

ডাক্তার। আমার কাজের ভার সত্যিই কি তুমি নিয়েচ?

সুমিত্রা। নোব না এমন কথা ত কোন দিনই বলিনি।

ডাক্তার। নিতে ভরসা হয়?

সুমিত্রা। সে দম্ভও কখনো প্রকাশ করিনি।

ডাক্তার। একটু আগেই যে বল্লে, তোমার ওপর কাজ দিয়ে স্মৃতির বাইরে তোমাকে ফেলে রাখতে চাই?

সুমিত্রা ডাক্তারের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে যাইতে কহিল

সুমিত্রা। এত বড় নিষ্ঠুর তুমি, যে আমার এই অভিমানটুকুও তুমি রাখবে না?

ডাক্তার। পথের দাবীর কাজে কি তোমার তৃপ্তি নেই?

সুমিত্রা। আছে। উৎসাহ নিয়ে এ কাজ কেবল ততক্ষণই করতে পারি, যতক্ষণ মনে করি এ তোমারই কাজ, আমি মাত্র উপলক্ষ। কিন্তু যখনই এর বাইরে তোমায় চলে যেতে দেখি, তখুনি বুঝি, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছই না এই কাজকে তুমি মনে কর—আর কত ছোট করেই না আমাদের তুমি দ্যাখ।

ডাক্তার। না, না, তোমাকে আমি ছোট মনে করিনা, সুমিত্রা।

সুমিত্রা। নিশ্চয় কর। নইলে এই খেল্‌না দিয়ে তুমি আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাইতে না।

সুমিত্রা সরিয়া গেল

ডাক্তার। "পথের দাবী" আমার নয়, তোমারই কল্পনা-প্রসূত। তুমিই

এর সভানেত্রী, প্রেসিডেণ্ট। যতক্ষণ এর গণ্ডীর মাঝে থাকি, ততক্ষণ আমিও তোমারই আদেশবহ। আমি যদি একে তুচ্ছ মনে করতুম, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি এর নিয়মে ধরা দিতুম না।

সুমিত্রা একখানি বই লইয়া ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া শুনিতে লাগিল

আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, ক্ষুদ্র পরিসর এই পথের দাবী একদিন বৃহৎ হয়ে উঠবে। বৃহত্তর ভারত বৃহত্তম জগত একদিন পথের দাবীর অন্তর্ভূত হবে। সেদিন এর গণ্ডীর বাইরে থাকবার উপায় আমারও থাকবে না।

সুমিত্রা। সত্যিই কি পথের দাবীর এই মর্য্যাদা তুমি দিতে চাও?

ডাক্তার। নইলে সুমিত্রাকে দিয়ে আমি কি বাজে কাজ করিয়ে নিতে চাই।

সুমিত্রা। তাহলে আজই একটা কথা দিয়ে রাখ!

ডাক্তার। বল কী তুমি চাও।

সুমিত্রা। বিপদ যেদিন দুর্ব্বার হবে, সেদিন আমাকে তোমার পাশে দাঁড়াবার অধিকার দেবে?

শশি প্রবেশ করিয়া একটা বিকট শিশ দিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল

ডাক্তার। কবি!

শশি ফিরিয়া কহিল

শশি। বক্‌বেন না স্যার। আমার নিশ্চয় কান্না পাচ্ছে।

ডাক্তার। (হাসিয়া) কেন কবি, তোমার আবার কি হোল?

শশি। বেকুবের মত ঘরে ঢুকে একটি পরম মুহূর্ত্ত আমি নষ্ট করে দিয়েচি।

সুমিত্রা। তুমি আজও মদ খেয়েচ?

শশি। Only a drop President. পকেটে মোটে ...টা পয়সা ছিল। তাতে আর ক ফোঁটাই বা পাওয়া যায়।

ডাক্তার আসনে বসিতে বসিতে কহিল

ডাক্তার। একটু ব্যায়লা শোনাবে কবি ?

শশি। শুনতে চান শোনাতে পারি। কিন্তু আপনার ভালো লাগবে না, স্যার।

ডাক্তার। কেন ?

শশি। সুমিত্রা দেবী যদি অভয় দেন বলতে পারি।

ডাক্তার। সুমিত্রার কাছেত তোমার সাত খুন মাপ।

শশি। তাহলে কথাটা বলেই ফেলি স্যার। যে কানে সুমিত্রা মধু ঢাল্‌ছিলেন, শশির ব্যায়লা সে কানে বেসুরোই বাজ্‌বে।

সুমিত্রা। তুমি বুঝি ভাবছিলে আমরা প্রেমালাপ করছিলুম।

শশি। যদি না করে থাকেন, অন্যায় করেচেন। আফশোষের শেষ থাকবে না।

সুমিত্রা। কেন ?

শশি। স্যার হঠাৎ এসেচেন হঠাৎ চলে যাবেন। তখন কি করবেন ? যেমন দেবী তেমন দেবতা না হলেত প্রেম জমবে না।

ডাক্তার। কিন্তু সুমিত্রা বলছিলেন, তিনি তোমাকেই ভালবাসেন, কবি।

শশি। মাপ করবেন, স্যার। বাঘিনীর প্রেমের প্রত্যাশা আমি করি না। দেঁদি বুঁচির অভাব রেঙ্গুনে নেই। এক ছটাক মদ খাইয়ে এক বোতল প্রেম নির্য্যাস নিয়ে অনায়াসে ঘরে ফেরা যায়—আঁচড় কামড়ের ভয় থাকে না।

সুমিত্রা। You are getting vulgar.

শশি। Excuse me President, কান মলে দিন।

সুমিত্রা। নবতারাকে বলে দোব।

শশি। She is no less vulgar.

ডাক্তার। সে কি শশি!

শশি। মিলিয়ে দেখে নেবেন, স্যার।

সিঁড়ির ওপর হইতে ভারতী ডাকিল

ভারতী। সুমিত্রাদি!

ডাক্তার। আরে এস এস, ভারতী এস।

ভারতী। দাদা!

সিঁড়ি দিয়া তর তর করিয়া নামিয়া আসিল, ডাক্তারের পায়ের ধূলো লইল

ডাক্তার। বোস ভারতী!

ডাক্তার সুমিত্রা ও ভারতীর মাঝখানে বসিল

অপূর্ব্ববাবুর খবর কি বল ত?

ভারতী। আজ এসেছিলেন।

সুমিত্রা। তোমার বাহাদুরি আছে, ভারতী। অতবড় গোঁড়া হিন্দুটিকেও তুমি বায়েস করলে!

ভারতী। বাবকে যে বাঁধতে পারে, তার কি এতে বিস্মিত হওয়া সাজে, দিদি?

সুমিত্রা। খেলার বাবকে নিশ্চয়ই বাঁধতে পারি। কিন্তু তুমি যার কথা বলচ, তিনি যে Man-eater!

ভারতী। তাই নাকি দাদা?

ডাক্তার। কথাটা মিথ্যে নয়। তিন চার দিন যখন খাবার জোটেনা, তখন মনে হয় মানুষ গরু যা পাই ধরি আর গিলি।

ভারতী। আচ্ছা দাদা, শুনতে পাই তোমার মান অভিমান নেই, দয়ামায়া নেই, বুকের ভেতরটা একেবারে পাষাণ দিয়ে গড়া?

ডাক্তার। কে একথা বলে ভারতী?

ভারতী। যেই হোক; নিশ্চয় বলে।

ডাক্তার। সে আমাকে তাহলে সত্যি সত্যিই ভালবাসে।

ভারতী। তা বাসে।

ডাক্তার। সে আর কি বলে ভারতী?

ভারতী। আর বলে তোমার অন্তরে আছে নাকি মাত্র একটি বস্তু—জননী জন্মভূমি। কেমন করে হোল?

ডাক্তার। কেমন করে হোল! (সামের দিকে দৃষ্টি ভাসাইয়া) কই কবি! একটি বার ব্যায়লা শোনাও না।

শশি বেহালা ঠিক করিতে লাগিল

ভারতী। বল দাদা তা কেমন করে হোল?

ডাক্তার। সেও এক ছেলেবেলার ঘটনা, ভারতী।

ভারতী। দাঁড়াও দাদা, আমার জায়গাটিতে বসতে দাও

নামিয়া পায়ের কাছে বসিল। শশি বেহালা বাজাইতে লাগিল

ডাক্তার। জীবনে কত কি এল, কত কি গেল, কিন্তু সে দিনটি স্মৃতিতে একেবারে অক্ষয় হয়ে রইল! আমাদের গ্রামের প্রান্তে বৈষ্ণবদের একটা মঠ ছিল। একদিন রাতে সেখানে পোড়ল ডাকাত। চেঁচা-মেচি কান্নাকাটিতে গ্রামের বহুলোক চারদিকে জড়ো হলো। কিন্তু ডাকাতদের একটা গাদা বন্দুকের ভয়ে কেউ কাছে এগুতে পারলনা। আমার এক

জাঠতুতো দাদা ছিলেন—যেমন সাহসী, তেমন পরোপকারী। বাবার জন্যে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু গেলে নিশ্চিত মৃত্যু জেনে সবাই তাঁকে ধরে রেখে দিল। নিরুপায় হয়ে তিনি ডাকাতদের গাল দিতে লাগলেন। ডাকাতরা গাদা বন্দুকের জোরে, দু-তিনশ লোকের সামনে মোহান্ত বাবাজীকে খুঁটিতে বেঁধে তিল তিল করে পুড়িয়ে মারলে।

ভারতী। য়্যাঁ।

শশির বেহালা থামিয়া গেল, সুমিত্রা আসিয়া ডাক্তারের পিছনে দাঁড়াইল

ডাক্তার। ভারতী! আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলুম। কিন্তু আজও মোহান্তের কাকুতি, মিনতি, মরণ-আর্ত্তনাদ মাঝে মাঝে যেন কানে শুনতে পাই। উঃ। কি সে ভয়ানক বুকফাটা আর্ত্তনাদ!

ডাক্তার চুপ করিল, শশি আবার সেই করুণ সুরটা বাজাইতে লাগিল

চলে যাবার সময় ডাকাতের সর্দ্দার, বড়দাদাকে শাসিয়ে গেল যে, মাস-খানেক পরে ফিরে এসে গালাগালির সে প্রতিশোধ নেবে। বড়দাদা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে কেঁদে-কেটে পড়লেন, একটা বন্দুক চাই। সাহেব দিতে রাজী হলেন না।

সুমিত্রা। এত বড় সর্ব্বনাশ আসন্ন জেনেও না?

ডাক্তার। না। শুধু যে বন্দুকই দিলেন না, তা নয়—বড়দাদা ব্যাকুল হয়ে যখন তীর ধনুক বর্শা বল্লম তৈরি করলেন, খবর পেয়ে পুলিশের লোক তাও নিয়ে গেল।

ভারতী। তার পর?

ডাক্তার। তার পর ডাকাতের সর্দ্দার সেই মাসের মধ্যেই তার প্রতিজ্ঞা পালন করল। এবার আরো একটা বন্দুক বেশী ছিল। বাড়ীর

আর সকলেই পালালে। শুধু বড়দাদাকে কেউ নড়াতে পারলে না। ডাকাতের গুলিতে···তিনি প্রাণ দিলেন।

ভারতী। প্রাণ দিলেন!

ডাক্তার। হাঁ। ঘণ্টা-চারেক সজ্ঞানে বেঁচে ছিলেন। গ্রামশুদ্ধ জড় হয়ে হৈ চৈ করতে লাগল। কেউ ডাকাতদের, কেউ ম্যাজিস্ট্রেটকে গাল দিতে লাগল। শুধু দাদা আমার চুপ করে রইলেন। গ্রামের ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে এলে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে, দাদা বল্লেন—থাক, আমি বাঁচতে চাই না।

উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আবার কহিল

বড়দাদা আমাকে বড় ভালবাসতেন, আমার কান্না শুনে, তিনি একটি বার চোখ মেলে চাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বল্লেন, ছিঃ! মেয়েদের মতো এই সব গরু ভেড়া ছাগলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুই আর কাঁদিসনি শৈল। কিন্তু রাজত্ব করবার লোভে যারা সমস্ত দেশের মধ্যে মানুষ বলতে আর একটী প্রাণীও রাখেনি, তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিসনি, কখনো না। এই একটি কথা। এর বেশি আর একটি কথাও তিনি বলেন নি।

ডাক্তার বসিল একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিল

এই ব্যথা-ভরা ইতিহাসে মৃত্যুটাই আসল ট্রাজেডি নয় ভারতী, আসল ট্রাজেডি হচ্ছে, ওই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে শৃঙ্খলিত, পদানত, ভারতবাসীর যে উপায়বিহীন অক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে তাই। আপন ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাবার অধিকারও তার নেই!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অপূর্ব্ব। আসতে পারি?

ভারতী দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া গেল

ভারতী। আসুন, আসুন, বসুন। এতদিন খোঁজ নেননি যে বড়?

অপূর্ব্ব। আপনিও তো আমাদের খোঁজ নেননি।

ভারতী। আপনাকে পাবারই যো নেই। সারা বর্ম্মা মুলুকে আপনি যে ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন,—তাতে ভয় হয় কোনদিন পুলিশ হয় ত আপনাকেই সব্যসাচী বলে ধরবে।

অপূর্ব্ব। সব্যসাচীর নাম আপনি শুনলেন কোথায়?

ভারতী। চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। আপনি তাকে জানেন না কি।

অপূর্ব্ব। না, শুধু নামটাই শুনেচি। আচ্ছা আপনি এমন করে চলে এলেন কেন? মাত্র দশদিন আমি রেঙ্গুনের বাইরে ছিলুম। এসে দেখলুম কত কি পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

ভারতী। হ্যাঁ, মা বাবা দুজনাই মারা গেলেন।

অপূর্ব্ব। শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ভারতী। দুদিন আমি উঠতেই পারিনি।

অপূর্ব্ব। তারপর নিজের কাজ কর্ম্ম, খাওয়া দাওয়া এমন কি বাঁচা মরার কথাও ভুলে গিয়ে তেওয়ারীর শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করলেন।

ভারতী। কি করি বলুন! বেচারার বসন্ত হলো। আপনি নেই। হাসপাতালে ও যেতে চাইলে না। বাধ্য হয়ে আমাকেই ভার নিতে হোলো। কিন্তু এ সব আপনি কি করে জানলেন?

অপূর্ব্ব। তেওয়ারী বল্লে। বল্লে, বাবু, ভারতী দিদি মানুষ নয়, দেবী। আমার মা-ও ও-রকম করে আমাকে বাঁচাতে পারতেন না।

ভারতী। কিন্তু একটা ভারি বিপদ হয়েচে যে!

অপূর্ব্ব। কি বলুন তো?

ভারতী। আপনাকে অনেক টাকা খরচ করে তেওয়ারীর প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে। আমার হাতের জল, আমার তৈরী পথ্য, তাকে খেতে হয়েচে।

অপূর্ব্ব। তেওয়ারীকে রোগে পড়ে খেতে হয়েচে, কিন্তু আমাকে সুস্থ থেকেই খেতে হবে।

ভারতী। কেন?

অপূর্ব্ব। নইলে আমি মরে যাব।

ভারতী। সে কি!

অপূর্ব্ব। তেওয়ারীর সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে এখনো অনেক দেরী আছে। উড়ে বামুনটার রান্না আমি মুখে তুলতে পারি না। মানুষ না খেয়ে বাঁচে কি করে বলুন?

ভারতী। তাই আমাকে আপনার রাঁধুনীর চাকরী নিতে হবে?

অপূর্ব্ব। আমি যে আমার মায়ের হাতের রান্না খেয়ে বড় হয়েচি। মা আমার রাঁধুনি নন, তবুও তিনি রাঁধতেন।

ভারতী। তা হলে মাকেই আনিয়ে নিন।

অপূর্ব্ব। বুড়োমানুষকে এখানে এনে কি হবে? আপনিই তো রয়েচেন।

ভারতী। আমি কে? আপনার খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করবার ভার তো আমার ওপর নেই। কেউ তা দেয় নি। না ভগবান—না মানুষ।

অপূর্ব্ব। আপনি ও বাড়ী থেকে চলে এলেন; একবার ভাবলেন না আমি একা ওখানে থাকি কি করে।

ভারতী। একা মানে?

অপূর্ব্ব। একা বই কি! তেওয়ারীর দিকে চেয়ে দেখতে এখনো আমার ভয় হয়। সারা মুখে এখনো বসন্তের বিকট দাগ। আরো ভয় হয় যখন ভাবি তেওয়ারীর মত আমারও যদি বসন্ত হয়। তখন কে আমায় দেখবে! আপনি তো আগে থেকেই পালিয়ে এসেচেন। আমায় দেখবে কে?

ভারতী। আপনার বন্ধু তলোয়ারকরকে খবর দেবেন।

অপূর্ব্ব। না, না, তা কিছুতেই হবে না। আমি রোগে পড়লে হয় আমার মা, না হয় আপনি, একজন কাছে না থাকলে আমি বাঁচবো না। কাল যদি আমার বসন্ত হয় আমার একথা আপনি কিছুতেই যেন ভুলবেন না।

ভারতী। (গম্ভীর হইয়া গেল) আপনি বড় ভীতু লোক তো!

অপূর্ব্ব। তেওয়ারীর অসুখের কথা ভাবলে সত্যিই আমার ভয় হয়।

ভারতী। সবারই কিছু বসন্ত হয় না, আপনারও হবে না। আপনি বসুন, আমি এখুনি আসচি।

অপূর্ব্ব। আমি একা বসে থাকব?

ভারতী। ভয় কি! এ বাড়ীতে কারু তো বসন্ত হয় নি! আপনার বন্ধু তলোয়ারকর এখুনি এসে পড়বেন।

অপূর্ব্ব। তলোয়ারকরের সঙ্গে কোথায় আপনার আলাপ হল?

ভারতী। তেওয়ারীর অসুখের সময় তিনিও যেতেন কি না।

অপূর্ব্ব। তা এখানে আসেন কেন?

ভারতী। তা আলাপ হয়েচে আসবে না। আপনি আসেন কেন?

অপূর্ব্ব। আমরা একজাতের লোক। বাঙালী।

ভারতী। আমি বাঙালী হলেও খৃষ্টান, সে কথা কি ভুলে গেলেন? বসুন আপনি।

ভারতী দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে অপূর্ব্ব কহিল

অপূর্ব্ব। শুনুন। তলোয়ারকরকে আপনার কেমন লাগে?

ভারতী। তলোয়ারকর বেশ লোক। যেমন তার দেহে, তেমন মনেও বেশ জোর আছে। তিনি আপনার মত ভীতু নন, ভীরুও নন।

ভারতী বাহির হইয়া গেল। অপূর্ব্ব মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

তলোয়ারকরের প্রবেশ

তলোয়ার। এই যে বাবুজি, ভারতী কোথায়?

অপূর্ব্ব। আপনাকে এখানে দেখতে পাব আশা করিনি।

তলোয়ার। (হো হো করিয়া হাসিয়া) আমার সঙ্গে যে দিন তাঁর ঝগড়া হয়নি, আপনার হয়েছিল।

অপূর্ব্ব। আপনিও একদিন ওদের জাতকে ক্রিশ্চিয়ান বলতেন।

তলোয়ার। আর মজা এই যে, আজ আমরা দু'জনেই ভারতীর ভক্ত হয়ে পড়েচি।

অপূর্ব্ব। ভক্ত! ভক্ত হতে যাব কিসের জন্যে? তবে তেওয়ারীর শুশ্রূষা যে ভাবে করেচেন, তা শুনে শ্রদ্ধা না করে পারি না।

তলোয়ার। তবুও আপনি নিজের চোখে তা দেখেন নি। রাতের

পর রাত রোগীর শিয়রে যেন স্থির দীপ-শিখা ! সব্যসাচীর উপযুক্তা শিষ্যা।

অপূর্ব্ব। (লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) কে সব্যসাচীর উপযুক্তা শিষ্যা ?

তলোয়ার। কেন, ভারতী।

অপূর্ব্ব। ভারতী সব্যসাচীর শিষ্যা ?

তলোয়ার। তাঁরই মুখে শুনেচি।

অপূর্ব্ব। সব্যসাচীকে তুমি দেখেচ ?

তলোয়ার। না, ভারতী বলেচেন দর্শনের ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন।

অপূর্ব্ব। এই ভেবেই আজ আশ্চর্য্য হচ্ছি তলোয়ারকর, যে কত ভুলের মধ্য দিয়ে, কত অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়েই না ভারতীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেচে। আজ দেখতে পাচ্ছি, ভারতীর সাহায্য ছাড়া আমাদের এক পাও এগুবার উপায় নেই।

তলোয়ার। দেখবেন বাবুজী, লক্ষণ ভালো নয়। প্রেমের বীজাণু ওরকম পরিবর্ত্তন আনে।

অপূর্ব্ব। হাসবার কথা নয়। সব্যসাচী সম্বন্ধে কৌতূহল আমারও ছিল। কিন্তু ভাবিনি ভারতীর সাহায্যে তাঁর দেখা পাওয়া যেতে পারে।

তলোয়ারকর দেয়ালে লেখা "পথের দাবী" দেখাইয়া বলিল

তলোয়ার। এটা দেখেচেন বাবুজী ?

অপূর্ব্ব। "পথের দাবী"। অর্থ কি তলোয়ারকর ?

তলোয়ার। বাঙলা আপনারই মাতৃভাষা, আমার নয়। (হাস্য)

অপূর্ব্ব। ওর কি অর্থ, আমি জানি নে।

তলোয়ার। আমি ভেবেছিলুম আপনার কাছ থেকেই জেনে নেব।

অপূর্ব্ব। কেন, ভারতী আপনাকে ওর মানে বলে দেন নি?

তলোয়ার। জিজ্ঞাসা করেছিলুম। জবাবে জানিয়েছিলেন—সব্যসাচীই মানে বলে দেবেন।

অপূর্ব্ব। সব্যসাচী! সব্যসাচী যেন আলেয়ার আলো হয়ে রয়েচে। পুলিশ অবধি তার পরশ পাচ্ছে না। গভর্ণমেণ্টের কত টাকাই না বুনো হাঁস ধরবার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে।

তলোয়ার। বুনো হাঁস ধরতে বাঙলা দেশ থেকে যাঁরা এসেছেন, তাদের মধ্যে আপনিই না একদিন বলেছিলেন, আপনার একজন আত্মীয় আছেন?

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ, তাঁকে আমি কাকা বলি। তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই বলে আমার দেশের চেয়ে তো তিনি আপন নন। তাঁর চেয়ে যাঁকে তিনি দেশের টাকায় দেশের লোক নিয়োগ করে শিকারের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছেন, তিনি আমার ঢের, ঢের বেশী আপনার।

তলোয়ার। এ কথা বলায় দুঃখ আছে, বাবুজী।

অপূর্ব্ব। থাকে তাই নোব। কিন্তু তাই বলে তলোয়ারকর, শুধু কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন যুগে, যে কেউ তার জন্মভূমিকে স্বাধীন করতে চেয়েচে, তাকে আপনার নয় বলবার সাধ্য আর যার থাক্, আমার নেই।

তলোয়ার। বল্লে যে দুঃখ পেতে হয়, তা কি আপনি সইতে পারবেন বাবুজী?

অপূর্ব্ব। কেন পারব না?

তলোয়ার। আমি পারি নি কিনা।

অপূর্ব্ব। তুমি পার নি মানে?

তলোয়ার। দু'বছর জেল খাটলুম।

অপূর্ব্ব। জেল খেটেচ তুমি!

তলোয়ার। আর এই জামাটা যদি খুলে ফেলেন, তা হলে দেখতে পাবেন, ওখানে বেতের দাগে দাগে আর জায়গা নেই।

অপূর্ব্ব। বেতও খেয়েচ তলোয়ারকর?

তলোয়ার। স্বাধীনতার উপাসকরা যা সয়েচেন, তার তুলনায় এ দুঃখ কিছুই নয়। তুচ্ছ যা তাও আমি সইতে পারলুম না। সুখের সন্ধানে স্ত্রী কন্যা নিয়ে চাকরি করতে রেঙ্গুণে এলুম। তাই তো দুঃখ সইবার বড়াই আর করি না, বাবুজী!

ভারতীর পুনঃ প্রবেশ

অপূর্ব্ব। আসুন ভারতী। ওই যে ওখানে লেখা রয়েচে "পথের দাবী" ওর অর্থ কি, বলবেন?

ভারতী। ও হচ্ছে আমাদের সমিতির নাম। ওর অর্থ আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সকল দাবী নিয়ে আমরা পথ চলি। আমাদের পথে যারা আসবে তারা যেন বিনা বাধায় হাঁটতে পারে। তাদের অবাধ মুক্ত গতি কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?

অপূর্ব্ব। এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।

ভারতী। তা হলে চলুন, ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আপনাকে পথের দাবীর সভ্য করে নোব।

অপূর্ব্ব। তিনি বুঝি সভাপতি?

ভারতী। তিনি মূল শিকড়, মাটির তলায় থাকেন। তাঁর কাজ চোখে দেখা যায় না।

অপূর্ব্ব। তিনিই কি সব্যসাচী?

ভারতী। সব্যসাচী সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের জবাব দেবার নিয়ম নেই। প্রয়োজন বুঝলে তিনি নিজেই আত্মপ্রকাশ করেন।

অপূর্ব্ব। ওঃ! আর ডাক্তার যাঁকে বলচেন—তিনি কে?

ভারতী। মুখের কথায় তাঁর পরিচয় দেওয়া যায় না। তাঁকে জানতে হয়, বুঝতে হয়; পরিচয় দিতে গেলে তাঁকে ছোট করে ফেলবো। চলুন।

সকলে অগ্রসর হইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

"পথের দাবীর" ক্লাশ ঘর

সুমিত্রা। মনোহরবাবু! আপনি ছেলেমানুষ উকিল নন। আপনার তর্ক যদি অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, তা হলে তো মীমাংসা করতে পারব না।

মনোহর। অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশা নয়।

সুমিত্রা। আপনি নবতারার স্বামীর পক্ষ নিয়ে কথা বলচেন। আপনি জানেন নবতারার স্বামী তাকে ত্যাগ করে এক বর্ম্মীকে বিয়ে করেচেন। নবতারার খোঁজ খবর কিছুই নেন না। একটি পয়সা দিয়েও তাঁকে সাহায্য করেন না। নবতারার দিন চলে পথের দাবীর সাহায্যে।

অপূর্ব্ব ও ভারতীর প্রবেশ

মনোহর। তাতেই কিছু স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না।

সুমিত্রা। আপনি মনে করেন তাতে স্বামীর অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে?

মনোহর। Exactly.

সুমিত্রা। কিন্তু আমরা তা মনে করি না। স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার গায়ের জোরের অধিকার নয়।

মনোহর। আমিও গায়ের জোরের অধিকারের কথা বলচিনে। আমি বলচি আইন স্বামীকে যে অধিকার দিয়েচে তার কথা।

নবতারা। আপনার বন্ধুকে আইনের আশ্রয় নিতেই বলুন।

মনোহর। তবুও আপনি দেশে ফিরে যাবেন না?

নবতারা। না।

মনোহর। আপনার স্বামী একদিন আপনার কাছে ফিরেও যেতে পারেন।

নবতারা। একদিন ফিরে যেতেও পারেন! সুমিত্রাদি, এই অপমান থেকে তোমরা আমাকে বাঁচাও।

সুমিত্রা তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল, মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল

মনোহর। আপনাদের প্রশ্রয় পেয়েই উনি বিপথে পা বাড়িয়েছেন।

সুমিত্রা। ব্যভিচারী স্বামী কবে ব্যভিচারে ক্লান্ত হয়ে সেবা পাবার লোভে পরিত্যক্তা স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবেন, তারই আশা নিয়ে আপনি নবতারাকে অপেক্ষা করে থাকতে বলতে পারেন, আমি পারিনা।

মনোহর। নবতারা তার বদলে কি করবেন?

সুমিত্রা। নবতারা দেশের কাজ করতে চান। তাঁকে তাই করতে দিন।

মনোহর। এ বয়সে এই দলের মাঝে দশজনের সঙ্গে মিশে উনি যে সতীত্ব বজায় রেখে দেশের কাজ করতে পারবেন, এ তো কোন মতেই বলা যায় না।

সুমিত্রা। জোর করে কিছুই বলা যায় না, উচিতও নয়। নবতারার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে, আর সব চেয়ে বড় যা, সেই ধর্ম্মজ্ঞান আছে। দেশের সেবায় এই আমরা যথেষ্ট বলে মনে করি। তবে আপনি যাকে সতীত্ব বলচেন তা বজায় করে রাখবার সুবিধে ওঁর হবে কিনা উনিই জানেন।

মনোহর। যদি উঁনি তা নাও রাখেন তাকেও বোধকরি আপনারা ক্ষতি মনে করেন না?

সুমিত্রা মনোহরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া কহিল

সুমিত্রা। খুব যে বড় রকমের ক্ষতি হবে তাই কি বলা যায়?

মনোহর। (হাত জোড় করিয়া) দোহাই আপনার! নিজেরা যা ইচ্ছে হয় তাই করুন, কিন্তু অপরকে এ বিশ্বাস দেবেন না। ইউরোপের সভ্যতা আমদানি করে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েচে। কিন্তু মেয়েদের তাতে মাতিয়ে তুলে, ভারতবর্ষের আর ক্ষতি করবেন না।

সুমিত্রা। মনোহরবাবু, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ জ্ঞান নেই। তাই তা নিয়ে তর্ক করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। আমাদের অন্য কাজ আছে।

মনোহর। সময় আমারও অপর্য্যাপ্ত নয়। (উঠিয়া দাঁড়াইল) আমি শেষবার জিজ্ঞাসা করচি, নবতারা তা হলে যাবেন না?

নবতারা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) না।

মনোহর। ওঁর দায়িত্ব তা হলে আপনারাই নিচ্ছেন?

নবতারা। আমার দায়িত্ব আমিই নিতে পারব। আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

মনোহর। সুমিত্রা দেবি, আপনিই বলুন, স্বামী-গৃহে বিবাহিত জীবনের চেয়ে নারীর গৌরবের বস্তু আর কিছু আছে কি?

সুমিত্রা। অপরের যাই হোক, অন্ততঃ নবতারার শূন্য স্বামী-গৃহ যে গৌরবের হতে পারে, আমি তা মনে করি না।

মনোহর। এইবার ঘরে বাইরে তাঁর অসতী জীবনটাকে বোধ করি গৌরবের বলবেন?

ডাক্তার মুখ ঘুরাইয়া চাহিয়া দেখিল, ব্রজেন্দ্র তাহার বাহু ঊর্দ্ধে তুলিল

সুমিত্রা। মনোহরবাবু! আমাদের সমিতির মধ্যে সংযত ভাবে কথা বলা নিয়ম।

মনোহর। সে নিয়ম যদি না মানি?

সুমিত্রা। বার করে দেওয়া হবে।

মনোহর। কি বললেন?

সুমিত্রা। বার করে দেওয়া হবে। ব্রজেন্দ্র—

ব্রজেন্দ্র উঠিয়া মনোহরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। মনোহর ব্রজেন্দ্রের বিশাল মূর্ত্তির দিকে আপাদমস্তক দেখিল তারপর কহিল

মনোহর। আচ্ছা গুড্‌বাঈ! (খানিক দূর গিয়া ফিরিয়া) আমি চাষা নই যে, অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে রেহাই পাবে। আমি এড্‌ভোকেট। কোথায় বিচার পেতে হয়, কেমন করে তোমাদের হাতে শেকল পরাতে হয়, আমি ভালো রকমেই জানি। সেই দিনের জন্যে তৈরি হয়ে থেকো।

মনোহর চলিয়া গেল। কেহ কোন কথা বলিল না

সুমিত্রা। অপূর্ব্ববাবু!

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল

আপনি আমাদের সভ্য হতে চান?

অপূর্ব্ব। সভ্য!

সুমিত্রা। (হাসিয়া) আমাদের কোন রকম চাঁদা নেই, টাকাকড়ি দিতে হবে না।

অপূর্ব্ব। নাম ধাম লেখাতে হবে নাকি?

সুমিত্রা। সে যথাস্থানে লেখা হয়ে গেছে।

অপূর্ব্ব। হয়ে গেছে!

সুমিত্রা। ভয় পেলেন যেন!

অপূর্ব্ব। না, না, ভয় কেন? তবে সমিতির কি উদ্দেশ্য, কি কাকে করতে হবে, কিছুই জান্তে পারলুম না।

সুমিত্রা। কেন, ভারতী জানায় নি?

অপূর্ব্ব ভারতীর দিকে চাহিল

অপূর্ব্ব। ও! হ্যাঁ, উনি কিছু কিছু জানিয়েছেন। অতিরিক্ত যদি কিছু…

ডাক্তার। সুমিত্রা! তোমার "পথের দাবীর" অধিবেশন শেষ হলো?

ভারতী। উঠে দাঁড়ান। উনিই আমাদের ডাক্তার।

ডাক্তার আগাইয়া আসিল, নবতারা তাহাকে প্রণাম করিল

ডাক্তার। যে পথে আজ তুমি পা বাড়ালে, সেই পথে চলবার শক্তি তুমি লাভ কর। (অপূর্ব্বর সামনে আসিয়া) আমাকে বোধ হয় ভুলে যান নি, অপূর্ব্ববাবু!

অপূর্ব্ব। আপনি—

ডাক্তার। এঁরা আমায় ডাক্তার বলেন। আপনিও তাই বলবেন।

অপূর্ব্ব। নিমাইবাবুর খাতায় আর একটা যে ভয়ানক নাম লেখা রয়েচে…

ডাক্তার। ভয়ঙ্করের বিষাণ যেদিন দিকে দিকে বেজে উঠবে সেইদিন তার দেখা পাবেন অপূর্ব্ববাবু, তার আগে নয়।

শশি প্রবেশ করিল

শশি। প্রেসিডেণ্ট! ডাক্তার!

ডাক্তার। কি কবি! খবর কি?

শশি। খবর বড় সুবিধের নয়। আপনাকে সরে পড়তে হবে।

ডাক্তার। কেন বলতো?

শশি। পেছু নিয়েচে।

ডাক্তার। কে?

শশি। পুলিশ।

ডাক্তার। পুলিশ?

শশি। জগদীশ দারোগার কি সে জেরা!

ডাক্তার। কথা?

শশি। সব্যসাচী রেঙ্গুণে এসেচেন আমি নাকি তা নিশ্চয় জানি।

ডাক্তার। তোমাকে তাঁরা কি করতে বলেন?

শশি। বলে দিতে হবে তাঁর আড্ডা কোথায়।

ডাক্তার। সঙ্গে করে দারোগা সাহেবকে নিয়ে এলেনা কেন? আমিই দেখিয়ে দিতুম।

অপূর্ব্ব। আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই!

শশি। কেন, আমি আবার কি করলুম?

অপূর্ব্ব। থানা থেকে সোজা এখানে এলেন! বাড়ীটা চিনিয়ে দিলেন! এখুনি হয়ত এখানে এসে পড়বে।

ব্রজেন্দ্র। এসে পড়ে যদি বিদেয় করবার পথ আমাদের জান আছে।

বাহু দু'খানি উর্দ্ধে তুলিল

ভারতী। আসুন অপূর্ব্ববাবু! আমার সঙ্গে আসুন।

ডাক্তার। অপূর্ব্ববাবু! আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না, পথের দাবীর কাজে সুমিত্রাকে আপনি সাহায্য করবেন।

অপূর্ব্ব। পথের দাবী না পথের দাবী। দাবীর বহর যে এত, তা আগে কে জানত? আর আপনিও তো ছিলেন! নাম লেখবার আগে আপনার জানা উচিত ছিল আমার যথার্থ মতামত কি!

সুমিত্রা। ব্রজেন্দ্র! রাত হয়ে গেছে নবতারাকে পৌছে দিয়ে এস। কবি শোন।

সুমিত্রা কবিকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। নবতারা ও ব্রজেন্দ্র বাহির হইয়া গেল

ডাক্তার। জানলেন অপূর্ব্ববাবু! মেয়েরা একটা ব্যাপার করেছেন। তাঁরাই জানেন কাকে মেম্বার করবেন, কাকে করবেন না। আমি হঠাৎ জুটে গেছি মাত্র।

অপূর্ব্ব। কেন ছলনা করচেন, ডাক্তারবাবু। সুমিত্রা কই প্রেসিডেন্ট করুন, আর যাঁকেই যা করুন, দল আপনার, আর আপনিই এর সব। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারেন, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না।

ডাক্তার। আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন অপূর্ব্ববাবু। আমাকে যদি এনাকিষ্ট মনে করেন করুন, কিন্তু শুনেচেন তো তাদের হলো জীবন-মৃত্যুর খেলা। তারা আপনার মতো ভীতু লোককে দলে নেবে কেন? তারা কি পাগল? যাও ভারতী। অপূর্ব্ববাবুকে বুঝিয়ে দাওগে যে, তোমরা

পথের দাবীর দল হচ্ছে আসলে সমাজ সংস্কারকের দল। সে কাজে আমার আদৌ উৎসাহ নেই। আচ্ছা, গুডনাইট্ অপূর্ব্ববাবু।

হাত বাড়াইয়া দিল। অপূর্ব্ব হাত মিলাইল। ডাক্তার একটু চাপ দিল

অপূর্ব্ব। উঃ! উঃ!

ডাক্তার হাত ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব্ব হাতখানা কিছুকাল নাড়িয়া বাঁ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল

এইবার বুঝিচি!

ডাক্তার। (হাসিয়া) কি বুঝলেন?

অপূর্ব্ব। সেদিন পুলিশের অফিসে কাকাবাবু বলেছিলেন পাঁচ সাতজন পুলিশের ভবলীলা শুধু চড় মেরেই তিনি সাবাড় করে দিতে পারেন। সেদিন কাকাবাবুর মুখের ভঙ্গী দেখে হেসেছিলুম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হাসা ঠিক হয়নি। আপনি পারলেও পারতে পারেন।

ডাক্তার। আপনার কাকাবাবু কাকে ও কমপ্লিমেণ্ট দিয়েছিলেন?

অপূর্ব্ব। আপনাকে! সব্যসাচীকে!

ডাক্তার। আবারো ভুল করচেন অপূর্ব্ববাবু! সব্যসাচীর আত্মপ্রকাশের সময় এখনো আসেনি। গুড নাইট্।

ভারতী। আসুন আমার সঙ্গে।

অপূর্ব্বকে লইয়া ভারতী চলিয়া গেল। ডাক্তার মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুমিত্রা প্রবেশ করিল

সুমিত্রা। কি ভাবচ?

ডাক্তার। অপূর্ব্বর কথা! এত ভীতু মানুষ।

সুমিত্রা। ভারতী ওর সব দায়িত্ব নিয়েচে।

ডাক্তার। অপূর্ব্ব ভাগ্যবান! কিন্তু ভারতী কেন একাজ করলে। তুমি নিশ্চয় পারতে না!

সুমিত্রা। কি ?

ডাক্তার। একটা ভীরু লোককে ভালবাসতে।

সুমিত্রা। নিশ্চয় পারতুম। পাষাণকে ভালবাসতে পারি, আর ভীরু মানুষকে পারতুম না ? তবুও তো মানুষ।

ডাক্তার। পাষাণকে ভালোবাসায় অন্ততঃ এই লাভ আছে যে, ভালোবাসার উপদ্রব থাকে না।

সুমিত্রা। নিরুপদ্রব ভালবাসার আবার মূল্য কি ?

ডাক্তার। তোমার জন্মলগ্ন আমার জানা নেই, সুমিত্রা। কিন্তু আমার মনে হয় ঝঞ্ঝার মাঝেই হয়তো তোমার জন্ম হয়েছিল, হয়ত আকাশ চিরে তখন বিদ্যুৎ হেনেছিল, বাজ পড়েছিল। তাই নিরুপদ্রব জীবনও যেমন তুমি চাও না, তেমন চাও না নিরুপদ্রব ভালবাসা। তুমিই আদর্শ বিপ্লবী।

তৃতীয় দৃশ্য

ভারতীর ঘর

অন্ধকার। অপূর্ব্ব একটী আরাম কেদারায় শুইয়া আছে। ভারতী একটা আলো লইয়া প্রবেশ করিল

ভারতী। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

অপূর্ব্ব। দেখুন তো ! এতো রাতে আবার ফিরে আসতে হোলো।

ভারতী। যাবার সময় বলে গেলেন না কেন ? আপনার খাবারটা আনিয়ে রাখতুম।

অপূর্ব্ব। তার মানে ! ফিরে আসবার কথা আমি জানতাম নাকি ?

ভারতী। এতক্ষণ দুজনে কোথায় বসে কাটালেন ?

অপূর্ব্ব। সে আপনাদের ডাক্তারকেই জিজ্ঞেস করবেন। বাপ্‌, ক্রোশ তিনেক হাঁটিয়ে আবার এইখানেই দিয়ে গেলেন।

ভারতী। হাঁটাই সার হোলো।

অপূর্ব্ব। শেষটা লাভেরই হোলো দেখ্‌চি।

ভারতী। তাই নাকি!

অপূর্ব্ব। অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ভারতী। বড় তাড়াতাড়ি উন্নতি হচ্ছে।

অপূর্ব্ব। পথের দাবীতে নাম লিখিয়েচি যে।

ভারতী। হুঁ। সন্ধ্যে আহ্নিকের বালাই আছে, না গেছে!

অপূর্ব্ব। যায় নি। আর এ জীবনে যাবেও না।

ভারতী। তা হলে কাপড় এনে দি। ওগুলো সব ছেড়ে ফেলুন।

অপূর্ব্ব। আপনার দেওয়া কাপড় পরে সন্ধ্যে আহ্নিক করা যায় নাকি!

ভারতী। আগে দেখুন কি দিই।

অপূর্ব্ব। জানি, তসর কিংবা গরদ। কিন্তু তার দরকার নেই।

ভারতী। সন্ধ্যে করবেন না?

অপূর্ব্ব। না।

ভারতী। খাবেন না?

অপূর্ব্ব। না।

ভারতী। সত্যি?

অপূর্ব্ব। তামাসা করচেন নাকি!

ভারতী। আপনার সাধ্য কি উপোস করে থাকেন! (কাপড় আনিল) এই নিন। একেবারে নিভাঁজ নতুন। ওই ঘরটায় যান। হাত মুখ ধুয়ে মনে মনে সন্ধ্যে আহ্নিকটা ওইখানে সেরে নিন। ভয়ঙ্কর কিছু অপরাধ হবে না।

অপূর্ব্ব। দিন কাপড়। কিন্তু যার তার হাতে ভাত খেতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।

ভারতী। সরকার মশাইকে বলে পাঠিয়েচি। বেশ ভালো বামুন, হোটেল করেচেন। নিজেই রাঁধেন। ডাক্তারের খাবারও তাঁর ওখান থেকে আসে।

অপূর্ব্ব। ডাক্তার তো জাত মানেন না।

ভারতী। সরকার মশাই মানেন।

অপূর্ব্ব। যা তা খেতে কিন্তু আমার বড় ঘৃণা হয়।

ভারতী। আমিই কি আপনাকে যা তা খেতে দিতে পারি? যান আর দেরী করবেন না।

অপূর্ব্ব পাশের ঘরে গেল। ভারতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটি চাকর লইয়া সরকার মশাই প্রবেশ করিল। তাহার হাতে ঢাকা দেওয়া ভাতের থালা। চাকরের হাতে জলের ঘটি, গ্লাস ও আসন

সরকার। এই যে মা, বেশী দেরী করিনি।

ভারতী। দাও তো বাবা ভুলুয়া জায়গাটা করে। জল দিয়ে ভালো করে জায়গাটা মুছে দিও।

ভুলুয়া জায়গা করিতে লাগিল

সরকার। আগে জানলে দুটো ভালো তরকারী বেঁধে দিতুম।

ভারতী। দিতে পেরেচেন তাই ভালো।

সরকার। আমি একটু বসি। বাবুটির খাওয়া হলেই নিয়ে যাব এখন।

ভারতী। না, না, তার দরকার নেই। আপনাকেও দুটি কিছু মুখে দিতে হবে ত।

সরকার। তাহলে ভুলুয়াই বাইরে বসে থাক্। কখন কি লাগে?

ভারতী। তাই থাক। একেবারে বাসন নিয়ে যাবে।

সরকার। আয়রে ভুলুয়া।

সরকার ও ভুলুয়া বাহিরে গেল। অপূর্ব্ব গরদের কাপড় পরিয়া ফিরিয়া আসিল

ভারতী। আর দেরী করবেন না, বসে পড়ুন।

অপূর্ব্ব আসনে বসিল

অপূর্ব্ব। এত রাত্রে কোত্থেকে কি সংগ্রহ করলেন?

ভারতী। আমরা সব পারি।

অপূর্ব্ব। আর কি পারেন তা জানিনে, তবে ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলে দেবার আশ্চর্য্য শক্তি আছে বলেই তো আপনারা অন্নপূর্ণা!

ঢাকা তুলিয়া পাশে রাখিল

ভারতী। দেখি, দেখি কী দিয়েচে? (ঝুঁকিয়া দেখিল) থাক্ থাক্! হাত এঁটো করবেন না।

অপূর্ব্ব। কেন?

ভারতী। ও আর খেয়ে কাজ নেই।

অপূর্ব্ব। ক্ষিধেয় পেট জলচে, সামে ভাত, আর আপনি বলচেন খেয়ে কাজ নেই! সত্যি করে বলুন তো আপনার মতলব কি?

ভারতী। এ আপনি খেতে পারবেন না।

অপূর্ব্ব। বেশ পারব।

ভারতী। এই দিলুম ছুঁয়ে।

অপূর্ব্ব। করলেন কি! খৃষ্টান হয়ে ছুঁয়ে দিলেন। এখন আমি খাব কি?

ভারতী। এই ছাই পাঁশ মরে গেলেও আপনাকে আমি খেতে দিতে পারব না। আপনি উঠুন।

অপূর্ব্ব। তা আমি খাব কি?

ভারতী। দেখি আর কি ব্যবস্থা করতে পারি। উঠুন! উঠুন!

অপূর্ব্ব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিল। ভারতী চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব ভাতের থালার দিকে দেখিল তারপর ইজিচেয়ারে শুইয়া আপন মনে বলিল—

অপূর্ব্ব। মতলব বোঝাই দায়।

ভারতী। (বাহিরে) দেরী করো না যেন।

ভারতী ঘরে ঢুকিল

আগে বলে গেলে এত কাণ্ড হোত না।

অপূর্ব্ব। যেতে দিলেন না, তাতেও দণ্ড শেষ হলো না। ডাক্তারবাবু বললেন—চলুন ফিরে চলুন। তাই তো ফিরে এলুম।

ভারতী। ও। ডাক্তার বল্লেন। আমি ভেবেছিলুম আপনি ইচ্ছে করেই ফিরে এসেচেন।

অপূর্ব্ব উঠিয়া বসিল

অপূর্ব্ব। কখ্‌খনো না, নিশ্চয় না। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞা[illegible] করে দেখবেন।

ভারতী। কাজ কি আমার অত জিজ্ঞাসা পড়ার!

অপূর্ব্ব আবার শুইয়া পড়িল। একটি জাপানি সাজিতে কতগুলি ফল, একখানা বাটি আর একখানা থালা লইয়া ভুলুয়া প্রবেশ করিল

এই যে এসেচে ভুলুয়া। রাখ এইখানে। ভাতের থালা তুমি নিয়ে যাও। আমি ছুঁয়ে দিয়েছি বলে উনি খেতে পারবেন না।

ভুলুয়া থালা লইয়া চলিয়া গেল

অপূর্ব্ব। আপনি কেন ওকে বল্লেন আপনি ছুঁয়ে দিয়েছেন বলে আমার খাওয়া হলো না।

ভারতী। খাবেন আমার ছোঁয়া? বলুন তা হলে স্টোভ ধরিয়ে রেঁধে দি।

অপূর্ব্ব। এক বেলা না খেলে মরে যাব না।

ভারতী। কেউ মরে না। আপনি বলুন, না খেয়ে মরব, তবু জাত দোব না। আপনার মুখে তাই ভালো মানাবে। সরকার মশাই শুনে লজ্জা পাবেন বলেই ভুলুয়াকে ও কথা বল্লুম। এইবার উঠুন তো।

অপূর্ব্ব। কেন?

ভারতী। কটা ফল আনিয়েচি। তাই খেয়েই রাতটা কাটিয়ে দেবেন।

অপূর্ব্ব। ঢের হয়েচে। আর না খেলেও চলবে।

ভারতী। না, চলবে না। উঠুন।

অপূর্ব্ব। (উঠিতে উঠিতে) উঃ! কী কুক্ষণেই ফিরে এসেছিলুম। বলুন, কি করতে হবে?

ভারতী। আগে ভালো করে বঁটিখানা ধুয়ে নিন। দেখবেন হাত যেন না কাটে। এইবার খোসা ছাড়িয়ে ফলগুলো কেটে ফেলুন।

বসিয়া ফল কাটিতে লাগিল। ভারতী খিলখিল করিয়া হাসিল

অপূর্ব্ব। হাসচেন যে?

ভারতী। ও কি করচেন?

আবারো হাসিল

অপূর্ব্ব। হাসবেন না, হাসবেন না। পুরুষ মানুষ বঁটিতে কাটতে পারে না, সবাই জানে।

ভারতী। তাই বলে এমন! তেওয়ারী ভালো হয়ে গেলেই মাকে আমি চিঠি লিখে দোব। হয় তিনি আসুন আর না হয় তাঁর ছেলেকে নিয়ে যান।

অপূর্ব্ব। ফেরবার পথে তো আপনিই কাঁটা দিলেন।

ভারতী। মানে?

অপূর্ব্ব। পথের দাবীতে নাম লিখিয়ে পুলিশের খাতায় নাম তুলে দিলেন। আজ ডাক্তারের খোঁজ করচে, ছ'দিন বাদে আমাকে ধরে জেলে দেবে।

ভারতী। তা হলে আমাকেও নিশ্চয় দেবে।

অপূর্ব্ব। তাতে আমার দুঃখের লাঘব হবে না।

ভারতী। একই জেলে যদি দুজনকে পুরে দেয়?

অপূর্ব্ব। থামুন, থামুন। জেল টেল নিয়ে অমন করে ঠাট্টা করবেন না। কখন টিকটিকি ডেকে উঠবে আর মুখের বাক্যি ফলে যাবে।

ভারতী। মেয়ে মানুষের মতো কথা বলতে পারেন, আর মেয়ে মানুষের মতো ফল কাটতে পারেন না?

অপূর্ব্ব। কথাগুলো বৌদিদের মুখ থেকে শুনিচি।

ভারতী। বৌদিদের কথা না শিখে কাজগুলো শিখে নিলে এত কষ্ট পেতে হতো না।

অপূর্ব্ব। বাড়ীতে দুটী বউ। তবু মাকে আমার নিজে রেঁধে খেতে হয়। দাদারা ছোঁন না খান না এমন জিনিষ নেই। তবুও এমনি মা কারু ওপর জোর করেন না।

ভারতী। মা বুঝি ভয়ানক হিন্দু?

অপূর্ব্ব। আমার মাকে আপনি দেখেন নি। কিন্তু দেখলে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। সমস্ত জীবনই স্বামীপুত্রের স্বেচ্ছাচার নিঃশব্দে সহ্য করে আসচেন। তাঁর একটি মাত্র ভরসা আমি। তাঁর আশা আমার বউ এলে আর তাঁকে রেঁধে খেতে হবে না।

ভারতী। তাঁর সেই আশাটি পূর্ণ করে আসাই তো উচিত ছিল।

অপূর্ব্ব। ছিলই তো। বার ব্রত করবে, আচার বিচার মানবে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে হবে, মাকে কখনো দুঃখ দেবে না, সেই তো আমি চাই। কাজ কি আমার গান বাজনা জানা বিদুষী মেয়ে।

ভারতী। কাজ কি!

অপূর্ব্ব। আমার হাতের কাজ দেখে হাসছিলেন। এই দেখুন সব গুলো ফলই কেটে ফেলেচি।

বঁটি সরাইয়া রাখিল

ভারতী। এইবার সবগুলোই খেয়ে নিন।

অপূর্ব্ব। আপনি!

ভারতী। আমি কি?

অপূর্ব্ব। আপনি খাবেন না?

ভারতী। না।

অপূর্ব্ব। (হাত দিয়া থালা ঠেলিয়া) বাঃ! তাও কি কখনো হয়। আপনিও না খেয়ে রয়েচেন, আর—

ভারতী। আঃ! আপনি ভারী জ্বালাতন করেন। ক্ষিদে থাকে খান, না হয় জানালা দিয়ে ফেলে দিন।

উঠিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। অপূর্ব্ব কাঠের মত বসিয়া রহিল। ডাক্তার প্রবেশ করিল। তাহার মাথায় পাগড়ী, গায়ে লম্বা কোট। একটা চামড়ার ট্র্যাপ দিয়া কতগুলি বাণ্ডিল বাঁধা

ডাক্তার। অপূর্ব্ববাবু!

অপূর্ব্ব। কে!

ডাক্তার। পেশোয়ারী বাবুজী, ভালো ভালো শালের নমুনা আছে।

অপূর্ব্ব হাঁ করিয়া রহিল। ডাক্তার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

আরে! একেবারে গরদের জোড়! ভারতীর মনে মনে এই ছিল। চুপি চুপি হিন্দু মতে বিয়ে করে ফেল্ল?

অপূর্ব্ব। জোড় কোথায়? এত শুধু শাড়ী।

ডাক্তার। তা হলে জোড়টা যেমন মিথ্যে, বিয়েটাও কি তাই?, থাক্‌গে মাথা ঘামাবার সময় নেই, আমি এখন চলতি।

অপূর্ব্ব। হঠাৎ চলতি কি রকম?

ডাক্তার। হঠাৎ শব্দটি আমাদের অভিধানে নেই।

সুমিত্রা ও ভারতীর প্রবেশ

ভারতী। এ কি! আপনি খান নি যে!

অপূর্ব্ব। আপনি ফেলে দিতে বল্লেন কেন?

ডাক্তার। ফেলে দিয়ে কাজ নেই। আমার পকেটে পুরে দিন রসদ জমা থাকবে।

অপূর্ব্ব ডাক্তারের পকেটে পুরিয়া দিতে উদ্যত হইল

ভারতী। ওকি করচেন? কিছু জানেন না। রাখুন, রাখুন।

অপূর্ব্ব রাখিয়া দিল। ভারতী একখানা রুমালে বাঁধিয়া দিতে লাগিল

অপূর্ব্ব। কোথায় চলতি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। সম্প্রতি ভামোর পথে। কিছু উত্তরে।

সুমিত্রা। কিছুদিন ওদিকে না গেলেই কি হতো না?

ডাক্তার। এই তো সুমিত্রা! মনে মনে চাও উত্তেজনা, চাও বিপ্লব, কিন্তু সময় এলেই সাবধান থাকতে বল।

সুমিত্রা। উত্তেজনা চাই নিজের জীবনে, বিপদকে অগ্রাহ্য করে চলতে চাই নিজে! কিন্তু তোমার বিপদের কথা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে। একে যদি দুর্ব্বলতা বল স্বীকার করতে লজ্জিত হব না।

ডাক্তার। ও তো সাধারণ মেয়েদের কথা—মায়ের কথা, বোনের কথা, স্ত্রীর কথা, সাধারণ নারীর কথা।

ভারতী ফলের পুঁটলি ডাক্তারের পকেটে দিল

সুমিত্রা। আমি আর কিছুই না হই, নারী ত বটেই।

ডাক্তার। সেইটেই বড় পরিচয় নয় সুমিত্রা। তোমার পরিচয় তুমি পথের দাবীর ভয়লেশহীনা তেজস্বিনী সর্ব্বত্যাগিনী সভানেত্রী! (ঘড়ি দেখিয়া) আর দেরী করলে ট্রেণ ধরা যাবে না। চল্লুম। (ব্যাগ তুলিতে তুলিতে) পশমী কাপড়ের নানা নমুনা রয়েচে এই ব্যাগে।

অপূর্ব্ব। যদি তারা কেউ চিনতে পারে আপনাকে। যদি ধরে ফেলে?

ডাক্তার। ধরে ফেল্লে হয়তো ফাঁসিই দেবে।

সুমিত্রা ডাক্তারকে প্রণাম করিল। ডাক্তার মাথায় হাত দিল। সুমিত্রা বাহিরে চলিয়া গেল

অপূর্ব্ব। ফাঁসি! ভারতী!

ডাক্তার। ভারতীর ওপর বিশ্বাস রাখবেন অপূর্ব্ববাবু। ওঁকে দিয়ে আপনার কোন অমঙ্গল কখনো হবে না। (ডাক্তার অপূর্ব্বকে নমস্কার

করিল) সুখে থাক বোন। চলুন অপূর্ব্ববাবু। (দুয়ারের কাছে গিয়া) অপূর্ব্ববাবু, আমিই সব্যসাচী।

প্রস্থান

অপূর্ব্ব। সব্যসাচী !

ভারতীর মুখের দিকে চাহিল

ভারতী। হ্যাঁ অপূর্ব্ববাবু, ডাক্তারই সব্যসাচী !

দুজনাই সেইখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

চতুর্থ দৃশ্য

থেনমং-এর ঘর

ভাবো। ঘরটি অন্ধকার। বাহির হইতে একটি আলো আসিয়া পড়িয়াছে। জামাল একা পায়চারি করিতেছে। সে যেন অত্যন্ত উত্তেজিত। মিসেস জামাল একটি আলো লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল

জামাল। নিয়ে যাও ! আলো নিয়ে যাও বলচি !

মিসেস। কেন ?

জামাল। আমার হুকুম। যাও বলচি। যাও !

মিসেস্ জামাল ভয় পাইয়া চলিয়া গেল। জামাল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রবেশ করিল রাইমোহন

ভট্‌চায্‌ !

রাইমোহন। বল !

জামাল ছুটিয়া গিয়া তাহার জামার কলার ধরিল

জামাল। বখরা দাও।

রাই। কিসের বখরা ?

জামাল। দশ হাজার টাকার।

রাই। দূর পাগল! সে কি ধরা পড়েচে যে টাকা পাওয়া যাবে।

ছায়ামূর্ত্তির মত চ্যাঙ ঢুকিয়া টেবিলের পিছনে লুকাইল

জামাল। তবে পুলিশ তোকে ডেকে নিয়ে গেল কেন ?

রাই। মং সাহেব বলেচেন সব্যসাচীর নামও তিনি কখনো শোনেন নি।

জামাল। মিথ্যে কথা।

রাই। মিথ্যে কথা ত বটেই।

জামাল। সে কথাও মিথ্যে, তোর কথাও মিথ্যে।

রাই। তুই তোকারি করিস্ নি বলচি।

জামাল। তোর চোখ রাঙানি আমি সইব নাকি রে ?

রাই। জেরবাদীর বদজবানী আমিই কি সইব ?

জামাল। টাকা দিবি কি না বল্ ?

রাই। টাকা পাই নি। আর পেলেও দোব না। জেরবাদী !

জামাল। কর দেখি কেমন করে ভোগ করবি টাকা।

ছোরা বাহির করিয়া আঘাত করিল

রাই। ও! বাবাগো!

পড়িয়া গেল। জামাল তাহার ওপর লাফাইয়া পড়িল

জামাল। জেরবাদী বলবি আর ?

আবার আঘাত করিল

বাপ তুলবি আর ?

আবার আঘাত করিল

চ্যাঙ। Murder! Murder! Help! Help!

জামাল বাহিরে ছুটিয়া গেল। মেয়েরা আলো লইয়া ছুটিয়া প্রবেশ করিল। পশ্চাতে থেনমং প্রবেশ করিল

মিসেস্ ভট্‌চায্। ওগো! এ সর্ব্বনাশ কে করলে?

চ্যাঙ। Chinaman see! Chinaman can say!

ডাক্তার জামালকে ধরিয়া প্রবেশ করিল

ডাক্তার। Come on! Come on, man! হাতে তোমার রক্ত! পালাবার চেষ্টা করো না।

থেনমং। তুমি এই করলে জামাল!

রাই। আমি আর বাঁচব না।

ডাক্তার। Let me examine him ladies! An ounce of brandy, quick!

থেনমং। ব্রাউনের ঘর থেকে নিয়ে এসো।

মিসেস্ ভট্‌চায্। আমার কি হবে বাবা?

থেনমং। ভয় নেই, মা। ভট্‌চায্ ভালো হয়ে উঠবে।

চ্যাঙ ব্রাণ্ডি আনিয়া ডাক্তারের হাতে দিল

ডাক্তার। এইটুকু খেয়ে নাও। আর একটু। আর একটু।

রাই। আমি আর বাঁচবো না! বাঁচবো না!

ডাক্তার। চুপ, কথা বলোনা! He must be immediately sent to a Hospital.

থেনমং। ওকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এখুনি—

ব্রাউন, চ্যাঙ ও মেয়েরা ধরাধরি করিয়া রাইমোহনকে বাহিরে লইয়া গেল। থেনমং দুয়ারের বাহিরে তাহাদের পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিল। সেই অবসরে ডাক্তার ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল

থেনমং। Who are you, please ?

ডাক্তার। মং সাহেবের অকৃত্রিম বন্ধু।

থেনমং। সব্যসাচী!

ডাক্তার। না, না, A shawl merchant from Peshawar !

থেনমং। তুমি কেন এলে বন্ধু? পুলিশ নিত্য তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ডাক্তার। খুঁজুক। শাল মার্চেন্ট গোলাম মহম্মদকে তারা তো ধরে নিয়ে যাবে না।

থেনমং। আচ্ছা বন্ধু, আমার জামাই কি বাঁচবে না?

ডাক্তার। হাসপাতালে পৌঁছুতে দেরী হলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু একি! আসামী কোথায়? সরে পড়ল যে। দেখ বন্ধু, দেখ—

থেনমং। কি আর দেখবো বন্ধু। সেও আমার জামাই। চারটি মেয়ে চারটি জামাই, প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু।

ডাক্তার। তাই তো!

থেনমং। তুমি বলেছিলে জাতীয়তার চেয়ে আন্তর্জাতিকতা বড়। তাই আমি বিয়েতে বাধা দিই নি। ফল তো চোখেই দেখলে।

ডাক্তার। আমার আন্তর্জাতিকতার অর্থ তো এ নয়, থেনমং। আমি চাই জাতের ব্যবধান ঘুচে যাক্, বর্ণের পার্থক্য, ধর্মের পার্থক্য লোপ পাক, সকল কুসংস্কার সবলে সরিয়ে দিয়ে মানুষ মানুষের

সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করুক। কিন্তু এরা তো দেখচি মানুষই হয় নি।

থেনমং। কিন্তু এদের আমি জব্দ করব। তোমারই অপেক্ষায় ছিলুম। আজ তুমি এসেছ, আমার দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে, আমি এখুনি আসচি।

থেনমং চলিয়া গেল। ডাক্তার ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘরটী দেখিল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়াও দেখিল। থেনমং একখানা দলিল হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল

আমার সম্পত্তির লোভে এরা এই উপদ্রব করচে। দ্যাখ আমি কি ব্যবস্থা করেচি।

দলিল ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার নীরবে পড়িতে লাগিল

আমার খনি, আমার বন, আমার নগদ টাকা, সবই তোমার—বর্ম্মার—ভারতের—পৃথিবীর—বিশ্বমানবের।

ডাক্তার একবার থেনমং-এর দিকে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে টেবিল ল্যাম্পের ওপর কাগজখানা ধরিল

থেনমং। ও কি করলে বন্ধু!

জলন্ত দলিলখানা হাতে লইয়া ডাক্তার বলিতে লাগিল

ডাক্তার। বর্ম্মার শ্রেষ্ঠ পুরুষ তুমি। বর্ম্মাকে ভালোবেসে নিজের মেয়েদের বঞ্চিত করে তুমি আমাকে যা দিতে চেয়েচ, তা নেবার অধিকার আমার নেই। নেবার জন্য নয় বন্ধু, দেবার জন্য আমার আবির্ভাব! সুখ, স্বার্থ, সম্পদ, জীবন, এজন্মে সবই শুধু দিয়ে যেতে হবে।

জানালার কাছে গেল

থেনমং। বন্ধু! সব্যসাচী!

বাঁশীর আওয়াজ

নেপথ্যে। পুলিশ পুলিশ!

সব্যসাচী দ্রুত বোচকাটা কাঁধে তুলিয়া লইতে লইতে কহিল—

ডাক্তার। প্রিয় বন্ধুরা এলেন তা হলে। গুডনাইট!

জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। থেনমং জানালায় দাঁড়াইলেন। গোটাদুই রিভলবারের আওয়াজ হইল

জামাল। আসুন! আসুন! এই ঘরেই আছে।

জামালের পিছনে পিছনে পুলিশ অফিসারের প্রবেশ

বিলাস। কোথায়?

জামাল। আমার ভায়রা-ভাইকে পেশোয়ারী সেজে খুন করেচে। আমি নিজে দেখেচি। মঙ সাহেবের সঙ্গে কথা কইছিল।

বিলাস। আপনার বন্ধুকে কোথায় লুকিয়ে রাখলেন মিঃ থেনমং?

থেনমং। কার কথা জানতে চাইছেন আপনারা?

বিলাস। আপনার বন্ধু! আপনার জামাইকে যে খুন করে গেল।

থেনমং। Excuse me officer! আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

রমেন। ন্যাকামো করবেন না মিঃ থেনমং!

বিলাস। You are under arrest!

থেনমং। সে তো অনেকদিনই হয়ে আছি। নতুন আর কি! বলুন। থানায় যাবার পথে আমার জামাইকে একবার দেখে যাব।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রমিকদের ঘর

ছোট ছোট দুইটী খোপ। প্রতি ঘরেই মাচার মত রহিয়াছে। তাহারও ওপর লোক রহিয়াছে। নীচেতেও লোক। ভালো আলো নেই। প্রবেশ করিল ভারতী ও অপূর্ব্ব।

ভারতী। অবস্থাটা দেখুন।

অপূর্ব্ব। এমন জায়গাতেও মানুষ থাকে!

ভারতী। এই মানুষদের পশু করেই আজকার সভ্যতা গড়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন। পাঁচকড়ি—

পাঁচকড়ি। কে, দিদিমণি!

অন্ধকার কোণ হইতে একটি বুড়ো বাহির হইয়া আসিল। তাহার প্রলেপ দেওয়া একখানা হাত slingএ ঝুলিতেছে, কোন মতে দু'হাত এক জায়গায় করিয়া কহিল—

পেন্নাম হই দিদিমণি।

ভারতী। কেমন আছো আজ?

পাঁচকড়ি। আমি তো একটু ভালো আছি কিন্তু—

অন্ধকার কোণে কাৎরাণী শোনা গেল

ওই শোন। মেয়েটী বাঁচবে না। ছেলেটারও ভারী জ্বর।

ভারতী। দাঁড়াও, দেখে আসি।

অন্ধকারের দিকে গেল

পাঁচকড়ি। একটা পয়সা নাই যে এক ফোঁটা ওষুধ এনে দি।

অপূর্ব্ব। পয়সা নেই কেন?

পাঁচকড়ি। পুলির শেকল পড়ে ডান হাতটা জখম হয়ে গেছে। মাস-খানেক কাজে বেরুতে পারিনি। পয়সা থাকবে কি করে বাবু মশায়?

অপূর্ব্ব। কারখানার ম্যানেজার ব্যবস্থা করেন নি?

পাঁচকড়ি। আপনি দেখচি কিছুই জানেন না, বাবু! দিন-মজুর আমরা। কাজ করলে হপ্তা পাব, কামাই করলে নয়। তা অসুখই হোক আর যাই হোক। বিশ বছর কাজ কচ্ছি মশাই, তবু দয়াও নেই, মায়াও নেই।

মাচার ওপর থেকে মাণিক কহিল—

মাণিক। কিছু নেই জেনেই তো মদ খেয়ে মজা লুটি।

অপূর্ব্ব। (উপর দিকে চাহিয়া) ওখানে উঠে বসে আছ কেন?

পাঁচকড়ি। মাণকের রোজগার কম। গোটা ঘর ভাড়া নিতে পারে না। অল্প ভাড়া দেয়, ঐখানেই থাকে!

অপূর্ব্ব। ঐখানেই থাকে?

মাণিক। শুধু একাই থাকি না মশাই, দস্তুর মত পরিবার নিয়ে থাকি।

পাঁচকড়ি। চুপ কর্ মাণকে?

মাণিক। লজ্জা কিসের? বাবুরা দোতলায় থাকে না? এও আমার দোতলা। কিছু কম আছি নাকি রে! সুশীলা হারামজাদী সেই যে গেল, এখনও ফেরবার নাম নেই।

ভারতী আগাইয়া আসিল

ভারতী। তোমার ছেলেমেয়েদের দেখলুম পাঁচকড়ি। সেরে উঠবে,

ভয় নেই। কাল সকালেই আমি ডাক্তার ওষুধ-পত্তর সব পাঠিয়ে দোব।

পাশের খোপ হইতে হারমোনিয়মের আওয়াজ, বেসুরো বাজনা, মত্ত-বিজড়িত কণ্ঠের হল্লা শোনা গেল। পাঁচকড়ি মুখ ফিরাইয়া কহিল—

পাঁচকড়ি। থাম্ না রে শালারা! একটা ভদ্দর লোক বাড়ী আসতে পারে না।

অপূর্ব্ব পকেট হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া কহিল—

অপূর্ব্ব। এই নোটখানা ওকে দিন।

ভারতী তাড়াতাড়ি নোটখানা হাতে চাপা দিল

ভারতী। রাখুন, রাখুন, পকেটে রাখুন। পাঁচকড়ি! এই নাও। ছেলেদের জন্যে চার পয়সার মিছরী আর চার পয়সার সাগু। আর বাকি দু আনার চাল ডাল এনে তুমি এ বেলার মত খাও।

পাঁচকড়ি পাশের খোপে ঢুকিয়া গেল

অপূর্ব্ব। আপনি ভারি কৃপণ। আমাকেও দিতে দিলেন না, নিজেও দিলেন না।

ভারতী। ঐ তো দিলুম।

অপূর্ব্ব। ওকে দেওয়া বলে। এই দুঃসময়ে পাই পয়সা হিসেব করে চার আনা মাত্র হাতে দেওয়া তো অপমান!

ভারতী। কিন্তু পাঁচ টাকা দিয়ে আপনি যে ওর সর্ব্বনাশ করতেন। মদ খেয়ে ও বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকত, আর ছেলেমেয়ে দুটো মরে যেতো।

অপূর্ব্ব। মদ খেতো!

ভারতী। খেত না! হাতে টাকা পেলে মদ খায় না এমন অসাধারণ লোক ওদের মাঝে কেউ আছে নাকি!

অপূর্ব্ব। আপনার সব কথায় তামাসা! রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার টাকায় বাপ মদ কিনে খাবে, একি কখনো সত্যি হতে পারে?

ভারতী। নইলে দাতার হাত চেপে ধরে দুঃখীকে পেতে দেব না— সত্যি বলুন তো আমি কি এতই ছোট!

মাণিক। (মাচানের ওপর থেকে) ওরে সুশী! সুশীরে—

দশ এগার বছরের একটী মেয়ে প্রবেশ করিল

সুশীলা। এই যে বাবা, ঘোড়া মার্কা মদ আর নেই, তাই টুপি মার্কা মদ নিয়ে এলুম। চারটে পয়সা বাকি রইল।

মাণিক মাচান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বোতলটা লইয়া খুন্তির সাহায্যে খুলিবার চেষ্টা করিল

ভারতী। তোমার মা কোথায় সুশীলা?

সুশীলা। মা? মা তো পরশু রাত্তিরে যদু কাকার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে লাইনের বাইরে ঘর ভাড়া করেচে।

মাণিক। করাচ্চি, দাঁড়া। এ বাবা বিয়ে করা পরিবার, ক্যালসানির চার্জ্জ—

বোতল মুখে ঢালিল। অপূর্ব্ব ভারতীর শাড়ির আঁচাল ধরিয়া টানিয়া কহিল—

অপূর্ব্ব। চলুন, চলুন এখান থেকে।

ভারতী। এক মিনিট দাঁড়ান।

অপূর্ব্ব। না, এক মিনিটও নয়।

মাণিক। যেদো শালা আমায় জানে না। আমি দেশোগুণ্ডার ছেলে। জেল, ফাঁসি কিছু ভয় করি না।

বোতলটা লইয়া মাচানে উঠিতে লাগিল

অপূর্ব্ব। হারামজাদা, নচ্ছার, পাজী, মাতাল, যেন নরককুণ্ড বানিয়ে রেখেচে। এখানে পা দিতে আপনার ঘৃণা হ'ল না।

ভারতী। (অপূর্ব্বর মুখের দিকে চাহিয়া) না, তার কারণ, এ নরককুণ্ড এরা বানায় নি।

অপূর্ব্ব। এরা বানায় নি, আমি বানিয়েচি। মেয়েটার কথা শুনলেন, যেন ওর মা কোন তীর্থ যাত্রা করেচে। নির্লজ্জ বেহায়া শয়তান! আর কখনো যদি এখানে আসবেন তো টের পাবেন বলে দিচ্ছি।

ভারতী। আমি ম্লেচ্ছ খৃষ্টান। আমার এখানে আসতে দোষ কি?

অপূর্ব্ব। দোষ নেই? ক্রীশ্চানের জন্যে কি সৎ অসৎ বস্তু নেই? নিজেদের সমাজের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয় না?

ভারতী। কে আছে আমার জবাবদিহি করব?

অপূর্ব্ব। এ সব আপনার চালাকি। আপনি ঘরে ফিরে চলুন।

ভারতী। আমার এখানে কাজ আছে। আপনার ভালো না লাগে আপনি ফিরে যান।

অপূর্ব্ব। ফিরে যান বল্লেই কি আপনাকে এখানে রেখে আমি যেতে পারি?

ভারতী। তা হলে সঙ্গে থাকুন। মানুষের প্রতি মানুষ কত অত্যাচার করচে চোখ মেলে দেখতে শিখুন।

তাহারা পাশের খোপে প্রবেশ করিল। সেখানে কতগুলি নরনারী মিলিয়া মদ খাইতেছিল, হারমোনিয়ম, তবলা, বাজাইতে ছিল। ভারতী ও অপূর্ব্ব কিছুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অপূর্ব্ব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নাকে চাপা দিল

ভারতী। মিস্ত্রি মশাই! কাল আমাদের মিটিং। যাওয়া চাই।

কাঁনাচাদ। চাই বই কি দিদিমণি।

এক পাত্র মদ গলায় ঢালিয়া দিল

ভারতী। তোমরা ছাড়া এত বড় কারখানা কি একদিনও চলে? তোমরাই তো এর সত্যিকারের মালিক।

অনেকে। ঠিক! ঠিক!

ভারতী। অথচ কত কষ্ট তোমাদের একবার ভেবে দেখ দিকি। যখন তখন বিনা দোষে মালিকেরা তোমাদের জুতো মেরে তাড়িয়ে দেয়। তারা যে ক্রোর ক্রোর টাকা লাভ করে সে কাদের দৌলতে, কাদের গায়ের রক্ত জল-করা পরিশ্রমে?

দুলাল। সব ফর্সা করে দিতে পারি। এমন একটা বল্টু ঢিলে করে রেখে দোব যে কড়্ কড়্ কড়াৎ। ব্যস্! কারখানা ফর্সা।

ভারতী। না, না, দুলাল, ও সব কাজ কখ্খনো করো না। শুধু তোমরা এক হয়ে দাঁড়িয়ে একবার বল অবিচার তোমরা সইবে না।

লোকগুলো সব উঠিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব্ব ভারতীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল

অপূর্ব্ব। না, না, না, এ সব কথা আপনাকে আমি বলতে দোব না।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে অন্য দ্বার দিয়া সুমিত্রা ও তলোয়ারকর প্রবেশ করিল। সুমিত্রার গায়ে সবুজ রঙের কোট, হলুদ রঙের শাড়ি

সুমিত্রা। কেন বলতে দেবেন না অপূর্ব্ববাবু? ভারতী যা [illegible]লেন, তা কেন বলতে পারবেন না, বলুন?

অপূর্ব্ব। যদি সাহেবদের কানে যায়?

সুমিত্রা। গেলে কি হবে?

অপূর্ব্ব। একটা অশান্তি উপদ্রব—

সুমিত্রা। তলোয়ারকর। পথের দাবীর সভ্য হয়েও অপূর্ব্ববাবু শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার নিয়েচেন। ভারতী ক্লান্ত, আমিও অসুস্থ। তাই আমাদের কথা আপনিই এদের বুঝিয়ে দিন।

অপূর্ব্ব। না, না, তলোয়ারকর।

তলোয়ার। কেন বাবুজী?

অপূর্ব্ব। আপনি বিয়ে করেচেন, আপনার স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, আপনি গৃহস্থ।

তলোয়ার। গৃহস্থের কি দেশ সেবার অধিকার নেই?

অপূর্ব্ব। কিন্তু এতে যে অনেক বিপদ।

তলোয়ার। দেশের সেবা করার নামই তো বিপদ, অপূর্ব্ববাবু! আমাদের হিন্দুর ঘরে বিবাহটা ধর্ম্ম। কিন্তু মাতৃভূমির সেবা তারও চেয়ে বড় ধর্ম্ম। এক ধর্ম্ম আর এক ধর্ম্মাচরণে বাধা দেবে, এ যদি আমি একদিনও মনে করতাম বাবুজী, তাহলে আমি কখনো বিয়ে করতাম না।

একজন শ্রমিকের হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ

শ্রমিক। পালাও, পালাও সব।

সকলে। কেন রে, কেন?

শ্রমিক। মারপিট হবে। বড় সাহেব পুলিশ নিয়ে এইদিকে আসচে। সব মেরে তাড়িয়ে দেবে।

তলোয়ারকর। ভাই সব! ওই শস্ত্রধারী সান্ত্রীদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে, লেলিয়ে দিয়েচে, তারা তোমাদের কারখানার মালিক। তারা চায় না যে তোমাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা আমরা তোমাদের শোনাই।

অনেকে। আমরাও চাই না। আমরাও চাই না। তোমরা উপদেশ দাও।

তলোয়ার। তোমরাও চাও না?

অনেকে। না।

তলোয়ার। ওরে বঞ্চিতের দল, ওরে নির্য্যাতিত নিপীড়িতের দল, আমার মিনতি, আমাদের সকলের মিনতি, আমাদের তোমরা অবিশ্বাস কোর না। তোমাদের ঘুম ভাঙাবার শঙ্খধ্বনি, আমরাই চিরদিন করে এসেচি, আমরাই তোমাদের বারবার বোঝাতে চেয়েচি, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও, তবুও তোমরা মানুষ। ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার সংগ্রাম দিকে দিকে সুরু হয়েচে। তোমরাও মানুষের মতো—

বিলাস। Stop! Stop, I say!

বিলাস দারোগা সদলবলে প্রবেশ করিল

অনেকে। দোহাই দারোগাবাবু, আমাদের দোষ নেই।

বিলাস। (তলোয়ারকরকে) আপনি বক্তৃতা করছিলেন?

তলোয়ার। হ্যাঁ।

বিলাস। আপনাকে arrest করলাম।

সুমিত্রা। কেন?

বিলাস। Class hatred প্রচার করবার অপরাধে।

সুমিত্রা। আপনি শুনেচেন ওঁর কথা ?

বিলাস। যারা শুনেচে তারাই সাক্ষী দেবে।

সুমিত্রা। উনি যা বলেচেন আমরাও তাই বলতে প্রস্তুত।

ভারতী। আমাদেরই বলবার কথা উনি বলেচেন।

তলোয়ার। বলিচি এবং এখনো বলবো।

বিলাস। বলতে আপনাকে দোব না। রমেন—

বিলাস রমেন তিন চার জন পাহারাওয়ালা জোর করিয়া তলোয়ারকরকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল। তলোয়ারকর বলিতে বলিতে তাহাদের সঙ্গে চলিল—

তলোয়ার। এরা অন্যায়কারী, এরা ভীরু, সত্যকে এরা কোনমতেই তোমাদের শুনতে দিতে চায় না। কিন্তু এরা জানে না যে, সত্যকে গলা টিপে মারা যাবে না। সে চিরজীবী, সে অমর। চলো কোথায় যেতে হবে।

সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল

ভারতী। এ কি হলো সুমিত্রাদি!

সুমিত্রা। হতাশ হয়ো না বোন। চল।

সুমিত্রা অগ্রসর হইল

ভারতী। চলুন অপূর্ব্ববাবু!

অপূর্ব্ব। কোথায় ?

ভারতী। আমাদের বাসায়।

অপূর্ব্ব। সেখানে তো আমার আর ঠাঁই হতে পারে না।

ভারতী। চলুন, চলুন। পথের দাবীতে আপনার স্থান নাও থাকতে পারে। কিন্তু আর একটা দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এমন কিছুই নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবতারার ঘর

শশি বসিয়া মদ খাইতেছে। বোতলটা পাশে পড়িয়া আছে। নবতারা প্রবেশ করিল। তাহার বিধবার বেশ। কিন্তু সে বেশে দৈন্য নেই, চোখে ঘুম ও শোকের চিহ্ন নেই। মকমলের সূক্ষ্ম সাদা ধুতি। হাফ হাতা সাদা ব্লাউজ, সাদা হিল তোলা জুতো, হাতে একটি কালো ব্যাগ, গলায় সোণার চেন; ঠোঁটে রঙ, চোখে সুর্মা, গালে রুজ। শশির পিছনে কিছুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শশি গ্লাসটা মুখে তুলিতেই পিছন হইতে হাত বাড়াইয়া ধরিল।

নবতারা। আর তোমায় মদ খেতে দোব না।

শশি। (ঘাড় ঘুরাইয়া) Who are you? A woman in white! শুক্লবসনা সুন্দরী? I had been dreaming of such a beauty.

নবতারা। ভালো করে ভাখ; আমি নবতারা।

শশি। White all through! stainless, pure, perfection itself.

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। নবতারার দুই বাহু ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

নবতারা। চিনতে পারছ না? আমি নবতারা।

শশি। নবতারা। New star…or an evil star!

নবতারা। কি যা তা বলছ মদ খেয়ে, বুঝতে পারচ না!

শশি। বেশ বুঝতে পারচি বাবা।

নবতারা। তুমিও যদি এ রকম কর, তাহলে আমি যাই কোথায় বল। সংসারে আমার একমাত্র বন্ধু তুমি।

শশি। Sure. একমাত্র বন্ধু আমি। যারা গৃহহারা, ভাগ্যহারা, সর্ব্বহারা, একমাত্র শশি কবিই তাদের বন্ধু! And he is proud of their freindship, proud—proud I say, do you hear me?

নবতারা। একটু সহানুভূতি পাব বলে তোমার কাছে ছুটে আসি। তাও তুমি দেবে না?

শশি। উঁ! সহানুভূতি? Sympathy? বসুন, বসুন এইখানে—

নবতারাকে চেয়ারে বসাইয়া দিল

সদ্য পতিহারার ব্যথা আমারও বুকে বাজে। I am sorry, genuinely sorry!

পায়ের কাছে বসিল

ঠিক এমনিটি যে হবে তা ভাবিনি। কিন্তু কি করবেন উপায় নেই। স্বামী বেঁচে থাকতেও আপনার খবর নিতেন না—স্বর্গে গিয়েও নেবেন না। It makes very little difference!

নবতারা। কিন্তু এ সহানুভূতির কোন দরকার নেই।

শশি। নিশ্চয় নেই। পথের দাবীর সভ্য আপনি, শুধু পথই চলবেন—চলবেন সাম্নে দৃষ্টি রেখে, পাশে পেছনে কোন দিকে চেয়েও দেখবেন না। কখখনো নয়।

নবতারা। তাইতো চলিছি কবি।

শশি। Cheerio!

নবতারা। কিন্তু একা একা আর যে চলতে পারচি না।

শশি। Then stop dead. থমকে দাঁড়ান।

নবতারা। কবি!

শশি। Yes, madam.

নবতারা। আমার এই চলার পথে দোসর রূপে তোমাকে কি পাওয়া যায় না?

শশি। What did you say?

নবতারা। আমি আর একা থাকতে পারি না, কবি।

শশি কোন কথা কহিল না, নবতারার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

যেদিন বিয়ে হ'ল সেদিন ভাবলুম জীবনের একটী সঙ্গী পেলুম, একান্ত আপন জেনে স্বামীকে সেদিন সর্ব্বস্ব নিবেদন করে দিলুম, ভাবলুম আমরণ এক সঙ্গে থেকে জগতের সব আনন্দ উপভোগ করব। সেই আশা নিয়েই রেঙ্গুনে এলুম।

শশি তাহার দিকে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল

রেঙ্গুনে আসবার পর যা হোলো তা ত তুমি জান কবি। সুমিত্রাদি আশ্রয় দিলেন। কর্ত্তব্যও দেখিয়ে দিলেন। সকলে দিলেন উৎসাহ। ভাবলুম পথের দাবী মিটিয়েই জীবনের দেনা পাওনা শোধ করতে পারব। কিন্তু কর্ত্তব্য, উপদেশ, উৎসাহ, কিছুই তো আমার অন্তরের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারল না।

শশির দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া

নবতারা। আমায় কাজে লাগাবার চেষ্টা অনেকে করেচে—কিন্তু হৃদয়ের দিকে কেউ চেয়ে দেখেনি। তোমার কোন কাজের বালাই নেই, নৈতিক উপদ্রব নেই, তুমি আমায় কাছে টেনে নাও, আমার নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথা দূর কর।

শশি। Ah! I am tempted to believe this is love making!

নবতারা। কাউকে ভালো না বেসে আমি আর থাকতে পারি না

কবি। আজ আমার কোন বন্ধন নেই, কোন দায়িত্ব নেই—সংসার, সমাজ, সংস্কার, সবার বাইরে আজ আমি ছিটকে পড়েছি। তুমি আমায় নাও।

শশি। Not a bad idea! Let me think over it. নদীর ধারে ছোট্ট একখানা বাড়ী—চারদিকে তার ফুলের ফসল—অন্তঃপুরে শুক্লবসনা সুন্দরী, কণ্ঠে তার গান—That makes life worth living.

নবতারা। সেই সুখের নীড়ে বসে তুমি মুক্তির গান রচনা করবে, আর আমি সেই গান কণ্ঠে নিয়ে মুক্তপক্ষ পাখীর মতো নিদ্রিত নর-নারীকে সুপ্তি থেকে ডেকে তুলব।

শশি। Not altogether a bad idea! আমাদের কাজের আর অন্ত থাকবে না। ডাক্তারের দলে আমরা হাজার হাজার লাখো লাখো লোক জুটিয়ে দেব; এমন সব লোক, যারা জাত ভেঙ্গেছে, সংস্কার ছেড়েছে, সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতাকে যারা কাম্য বলে জেনেচে, বুঝেচে, আয়ত্ত করতে চেয়েচে।

নবতারা। সকল রকমে মুক্ত আমরা সব অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করব।

শশি। কিন্তু ওরা? ওরা কি বলবে?

নবতারা। কারা?

শশি। ডাক্তার, সুমিত্রা, ভারতী? তোমাদের পথের দাবীর দলের লোকেরা?

নবতারা। যার যা ইচ্ছে বলুক।

শশি। Right you are! যার যা ইচ্ছে বলুক। আমরা পথ চলবই।

নবতারা। আমাদের বিবাহিত জীবন কি সুখের হবে?

শশি। বিবাহিত জীবন! Do you really propose to marry me?

নবতারা। আর অমত করো না। সত্যই যদি তুমি আমাকে সুখী করতে চাও, তা হলে আমাকে নাও।

শশি। কিন্তু বিবাহের স্বপক্ষে সত্যই আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমায় দুটো দিন ভাবতে সময় দাও। একেবারেই তৈরি ছিলুম না কি না।

নবতারা। আশ্চর্য্য!

শশি। সত্যি তারা, এ বড়ই আশ্চর্য্য! কখনো মনে হয়নি, কখনো ভাবিনি। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বলিতে বলিতে বেহালাটা তুলিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিল। নবতারা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া গলা জড়াইয়া ধরিল। শশি আপন মনে বাজাইতে লাগিল

তৃতীয় দৃশ্য

পুলিশ অফিস

নিমাইবাবু অস্থির ভাবে পায়চারি করিতেছে। জগদীশ আর বিলাস গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে।

নিমাই। তুমি তাকে বেল দিতে গেলে কেন? তোমার বলা উচিত ছিল বেল দিলে Conspiracyর কিনারা হবে না।

বিলাস। বোথা কোম্পানীতে চাকরী করে। একজন ব্যারিষ্টার জামিন হলো। তারপর তলোয়ারকর সম্বন্ধে কোন Instruction ও আমি পাই নি। কি করে বুঝব বলুন।

জগদীশ। আপনার কথাই ঠিক হোলো। বর্ম্মাতে সত্যিই Conspiracyর শিকড় গজিয়ে উঠল।

নিমাই। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে; তুমি দেখে নিও। মং সাহেবের বাড়ীতে পুলিশকে গুলি করে যে পেশোয়ারী শালওয়ালা পালিয়ে গেল, সেই আবার শিখ হয়ে কাল রেঙ্গুণে দেখা দিল।

জগদীশ। কিন্তু মং সাহেব তো কিছুতেই স্বীকার করছেন না। আর তাঁর জামাইদের মাঝে যারা খবরটা দিয়েছিল, তাঁদের একজন গেল মরে, আর একজন ভায়রা-ভাইকে খুন করে হলো ফেরার।

বিলাস। আর সেই ব্যায়লাওলা vagabondটারও কোন পাত্তা নেই।

নিমাই। হয়ত একদিন দেখবে সেই ব্যাটাই সব্যসাচী! আমি তোমাকে বলচি জগদীশ, মং সাহেবের জামাই জামাল ফেরার হয়নি। তাকেও খুন করেচে।

বিলাস। বলেন কি!

জগদীশ। কে খুন করলে?

নিমাই। সেই পেশোয়ারী শালওয়ালা, সব্যসাচী!

জগদীশ। কিন্তু dead body?

নিমাই। A dead body devoured by wild animals tells no tale! কোন পাহাড়ে অথবা কোন জঙ্গলে জামালের মৃতদেহ হয়ত জানোয়ারের খাদ্য হয়েছে।

বিলাস। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় তলোয়ারকরের সঙ্গে সব্যসাচীর কোন যোগ আছে?

নিমাই। যদি চেলিয়ার চকিতে দেখা সেই শিখ মহাপ্রভু সত্যই

সব্যসাচী হন, তাহ'লে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি বিলাস, তলোয়ারকর মহাপ্রভুরই শিষ্য।

বিলাস। তা হলে আর যাবে কোথায়?

নিমাই। অর্থাৎ?

বিলাস। তলোয়ারকরের মামলায় সবই বেরিয়ে পড়বে।

নিমাই। মামলা হবে তুমি ভেবেচ?

জগদীশ } মানে?
বিলাস }

নিমাই। তলোয়ারকরকেও পাবে না, মাদ্রাজী ব্যারিষ্টার কৃষ্ণ আইয়ারকেও পাবে না।

বিলাস। এ আপনি কি বলছেন! তলোয়ারকর স্ত্রীকন্যা নিয়ে এখানে বাস করে।

নিমাই। খুব তো বল্লে তুমি। নিজেদের প্রাণ যারা হাতে করে নিয়ে বেড়ায় দেবার জন্যে, তার ভাই বন্ধু দারা সুতের কোন দাম দেয় না। জগদীশ একবার ভাই মং সাহেবকে আনো। দেখি তার কাছ থেকে কিছু বার করা যায় কি না।

জগদীশ উঠিয়া চলিয়া গেল

ছেলে মানুষ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে!

বিলাস। আচ্ছা, সেই মেয়ে দুটোর কাছ থেকেও তো খবর কিছু পাওয়া যেতে পারে।

নিমাই। ওরে বাবা, ওদের মনে রস্‌কস্‌ কিছুই নেই। মেয়েগুলোকেই ওরা মজিয়েচে, মেয়েরা ওদের মজায়নি। কাজের কথা তাদের কাছেও কিছু পাওয়া যাবে না। আমি কেবল ভাবি বিলাস, বাঙ্গালীর বংশে এমন সব ছেলেমেয়ে কোত্থেকে এলো?

থেনমংকে লইয়া জগদীশ প্রবেশ করিল

নিমাই। Good evening Mr, Maung !

থেনমং। The same to you.

নিমাই। Sit down Mr. Maung.

থেনমং সাহেব বসিলেন

থেনমং। আমি বাংলা বুঝি, বাঙালীর মতই বাঙলা বলতে পারি।

নিমাই। সব্যসাচীর কাছে শিখেছেন বুঝি ?

থেনমং। না, আমি কলকাতায় পড়তুম।

নিমাই। আপনার জামাই জামালের খবর পেয়েছেন ?

থেনমং। না।

নিমাই। আচ্ছা, সেদিন যে পেশোয়ারী শালওলা এসেছিল, তার সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ?

থেনমং। আমি তাকে চিনি না।

জগদীশ। অচেনা একটা লোক রাতের বেলায় আপনার ঘরে কি করছিল ?

থেনমং। কেন সে এসেছিল, তা বলে যায় নি।

নিমাই। আপনি জানতে চাইলেন না কেন ?

থেনমং। জামাই আহত। তাকে নিয়েই ব্যস্ত তখন। কে এল, কে গেল, কে আর দেখে।

নিমাই। সেই পেশোয়ারী অর্থাৎ সব্যসাচী ধরা পড়েছে।

থেনমং। You don't mean to say it !

নিমাই। Come confess ; tell us who he is.

থেনমং। I don't know.

জগদীশ। Mr. Maung, আপনি সাপ নিয়ে খেলা করচেন।

থেনমং। ছোবলও তো খাচ্ছি। থলে খালি করে বিষ ঢেলে দিন, একেবারে সব শেষ হয়ে যাক্।

জগদীশ। ভেবেচেন এমনি ন্যাকামো করে রেহাই পাবেন?

থেনমং। ও খপ্পরে যে দিন পড়েছি সেইদিনই বুঝেচি রেহাই নেই।

নিমাই। You can have your liberty in a moment Mr. Maung.

থেনমং। The Price may I ask?

নিমাই। A clean confession.

থেনমং। I have no secret to keep.

জগদীশ। পেশোয়ারী শালওলা ধরা পড়েছে শুনে আর্ত্তনাদ করে উঠলেন কেন?

থেনমং। তার অদৃষ্টের কথা ভেবে।

জগদীশ। তার ফাঁসি হবে।

থেনমং। হতেই পারে, যখন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আপনারা।

নিমাই। আপনাকে কিন্তু আমরা মুক্তি দিতে পারি।

থেনমং। দিন না, অনেকদিন মেয়েগুলোকে দেখিনি। তাদের আবার মা নেই।

নিমাই। আচ্ছা একটা বাঙালী বিপ্লবীর জন্যে কেন বৃথা এই দুঃখ বরণ করে নিচ্চেন?

থেনমং। কার কথা বলচেন?

নিমাই। সব্যসাচীর। বলে দিন সে কোথায়? আপনাকে এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি।

থেনমং। Officer! your cross examination betrays your inability.

নিমাই। Is that so Mr. Maung?

জগদীশ। বিজ্ঞের মত বুলি আওড়াচ্ছেন আর প্রাণপণে মিথ্যে কথা বলচেন।

থেনমং। মিথ্যেকে আপনারাই তো ঢাকতে পারছেন না।

নিমাই। তাই নাকি?

থেনমং। ভুলে যাচ্চেন কেন, একটু আগে বললেন—সেই পেশোয়ারী যে সব্যসাচী তা আপনারা জানেন। একটু আগেই শোনালেন সে ধরা পড়েছে তার ফাঁসি হবে। তারপরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সব্যসাচী কোথায়? সোদ্দা কথা দাঁড়াল এই যে, পেশোয়ারী সব্যসাচী নয়, সব্যসাচী ধরা পড়েনি। আর ফাঁসিও তার হবে না, যদি না আমি তাকে ধরিয়ে দিতে পারি।

নিমাই। Your logic is quite good. Now tell us where is Sabyasachi!

জগদীশ। সব্যসাচীর খবরটা আমাদের দিয়ে দিন, আপনাকে এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি।

নিমাই। শুধু যে ছেড়েই দোব তা নয়, দশ হাজার টাকা পুরস্কারও দোব।

থেনমং। বাস্! বাস্! আর কোন কথা নয়। সব্যসাচীকে আমি জানি না। এই আমার শেষ কথা।

সকলে কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল

নিমাই। Send him back to the lock up Jagadish!

জগদীশ। দরওয়াজা!

সিপাই। হুজুর!

জগদীশ। লে যাও।

সিপাই। চলিয়ে সাব।

মং সাহেবকে লইয়া সিপাহীর প্রস্থান

জগদীশ। Sir, একটা কিছু উপায় বলে দিন। নইলে চেলিয়া ব্যাটা আবার রিপোর্ট করবে।

নিমাই। চেলিয়া! চেলিয়া! ভেবেচে বাঙালীর চেয়ে সে চালাক। ধরুক না সব্যসাচীকে।

জগদীশ। ধরবার দায়িত্ব তো তার নেই; সে শুধু রিপোর্ট করবে।

নিমাই। করুক রিপোর্ট। ভয় কি?

রমেনের প্রবেশ

এই যে রমেন। খবর ভালো ত?

রমেন। কোথায় আর ভালো Sir! আপনার বর্ণনা মত সেই ইস্কুল বাড়ীটার সন্ধান ত পেলুম, কিন্তু—

নিমাই। Search করলে না!

রমেন। না।

নিমাই। আঃ। এক্ষুণি কাগজ-পত্র সরিয়ে ফেলবে।

রমেন। শুনুন না স্যার! দূর থেকেই দেখলুম বাড়ীটা দাউ দাউ করে জ্বলচে।

নিমাই। বল কি!

রমেন। আজ্ঞে হাঁ। ফায়ারব্রিগেড পাশের বাড়ীগুলো বাঁচাবার

চেষ্টা করচে। খবর নিয়ে জানলুম বাড়ীতে দুটী লেডী টিচার থাকত। সকালে তারা বেরিয়ে যায়। আর বিকেলেই আগুন লাগে।

নিমাই। লেডি টিচারদের সঙ্গে কেউ ছিল?

রমেন। এক শিখ ভদ্রলোক ছিলেন।

জগদীশ। শিখ!

বিলাস। বোধ হয় চেলিয়া যাকে দেখেছিল।

জগদীশ। চেলিয়ার মতে ঐ শিখই সব্যসাচী।

নিমাই। আমার মতেও তাই। 'পথের দাবী' ঘরের গণ্ডী ভেঙ্গে পথে পা দিল। এইবার তার পদচিহ্ন প্রকাশ পাবে রক্ত-লেখায়। বিলাস তোমার মামলা গেল। তলোয়ারকর গেল, কৃষ্ণ আইয়ার গেল, ধরবার ছোঁবার মত কিছুই আর রইল না।

জগদীশ। আপনি কি বলচেন স্যার?

নিমাই। অপূর্ব্বর বাসায় গিয়েছিলে?

রমেন। হাঁ, কিন্তু তাকে পেলুম না।

নিমাই। পেলে না?

রমেন। না Sir!

নিমাই। হয়ত বেচারা অপূর্ব্বও গেল।

কপালে হাত দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। অন্যরা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল

চতুর্থ দৃশ্য

জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা একটা বাড়ী।—মোমবাতী জ্বলিতেছে। সুমিত্রা, রামদাস তলোয়ারকর, কৃষ্ণ আইয়ার, ব্রজেন্দ্র, ডাক্তার বসিয়া আছে, মাঝখানে সুমিত্রা। দুইপাশে ডাক্তার আর ব্রজেন্দ্র মুখোমুখি। সবাই নিস্তব্ধ। হীরাসিং ভারতীকে লইয়া প্রবেশ করিল। দূরে দাঁড়াইয়া স্যালুট করিয়া ভারতীকে আগাইয়া যাইতে ইসারা করিল। ভারতী অগ্রসর হইল।

ডাক্তার। এস ভারতী আমার কাছে এসে বোস।

সকলেই আবার কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল

সুমিত্রা। ভারতী! তোমার মনের ভাব আমি জানি। তাই তোমাকে ডেকে এনে দুঃখ দেবার ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই হতে দিলেন না। অপূর্ব্ববাবু কি করেচেন জানো?

ভারতী। কি করেচেন?

সুমিত্রা। বোথা কোম্পানী রামদাসকে আজ ডিস্‌মিস্‌ করেচে। অপূর্ব্বরও সেই দশা হতো। শুধু নিমাই-দারোগার কাছে আমাদের সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করে, তার চাকরিটা বেঁচেছে। শুধু তাই নয়।

কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া

পথের দাবী যে বিদ্রোহীর দল, আর আমরা যে লুকিয়ে পিস্তল রিভলবার রাখি, সে সংবাদও তিনি গোপন করেন নি। এর শাস্তি কি ভারতী?

ভারতী মাথা নিচু করিল

ব্রজেন্দ্র। ডেথ্।

ভারতী ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল

রামদাস। সব্যসাচীই যে ডাক্তার এ খবরও তারা পেয়েছে।

সুমিত্রা। ডাক্তার ধরা পড়লে তার ফল কি জানো? হয় ডেথ্ না হয় ট্রান্সপোর্টেশন!

ডাক্তার। অপূর্ব্ব যদি না বলেও দিত, তা হলেও ও সম্ভাবনা লোপ পেত না।

সুমিত্রা। বাকিটুকু তা হলে তুমিই বলো। অপূর্ব্বর treachery আমাদের এমন কি ঐ ভারতীরও অবস্থা কি করেচে, তাই ভারতীকে বুঝিয়ে দাও।

ডাক্তার। সে সব তোমরাই আমার চেয়ে ভালো বোঝাতে পারবে।

সুমিত্রা। তলোয়ারকরের ঘরে ফেরবার উপায় নেই। যে মামলা তার নামে রুজু হয়েছে, তাতে শাস্তি হয়ত হতো না। কিন্তু তবুও তাকে ফেরার হতে হলো।

তলোয়ারকর। নইলে ফাঁসি বা দ্বীপান্তর!

সুমিত্রা। তারপর-তারপর—'পথের দাবী'র চিহ্নও আজ আমাদের লোপ করে দিতে হলো। আমরা আসবার পর ডাক্তার বাড়ীটা পুড়িয়ে দিয়ে এসেচেন। নইলে পুলিশ এতক্ষণ আমাদের খাতাপত্র হস্তগত করত। আমাদেরও অর্থাৎ তোমাকে আর আমাকেও রেঙ্গুণের পথে দেখতে পেলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করবে।

তলোয়ারকর। রাজদ্রোহের অপরাধে শাস্তি দেবে।

ব্রজেন্দ্র। আমাদের সব আয়োজন পণ্ড করে দিলে।

সুমিত্রা। অপূর্ব্বর এ অপরাধের শাস্তি কি?

ব্রজেন্দ্র, তলোয়ারকর, হীরাসিং, কৃষ্ণ আইয়ার } Death!

সুমিত্রা। তা হ'লে Death sentence-ই দিলুম।

ব্রজেন্দ্র। একসিকিউশনের ভার আমি নিলুম। আমি কিন্তু গুলি গোলা, ছুরি ছোরা বুঝিনে।

বাঘের মত দুই থাবা শূন্যে তুলিয়া কহিল—

এই আমার গুলি—এই আমার গোলা।

কৃষ্ণ আইয়ার। But how to dispose of the dead body?

ভারতী। দাদা! দাদা!

ডাক্তার বাহু বেষ্টনে ভারতীকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল

ব্রজেন্দ্র। বাগানের উত্তর কোণে একটা শুকনো কুয়া আছে। একটু বেশী মাটি চাপা দিয়ে কিছু শুকনো ডালপালা ফেলে দেওয়া চাই। গন্ধ না বেরোয়।

তলোয়ারকর। বাবুজীকে ন্যায়-দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়ে দেওয়া হোক।

সুমিত্রা। হীরাসিং!

হীরাসিং স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল। ভারতী মাথা তুলিয়া বসিল। ঘাড় ঘুরাইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। হীরাসিং অপূর্ব্বকে লইয়া আসিল। অপূর্ব্বর দুইহাত পিঠের দিকে শক্ত করিয়া বাঁধা। কোমর হইতে প্রকাণ্ড একখানি পাথর ঝুলিতেছে। ভারতী দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মুখ লুকাইল। অপূর্ব্ব আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভারতীর দিকে চাহিল

ভারতী। উঃ!

সুমিত্রা। অপূর্ব্ববাবু, আপনাকে আমরা Death sentence দিয়েছি।

অপূর্ব্ব। Death sentence!

সুমিত্রা। আপনার কিছু বলবার আছে?

অপূর্ব্ব। বল্‌বার! (ঘনঘন ঘাড় নাড়িয়া প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে) না।

ডাক্তার। তোমার রিভলবার?

হীরাসিং। উন্‌কী পাস হ্যায়।

সুমিত্রাকে দেখাইল

ডাক্তার। সুমিত্রা, রিভলবার দাও।

সুমিত্রা বোঁচ্‌ট হইতে খুলিয়া দিল

আর কারু কাছে আছে?

কৃষ্ণ আইয়ার। Here is mine.

ডাক্তার। ব্রজেন্দ্র!

ব্রজেন্দ্র। ও সব কিছুর ধার ধারি না!

ডাক্তার। সুমিত্রা, তুমি বল্লে ডেথ্‌ সেণ্টেন্স আমরা দিলুম। কিন্তু ভারতী ত দেয়নি।

সুমিত্রা। ভারতী দিতে পারে না।

ডাক্তার। পারা উচিত নয়। তাই না ভারতী?

ভারতী মুখ তুলিল

অপূর্ব্ববাবু যা করে ফেলেছেন সে আর ফিরবে না। ফল আমাদের ভোগ করতে হবেই। শাস্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে। তাই আমি বলি শাস্তি দিয়ে কাজ নেই। একদিন ভারতী ওর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, আজও ভারতীর ওপরই ওর ভার দি। ভারতীই এই দুর্ব্বল মানুষটাকে মজবুত করে তুলুন। কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা। না, তা হতে পারে না।

সকলে। না, না।

ব্রজেন্দ্র। ভারতীর কি? তিনি ত মনের আনন্দে ওঁকে নিয়ে ঘর করবেন।

ডাক্তার। ব্রজেন্দ্র, ব্যাটাভিয়াতে একবার তোমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলুম। দ্বিতীয়বার আমাকে যেন তা করতে না হয়।

সুমিত্রা। অপূর্ব্বর এত বড় অন্যায়কে যদি আমরা প্রশ্রয় দিই, তাহলে আমাদের সবই যে ভেঙেচুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

ডাক্তার। যদি যায় ত উপায় কি?

সুমিত্রা। ডাক্তার আমরা সকলেই একমত।

তলোয়ারকর। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, আমরা কিছুই মানব না।

কৃষ্ণ আইয়ার। Our will must prevail.

ডাক্তার। Must it.

ব্রজেন্দ্র। ভয় দেখিয়ে আপনি আমাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন না। আপনার একার মতে কিছুই হতে পারবে না।

ডাক্তার সকলের মুখের দিকে চাহিল

ডাক্তার। তোমরা ত জান, আমার একার মত তোমাদের একশ জনের চেয়েও বেশি কঠিন। ভয় নেই ভারতী, অপূর্ব্বকে আমি অভয় দিলুম।

ভারতী। কিন্তু দাদা ওঁরা, ওঁরা ত অভয় দিলেন না।

ডাক্তার। এখনো দেয়নি সত্য। কিন্তু একথা ওঁরা বোঝেন যে আমি যাকে অভয় দিলুম, তাকে স্পর্শ করা যায় না। এই কটা আঙুলের চাপে আজও ব্রজেন্দ্রের মত বড় বাঘের থাবা গুঁড়ো হয়ে যাবে! কি বল ব্রজেন্দ্র? অপূর্ব্ব যেন বর্ম্মায় আর না থাকে—দেশে ফিরে যাক্।

অপূর্ব্ব ট্রেটর নয়, স্বদেশকে ও সমস্ত মন দিয়েই ভালবাসে। কিন্তু অধিকাংশ—থাক স্বজাতির নিন্দা আর করব না। অপূর্ব্ব দুর্ব্বল।

সুমিত্রা। কিন্তু এখান থেকে গিয়ে অপূর্ব্ব সোজা কোথায় উঠবে জান?

ডাক্তার। যদি ওর নিমাই কাকার কাছে গিয়েই ওঠে, তাতে আমাদের বেশী কি ক্ষতি হবে? ঘর যখন পুড়েই গেছে, তখন কিছুকাল ত বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবেই। রেঙ্গুণ এখন কারু পক্ষেই নিরাপদ নয়—না আমার, না তোমাদের।

সুমিত্রা। শুধু এই সর্ব্বনাশ যে করল সে থাকবে নিরাপদ?

ডাক্তার। তবুও তুমি আজ সভা ভঙ্গের আদেশ দাও সুমিত্রা।

সুমিত্রা। অধিকাংশের মত যেখানে ব্যক্তি বিশেষের গায়ের জোরে পরাভূত হয়, সেখানে সভা প্রহসনেই দাঁড়ায়। এ সভার নেত্রীত্ব করতে আমি আর সম্মত নই।

ডাক্তার। সেই ভালো সুমিত্রা। সকলের সব ভার আমারই কাঁধে চাপিয়ে দাও। ডুবি আমি একাই ডুব্‌ব। হীরাসিং অপূর্ব্ববাবুর বাঁধন খুলে দাও।

হীরাসিং বন্ধন খুলিতে লাগিল

তলোয়ারকর। এ রকম যে হতে পারে, এ আমার ধারণাও ছিল না।

ডাক্তার। তলোয়ারকর। অপূর্ব্ব তোমার বন্ধু। তার দুর্ব্বলতা তোমার ক্ষমা করা উচিত। ভারতী, অপূর্ব্বর সঙ্গে আমি এখুনি তোমায় পাঠিয়ে দিতুম, কিন্তু ও ত নিমাই কাকার কবল থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তাই তোমাকে কিছুদিন আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে।

ভারতী। আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

ডাক্তার। জোর করে কিছুই বোলো না। একদিন ছাড়তে হবেই।

চল অপূর্ব্ববাবু, তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি। এই নাও সুমিত্রা। কৃষ্ণ আইয়ার তোমার পিস্তলটা আমার কাছেই রইল। চল হীরাসিং।

একটু অগ্রসর হইল

ব্রজেন্দ্র, তোমরা সবাই তামাসা করে বলতে অন্ধকারে আমি প্যাঁচার মত দেখতে পাই—আজ যেন কেউ সে কথা ভুলো না।

সুমিত্রা। ফাঁসির দড়িটা কি নিজের হাতে গলায় না পরলেই হত না।

ডাক্তার। সামান্য একটা দড়িকে ভয় করলে চলবে কেন সুমিত্রা? ভারতী, তুমিও এস! অপূর্ব্ববাবুকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

ভারতী, ডাক্তার, অপূর্ব্ব ও হীরাসিংএর প্রস্থান

ব্রজেন্দ্র। বর্ম্মার একৃটিভিটি আমাদের উঠল।

কৃষ্ণ আইয়ার। পশুর মত এখন বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে হবে।

তলোয়ারকর। জীবনের প্রতিদিন হবে দুর্ব্বহ।

ব্রজেন্দ্র। আপনি সভানেত্রী হয়ে ডাক্তারের এই স্বেচ্ছাচারের কাছে মাথা নত করলেন।

সুমিত্রা। অন্যায় করেছি ব্রজেন্দ্র। তারজন্য তোমরা আমায় শাস্তি দাও।

ব্রজেন্দ্র। না, না, শাস্তির কথা বলচিনে। আপনি একটু জোর করলে আমরাও বিদ্রোহ করতুম।

সুমিত্রা। তুমি হয়তো বিদ্রোহ করতে পারতে ব্রজেন্দ্র, কিন্তু আমি পারতুম না। দুটো দিন লুকিয়ে থাকতে হবে বলে, দুটো দিন খাওয়া পরা থাকার অসুবিধে হবে জেনে আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠিচি। আর সে মানুষটি বছরের পর বছর এই সব অসুবিধা নিত্য নীরবে সহ্য করে প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মাতৃভূমির মুক্তির আয়োজন করচে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব? না, না, আমি পারবো না—আমি তা পারবো না।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শশিতারা লজ

শশির ঘর

ফুল আর লতা পাতা দিয়া ঘরটী উৎসবের মত করিয়া সাজান হইয়াছে। শশি এক কোণে একখানি ভাঙ্গাচেয়ারে বসিয়া বেহালা বাজাইতেছে। তাহার পরনে দিশিধুতি। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। ভারতীকে লইয়া ডাক্তার প্রবেশ করিল। ডাক্তার একটী ইভিনিং স্যুট পরিয়া আসিয়াছে। বটন হোলে একটী সাদা ফুল। ভারতী পরিয়াছে সোনালী পাড়ের নীলাম্বরী।

ডাক্তার। বাঃ! বিয়ের উৎসবের বেশ আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

শশি। আসুন, আসুন। আসুন ভারতী। ভাবতেই পারিনি যে আপনারা পায়ের ধুলো দেবেন। বসুন, বসুন।

ডাক্তার। এ সব নতুন ফার্নিচার কোথায় পেলে কবি?

শশি। কিনতে হোলো। সেই-টাকাটা পেলুম কিনা।

ডাক্তার। টাকা পেয়েচ?

শশি। হাঁ, দাদা মশায়ের দেওয়া দশহাজার টাকা। আমি বরাবর বলতুম টাকা আমি পাবই কেউ বিশ্বাস করতো না। কিন্তু এবার অস্বীকার করবার উপায় নেই। দেখুন না।

একখানি খাম আনিয়া ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার না খুলিয়া

ডাক্তার। কিন্তু দশহাজার কেন? বিশহাজার টাকা পাবার কথা ছিল যে।

শশি। তা দশহাজার টাকাই কি কম। তা ছাড়া নিজের মাসতুতো ভাই; যদি কিছু কম করে পাঠিয়ে থাকেন, এমন দোষের কি? এমন সুন্দর চিঠি লিখেচেন।

আবার চিঠি আনিতে গেল

ডাক্তার। থাক্ থাক্, দশহাজার টাকা যিনি ঠকিয়ে নিলেন, তাঁর চিঠি দেখবার আগ্রহ আমার নেই।

শশি। না, না, ঠকানোর কথা বলবেন না। ভুলবেন না সম্পত্তি দেখবার ঝঞ্ঝাট আমাকে পোহাতে হবে না।

ডাক্তার। তা এই টাকাটা ব্যয় করবার কষ্টটুকুই বা তোমাকে কেন দিলেন! না দিলে তুমি ত আরো খুশী হয়ে উঠতে।

শশি। টাকাটা যখন পেলুম, ভাবলুম ব্যাঙ্কে জমা করে দি। মাতাল, জোচ্চোর, Spend thrift যা মুখে এসেচে লোকে বলেচে। ভেবেছিলুম বুঝিয়ে দেব এবার।

ডাক্তার। Past tense ব্যবহার করচ কেন? সাধু সঙ্কল্প ত্যাগ করেচ নাকি?

শশি। হাঁ, অতসব আমার পোষায়?

ডাক্তার। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ভারতী। আসবার সময় দেখলুম দরজার মাথায় বড় বড় হরফে লেখা আছে—শশিতারা লজ। ওটা কি?

শশি। ওটা আপনার নকল।

ভারতী। আমার নকল?

শশি। আপনার ঘরে ঝাউ পাতা দিয়ে "পথের দাবী" লেখা ছিল না? আমিও তাই "শশি" আর নবতারার "তারা" Compound করে, শশিতারা করে নিলুম—বাড়ীর নাম করলুম "শশিতারা লজ", কিন্তু নামটা তুলে ফেলতে হবে।

ভারতী। কেন?

শশি। বিয়ে আর হোল না।

ডাক্তার। সে কি হে! আমরা যে নেমন্তন্ন খেতে এলুম।

শশি। খাবার ব্যবস্থা ঠিকই আছে, শুধু ওই বিয়ের ব্যবস্থাটাই বদলে গেছে।

ভারতী। আপনি কি বলচেন শশিবাবু!

শশি। কাল রাতে নবতারার ওখান থেকে এসে ফর্দ্দটর্দ্দ করে ফেললুম। আজ সকালে হোটেল থেকে খাবার আনলুম, দুজনার কাপড় জামা বিছানা পত্তর কিছু কিছু কিনে ফেললুম। ঘরটা সবে সাজিয়ে ফেলেচি, এমন সময় নবতারা এলেন—ফিরোজা রংয়ের শাড়ী পরে। বেশ মানিয়ে ছিল।

একগ্লাস জল খাইল

তিনি বল্লেন, ভুল ধরা পড়লেই তা শোধরাতে হয়। আমি — বুদ্ধিমানেরাই তাই করে থাকে। তিনি বল্লেন—ভুল করেই তিনি ভেবেছিলেন এ বিয়েতে আমরা সুখী হব। আমি বল্লুম—বিয়েতে যে সুখ পাওয়া যায়, এ বিশ্বাস আমার নেই। তিনি বল্লেন—যাকে বিয়ে করে সুখ পাওয়া যায়, তার সন্ধান তিনি পেয়েছেন। আমি বল্লুম—তথাস্তু।

ডাক্তার। বাঃ বাঃ কবি। তুমি সত্যিকারের রস-বৈদান্তিক! হাঃ হাঃ হাঃ—

ভারতী। কি করচ দাদা। সত্যিই কি একেবারে হৃদয়হীন?

ডাক্তার। হৃদয় বলে একটা পদার্থ হয়ত ছিল, কিন্তু আজ তা সত্যই হারিয়ে ফেলিচি। তারপর কবি, নবতারা এবার কাকে বিয়ে করবেন?

শশি। বিয়ে তাদের হয়ে গেছে আজই। তারা রেঙ্গুণ বেড়াতে গেছে।

ডাক্তার। ভাগ্যবান ব্যক্তিটী কে শুনতে পাই।

শশি। সেই যে আহমেদ। ফর্সা মতন চমৎকার দেখতে, কুট সাহেবের মিলের টাইম-কিপার আজ—তারই সঙ্গে নবতারার বিয়ে হয়ে গেছে।

ভারতী। আপনি এখন কি করবেন শশিবাবু?

শশি। এতদিন যা করে এসেচি।

ডাক্তার। আবার মদ ধর কবি।

শশি। না, নবতারার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেচি, মদ আর ছোঁব না। কাজ কি তার অমঙ্গল করে। এখন কাজের কথাটা বলে নি ডাক্তার। ওই যে খামটা আপনার হাতে রয়েচে ওর মাঝে পুরো দশহাজার টাকা নেই। যা আছে তাই আপনি নিন।

ডাক্তার। এ টাকা তুমি আমাকে দিলে?

শশি। হাঁ, আমার আর কি হবে? আপনি নিন। কাজে লাগবে।

ডাক্তার। কত টাকা আছে?

শশি। সাড়ে চার হাজার। পঞ্চাশটা টাকা আমাকে দেবেন।

ডাক্তার। সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা এরই মাঝে তুমি খরচ করে ফেল্লে?

শশি। এসব জিনিষ পত্তর কিনতে হলো, আংটীও কিনতে হলো,

নবতারার জন্যে বেশ ভালো দেখেই একটা কিনিচি। তা ছাড়া নবতারাকেও পাঁচ হাজার দিতে হলো কিনা।

ভারতী। তাকে আবার কবে টাকা দিলেন?

শশি। আজই দিলুম। আহমেদ ত মোটে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। ওরা বিয়ে করেচে। একটা বাড়ী না কিনলে চলবে কেন?

ডাক্তার। তা কখনো চলে।

ভারতী চোখে আঁচল দিয়া উঠিয়া পেছন দিকে গেল

ভারতীর মন বড় নরম। যাক্ না নবতারা, তবু ত ভারতী আমাদের আছে, এত দুর্দ্দশাতেও এ অমূল্য রত্নটি আজও বাংলার খোয়া যায় নি।

ভারতী। ফেরবার সময় কি হয় নি দাদা?

ডাক্তার। না, এখনো সময় হয় নি। শশি, ভাই এ টাকাটা তুমি রেখে দাও।

শশি। আমার এ টাকা আপনি নেবেন না?

ডাক্তার। তুমি বাঁচবে কি করে শশি? মদ গেল, নবতারা গেল, যথা সর্ব্বস্ব বিক্রি করা টাকাও যদি যায়, তুমি ত বাঁচবে না।

ভারতী। তামাসা করা সহজ দাদা। কিন্তু সত্যি সত্যি এ কথা একবার ভেবে দেখ দিকি।

ডাক্তার। ভেবে দেখেই বলচি ভারতী। কাল সবই ছিল, আজ ওর জীবনের যা কিছু আনন্দ, যা কিছু সান্ত্বনা, এক দিনে এক সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যেন ওকে ত্যাগ করে গেল। তবু কারও বিরুদ্ধে ওর নালিশ নেই, বিদ্বেষ নেই; এমন কি আকাশের পানে চেয়ে একবার সজল চক্ষে বলতেও পারলে না, যে ভগবান! আমি কারো মন্দ চাইনে, কিন্তু তুমি যদি সত্য হও ত এর বিচার কোরো।

ভারতী। তাই ওঁর ওপর তোমার এত স্নেহ।

ডাক্তার। শুধু স্নেহ নয় শ্রদ্ধা। শশি সাধু লোক; সমস্ত অন্তর-খানি ওর যেন গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ, নির্ম্মল। ও দুঃখ পাবে কিন্তু কখনো কাউকে দুঃখ দেবে না। আমি চলে গেলে ওকে একটু দেখো বোন।

শশি। আপনার কাজে আমাকে ভর্ত্তি করে নিন ডাক্তার—বাস্তবিক আমি মদ আর খাই না।

ডাক্তার। (শশির কাঁধে হাত দিয়া) না কবি, ওতে তোমার আর ভর্ত্তি হয়ে কাজ নেই।

শশি। তবে আমি কি করব ডাক্তার ?

ডাক্তার। তুমি আমার বিপ্লবের গান কোরো।

ভারতী। তোমার বিপ্লবের গান ত শশিবাবুর মুখে সাজবে না দাদা। তোমার বিদ্রোহের গান, তোমার গুপ্ত সমিতির···

ডাক্তার। না, না। আমার গুপ্ত সমিতির ভার আমার ওপরেই থাক্ বোন—ও বোঝা বইবার মত জোর—না, না, সে থাক, সে শুধু আমার! তোমাকে ত বলেচি ভারতী, বিপ্লব মানে শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়, বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন! রাজনৈতিক বিপ্লব আমার। তুমি কবি, তুমি শুধু প্রাণ খুলে সামাজিক বিপ্লবের গান সুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন; যা কিছু প্রাচীন জীর্ণ, পুরাতন ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক্! কে ?

দ্রুত পকেটে হাত দিয়া রিভলবার বাহির করিল

ভারতী। কেউ ত আসেনি দাদা!

ডাক্তার। নিশ্চয় এসেচে। আমি পায়ের শব্দ পেয়েচি।

দরজার কাছে আসিয়া হীরাসিং দাঁড়াইয়া স্যালুট করিল

সুমিত্রা এসেচেন?

হীরাসিং। সাম্পানে আছেন।

ডাক্তার। ভারতী, তোমাকে ভাই খানিকক্ষণ কবির কাছে থাকতে হবে, সুমিত্রাকে নিয়ে আমি একটা কাজে যাব।

ভারতী। কিন্তু দাদা—

ডাক্তার। শশির পুরো পরিচয় পাবার পরও তুমি ওর কাছে থাকতে সঙ্কোচ কর? শশি অপূর্ব্বর চেয়েও দুর্ব্বল নয়।

বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। শশি ও ভারতী চুপ করিয়া দাঁড়াইল

ভারতী। ডাক্তার আপনাকে খুবই স্নেহ করেন।

শশি। জাপানে একবার আমাদের দুজনাকেই পালাতে হয়। সেই সময় আমাকে পিঠে নিয়ে দোতলা থেকে উনি একতলায় নেমেছিলেন rain water পাইপ বেয়ে। কে কাকে বোমা মেরেছিল। কিন্তু আমরা বিদেশী বলেই তাড়া করল আমাদের।

ভারতী। ওসব খুনোখুনির কথা থাক শশিবাবু? যদি আপত্তি না থাকে আপনি আমাকে বেহালা শোনান।

শশি। আপত্তি আবার কিসের?

শশি বেহালা তুলিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিল, ভারতী বসিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। ঝড় জল আসিল

শশি। ওই যা ঝড় জল একসঙ্গেই এল?

দ্বিতীয় দৃশ্য

টেলিগ্রাফ আপিস. সিগনালার বসিয়া ঝিমাইতেছে, হীরাসিং মাথা বাড়াইয়া ভিতরটা দেখিয়া লইল, তারপর সব্যসাচী ও সুমিত্রা প্রবেশ করিল

সব্যসাচী। মশাই কি ঘুমুচ্ছেন ?

সিগনালার। কে ? (উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুদিয়া) কি চাই আপনাদের।

সব্যসাচী। Dont you worry mister! ইনি আমার স্ত্রী। মিসেস ব্যানার্জি, তাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে বড় কৌতূহলী। আপনিও দেখছি আমাদেরই মতো বাঙালী।

সিগনালার। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সব্যসাচী। হতেই হবে, মাথার কাজ বাঙালী ছাড়া চলে কখনো ?

সিগনালার। আমি বি-এ ক্লাশ অবধি পড়েছিলাম।

সব্যসাচী। বটে! ফেল না করলে ত বিদ্যাসাগর হতে পারতেন।

সিগনালার। বরাত স্যার! বিদেশে এই সিগনালারের কাজ করতে হচ্ছে।

সব্যসাচী। দুঃখ করবেন না, বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকের কাজ করচেন, তা কি তুচ্ছ!

সিগনালার। দায়িত্ব ত কম নয়।

সব্যসাচী। হ্যাঁ হ্যাঁ, সারা পৃথিবী আঙ্গুলের ডগায় নিয়ে বসে থাকেন, বাসুকীর চেয়ে বড় আপনারা।

সুমিত্রা। আচ্ছা, আপনারা এই কলের সাহায্যে কেমন করে কথা বলেন।

সিগনালার। এক এক রকম শব্দে এক একটা অক্ষর হয়, তাই মিলিয়ে হয় কথা।

সুমিত্রা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের ভাণ করিল

সুমিত্রা। হ্যাঁ?

সিগনালার। (গদগদ স্বরে) হ্যাঁ! হ্যাঁ!

সুমিত্রা। খুব শক্ত কাজ ত।

সিগনালার। না না এমন আর শক্ত কি?

সুমিত্রা। আমি একবার ওই কলগুলো দেখতে পারি?

সিগনালার। দেখবেন!

সুমিত্রা। প্রে, ডোণ্ট রিফিউজ মি!

সিগনালার। আচ্ছা, দেখুন।

সুমিত্রা টেবিলে বসিয়া কল টিপিতে লাগিল

আশ্চর্য্য! আপনি ঠিক পারচেন ত!

সব্যসাচী। বিদুষী কি না!

সিগনালার। না, না, না, ও কি করচেন, আপনি যে জানেন দেখচি।

সব্যসাচী। বল্লুম যে বড়ই বিদুষী।

সিগনালার। করচেন কি। সিঙ্গাপুরকে ডাকচেন কেন?

সুমিত্রা। সিঙ্গাপুর পাওয়া যাবে নাকি! How thrilling.

সিগনালার। না না, দয়া করে আপনি উঠুন, কোন মেসেজ নেই আমার।

সব্যসাচী দুই হাত দিয়া তাহার কাঁধ ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া লইয়া কহিল—

সব্যসাচী। মেসেজ তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে, হীরাসিং!

হীরাসিং দুয়ারের কাছে থেকে ছুটিয়া আসিয়া কহিল—

হীরাসিং। Yes গুরুজী!

সব্যসাচী। বেঁধে ফ্যাল।

পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিল, হীরাসিং তাহাকে বাঁধিতে লাগিল

মিসেস ব্যানার্জি!

সুমিত্রা উঠিল, সব্যসাচী তাহাকে রিভলবার দিয়া কহিল—

সব্যসাচী। মাথা লক্ষ্য করে ধরে থাক। টু শব্দটি করলেই খুলি উড়িয়ে দেবে, হীরাসিং—

হীরাসিং। Yes গুরুজী!

সব্যসাচী। মুখটাও বেঁধে দাও।

হীরাসিং একখানা বড় রুমাল দিয়া মুখ বাঁধিতে লাগিল, সব্যসাচী পাশের ঘরটি দেখিতে গেল, ফিরিয়া আসিয়া আর একটা রিভলবার সিগনালারের শীর্ষে ধরিয়া কহিল—

হীরাসিং, বাইরে গিয়ে পাহারা দাও। Now signaller, move forward! forward!

হীরাসিংহ বাহির হইয়া গেল, সব্যসাচী ওকে দুয়ারের কাছে লইয়া গিয়া ধাক্কা দিয়া অন্য ঘরে ফেলিয়া দিয়া এদিক হইতে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। ছুটিয়া টেবিলে বসিয়া টেলিগ্রাফ করিতে লাগিল। জবাব শুনিতে শুনিতে মাথাটা টেবিলের উপর নুইয়া পড়িল, সুমিত্রা দৌড়াইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল—

সুমিত্রা। ডাক্তার!

সব্যসাচী শুধু একখানি হাত তুলিল, সুমিত্রা তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—

কি হয়েচে ডাক্তার। সিঙ্গাপুর কি বল্লে!

সব্যসাচী। হীরাসিংকে ডাক!

সুমিত্রা দৌড়াইয়া দুয়ারের কাছে হইতে ডাকিল—

সুমিত্রা। হীরাসিং!

হীরাসিং প্রবেশ করিল

হীরাসিং এসেচে ডাক্তার।

সব্যসাচী। এক গ্লাস জল হীরাসিং—

হীরাসিং জল গড়াইয়া ডাক্তারের কাছে গেল, এক চুমুকে জল খাইয়া সব্যসাচী উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ সুমিত্রার দিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

সিঙ্গাপুর কি বল্লে শুনবে সুমিত্রা?

সুমিত্রা। বল।

সব্যসাচী। সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লাব পুলিশে ঘেরাও করে, তিনজন পুলিশ, আর আমাদের বিনোদ সেখানে মারা গেছে, দুই ভাই মহাতপ আর অযোধ্যা সিং ধরা পড়েচে, অযোধ্যা হংকংয়ে, দুর্গা আর সুরেশ পেনাঙে পুলিশের জাল ছিঁড়ে পালাতে পারে নি, ওদের সবারই হয়ত ফাঁসী হবে।

সুমিত্রা। ফাঁসী হবে।

সব্যসাচী। ফাঁসী হবে, খবরের পুরো অর্থ কি বোঝ সুমিত্রা।

সুমিত্রা। বুঝি সব শেষ।

সব্যসাচী। শেষ।

সুমিত্রা। তবে।

সব্যসাচী। শেষের খবরটা এখনো তোমাকে বলিনি, ইউরোপের মহাযুদ্ধের জন্যে এ অঞ্চলের সব সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সুমিত্রা। তবে ত সত্যি সত্যিই তোমার সব কাজ শেষ হয়ে গেল ডাক্তার।

সব্যসাচী। না, না, সুমিত্রা, কাজ শেষ হলো না কাজ হলো সুরু। ইংরেজের ওই সৈনিকদেরকেই স্বাধীনতার সৈনিকে রূপান্তরিত করতে হবে, সেই-ই আমার এখনকার কাজ। হীরাসিং—

হীরাসিং। Yes গুরুজী!

সব্যসাচী। আজ রাতেই পাহাড় ডিঙ্গিয়েই আমরা চীনের দিকে চলে যাবো।

হীরাসিং। রেডি গুরুজী।

সব্যসাচী। চল ওখানে ফেরবার পথে তলোয়ারকরের খবরটা নিয়ে যাই, সুমিত্রা, শশি তোমাকে আর ভারতীকে দিন কয়েক লুকিয়ে রাখতে পারবে?

সুমিত্রা। তার পর?

সব্যসাচী। চল, পথে যেতে যেতে ঠিক করা যাবে, হীরাসিং!

হীরাসিং। আইয়ে গুরুজী—

হীরাসিং অগ্রসর হইল, সব্যসাচী সুমিত্রার হাত ধরিয়া তাহার পিছু পিছু বাহির হইয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

শশির বাড়ী

শশি বেহালা বাজাইতেছিল, ভারতী ডাকিল--

ভারতী। কবি।

শশি। বলুন।

ভারতী। ডাক্তার আর সুমিত্রা কোন বিপদে পড়েননি ত।

শশি। পড়া বিচিত্র নয়।

ভারতী। যদি ধরা পড়েন?

শশি। ধরা দিতে না চাইলে ডাক্তারকে ধরবার শক্তি কেউ রাখেনা।

ভারতী। আর সুমিত্রাদি?

শশি। সুমিত্রার আগেকার ইতিহাস শোনেননি বুঝি?

ভারতী। না ত।

শশি। আগে তাঁর নাম ছিল রোজ, মা ইহুদী বাপ ব্রাহ্মণ, সুমাত্রায় তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন বলেই ডাক্তার নাম দিলেন সুমিত্রা, মা আর মেয়ে চোরাই আপিমের কারবার চালাতেন।

ভারতী। একথা কথনো সত্য নয়।

শশি। ওদের মিলনের রোমান্সটাই শুনুন আগে, জেটিতে একটা চোরাই আপিমের বাক্সের ওপর বসে আছেন রোজ, ডাক্তার সবে জাহাজ থেকে নেমে সেইখানে দাঁড়িয়েচেন। পুলিশ ধরে ফেল্ল, বাক্সে রয়েচে চোরাই আপিম, রোজকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, রোজ বল্লে বাক্স কার সে জানে না, প্রশ্ন হলো তুমি ওর ওপর বসে আছ কেন? এমন সময় ডাক্তার পেছন থেকে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন, আমার স্ত্রী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে

বাক্সটার ওপর বসে পড়েছিলেন, ওঁকে আর বিরক্ত করবেন না। পুলিশ হতভম্ব, ডাক্তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—এস সুমিত্রা, গাড়ী তৈরী, হাতে হাতে চোখে চোখে মিল হ'ল, দুজনা গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন, পুলিশ হাঁ করে চেয়ে রইল।

ভারতী। বলেন কি?

শশি। নিজের চোখে যা দেখেছি তাই বল্লাম।

ভারতী। সেই সুমিত্রাকে ডাক্তার করলেন 'পথের দাবী'র প্রেসিডেন্ট।

শশি। আপনারই মতো আশ্চর্য্য হয়ে আমিও একদিন ডাক্তারকে তাই বলেছিলাম, শুনে একটু হেসে তিনি বলেছিলেন—কবি, সুমিত্রা একদিনে একুশ বছরের সংস্কার মুছে ফেলেছে, ওর ওই অনুপম শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি—আসুন ডাক্তার, আসুন প্রেসিডেন্ট—কিন্তু।

সব্যসাচী ও সুমিত্রার প্রবেশ

ভারতী। কি হয়েচে দাদা! সুমিত্রাদির চোখে জল কেন?

সব্যসাচী। তলোয়ারকর ধরা পড়েচে ভারতী।

ভারতী। সে কি দাদা?

ডাক্তার। চুপি চুপি স্ত্রী কন্যাকে দেখে আসতে যাচ্ছিল। পুলিশ সন্ধান পেয়ে ধরে ফেলেচে। ধস্তাধস্তিও হয়। তলোয়ারকর—আহত হবার আগে ধরা দেয়নি।

ভারতী। তার কি হবে?

ডাক্তার। হাসপাতাল থেকে যদি বেঁচে ওঠে জেল খাটবে।

ভারতী। না বাঁচবারও ভয় আছে নাকি?

ডাক্তার। আছে বৈকি! তবে বাঁচাও অসম্ভব নয়। বাঁচলেই সুদীর্ঘ কারাবাস।

ভারতী। তার স্ত্রী, তার ছোট্ট মেয়ে?

ডাক্তার। সুমিত্রা জানেন।

ভারতী। তাদের কী হবে দিদি?

সুমিত্রা। কী হবে জানি না।

ভারতী। দাদা?

ডাক্তার। আমরা গৃহী নই, আমাদের ধন সম্পদ নেই, বিদেশীর আইনে নিজের জন্মভূমিতে আমাদের ঠাই নেই। বনের পশুর মতো বনে জঙ্গলে অন্ধকারে আমরা লুকিয়ে বেড়াই। সংসারীর দুঃখ মোচন করবার শক্তি ত আমাদের নেই ভারতী।

সুমিত্রা। তলোয়ারকরের দেশে এইমাত্র আমরা টেলিগ্রাম করে দিয়ে এলাম। দেশ থেকে কেউ যদি এসে ওদের নিয়ে যায়, ওরা আশ্রয় পাবে।

ভারতী। কেউ যদি না আসে?

সুমিত্রা। না আসে, নিরুপায় বিধবার যা হয়, তলোয়ারকরের বিধবারও তাই হবে।

ডাক্তার। বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি আজ তলোয়ারকরকে মরতেই হয় ভারতী, পরলোকে দাঁড়িয়ে স্ত্রী-কন্যাকে ভিক্ষে করতে দেখে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়বে সত্য, কিন্তু একথা নিশ্চয় জেনো, দেশের লোকের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে কখনো একটা নালিশ সে জানাবে না। লজ্জায় তার মুখ ফুটবে না।

ভারতী। এই তো তোমাদের পরিণাম?

ডাক্তার। এ কি তুচ্ছ পরিণাম ভারতী? জানি দেশের লোক

এর দাম বুঝবে না, হয়ত উপহাসও করবে। কিন্তু তাকে এই ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে, হাসি তার মুখে সহজে যোগাবে না। ভারতী, নিজে ক্রীশ্চান হয়ে তুমি তোমার ধর্ম্মের গোড়ার কথাটাই ভুলে গেলে? যিশুখৃষ্টের রক্তপাত কি সংসারে ব্যর্থ হয়েছে ভাবো?

শশি। আর মিছে রক্তপাতের কথা কেন ডাক্তার?

ডাক্তার। বৃথা নরহত্যায় আমি কোনদিনই পক্ষপাতী নই। ও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। নিজের হাতে আমি একটি পিঁপড়েও মারতে পারি না। কিন্তু প্রয়োজন হলে—কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা। সে আমি জানি। নিজের চোখেই ত আমি বার দুই দেখেচি।

ডাক্তার। দূর থেকে এসে যারা আমার জন্মভূমি অধিকার করেচে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্য্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল,—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তাদেরই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার?

অপূর্ব্বর প্রবেশ

একি অপূর্ব্ববাবু যে! এই ঝড় জলে এত রাতে একা এলেন কি করে?

অপূর্ব্ব। কেমন করে এলুম তা জানি না; জানি আমাকে আসতেই হোল।

ডাক্তার। কেন?

অপূর্ব্ব। একদিন আপনার দয়ায় প্রাণ পেয়েছিলুম, সারাজীবন তা মনে রাখব, সেই কথাটাই জানাতে।

সব্যসাচী। তুচ্ছ পাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেবল বড় করে দেখলে অপূর্ব্ববাবু, যে দিলে তাকে মনে রাখলে না। ভারতী, অপূর্ব্ববাবু ভুল

করেন বটে, কিন্তু যাকে ভালোবাসেন, তাকে ভালোবাসতেও জানেন। মানুষের মধ্যে যে হৃদয় বস্তুটি আছে, সে আমাদের সংসর্গে এখনো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় নি, ফুটন্ত পদ্মের মতোই তাজা আছে। হীরাসিং—!

হীরাসিং। Ready! গুরুজী—

সব্যসাচী। Thank you! Thank you! Thank you! সরদারজী! But when—

হীরাসিং। Now—

সব্যসাচী। চল সর্দ্দারজী!

সুমিত্রা। আমি কি করব বলে যাও?

সব্যসাচী। তুমি সুরাবায় ফিরে যাও। সেখানে তোমার দাদামশাই অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করচেন।

সুমিত্রা। তোমার আদেশে তোমার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারি। তবুও বলে যাও আবার কবে তোমার দেখা পাব।

সব্যসাচী। সে শুধু জানেন ওপরের বিধাতা পুরুষ।

শশি। সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার।

সব্যসাচী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

হাসুন, আর যাই করুন, আপনি কাছে নেই মনে হলে এখুনই যেন ব্ল্যাঙ্ক, ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটী হুকুম আমি মেনে চলব।

সব্যসাচী। যথা?

শশি। যথা মদ খাব না, পলিটিক্সে মিশব না, ভারতীর কাছে থাকব, এবং কবিতা লিখব।

সব্যসাচী। Good! Very good! তাহলে আমি আসি এখন।

ভারতী [illegible]রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, ডাক্তার তাহার কাছে
আসিয়া মাথায় হাত দিয়া কহিল—

কান্না কার তরে ভারতী, নালিশ কার কাছে? দাদার ফাঁসী হয়েচে যদি শোন, জেনো বিদেশীর হুকুমে সে ফাঁসির দড়ি তার দেশের লোকেই তার গলায় পরিয়ে দিয়েচে। আর দেবে নাই বা কেন, কসাইখানা থেকে গরুর মাংস ত গরুতেই বয়ে নিয়ে যায়। চল সর্দ্দারজী!

হীরাসিং। Ready গুরুজী।

সব্যসাচী আর কাহারো দিকে না চাহিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। পিছনে পিছনে হীরাসিং। মেঘ ডাকিল বিদ্যুৎ চমকাইল, ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হইতে লাগিল

অপূর্ব্ব। তুমি দেশের জন্যে সমস্ত দিয়াছ, তাইত দেশের খেয়া তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া তোমাকে চলিতে হয়। কোন বিস্মৃত অতীতে তোমার জন্যই ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল; কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল—সেই ত তোমার গৌরব। তোমাকে অবহেলা করে কার সাধ্য! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী, তোমাকে নমস্কার, কোটী কোটী, শতকোটী নমস্কার।

যবনিকা পতন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ [illegible]
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

শরৎচন্দ্রের

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত

রচনাবলী

শরৎচন্দ্রের বহু রচনা—অভিভাষণ, প্রবন্ধ, সমালোচনা, অসমাপ্ত উপন্যাস প্রভৃতি যাহা এযাবৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই—তাহাই সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত অসমাপ্ত উপন্যাসগুলি ইহাতে আছে—

জাগরণ, রসচক্র, আগামী কাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

দাম—পাঁচ টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

পথের দাবী

নাটক

কাহিনী :

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাট্যরূপ :

শচীন সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

দুই টাকা

চরিত্র

থেনমং
জামাল
ব্রাউন
চ্যাং
রাইমোহন
সব্যসাচী
শশি কবি
রামদাস তলোয়ারকর
ব্রজেন্দ্র
কৃষ্ণ আইয়ার
হীরাসিং
সরকার
ভুলুয়া
অপূর্ব্ব
তেওয়ারী
নিমাই
রমেশ
জগদীশ
বিলাস
অফিসার
ইহুদী
জেল
মুমাস্বামী
মুসলমান
জেসেক
মনোহর
পাঁচকড়ি
মানিক
কাল্যচাঁদ
দুলাল
শ্রমিক
সিগনালার
সুমিত্রা
ভারতী
নবতারা
সুশীলা
মিসেস জামাল
মিসেস ব্রাউন
মিসেস ভট্টাচার্য্য
মিসেস চ্যাং

নাট্যরূপদাতার নিবেদন

'পথের দাবী' উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত হয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। রূপান্তরিত নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে নাট্যনিকেতনের মালিক শ্রীপ্রবোধ গুহ মশাইকে খুবই বেগ পেতে হয়। প্রতিবন্ধকতা করেন লালবাজারের সেন্সার-কর্তারা। তখন জনাব ফজলুল হক সাহেব আর স্যার নাজিমুদ্দিন মিলে-মিশে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করচেন। গুহ মশাই জনাব ফজলুল হকের শরণাপন্ন হন। হক সাহেব খাজা নাজিমুদ্দিনকে এই যুক্তি দিয়ে জয় করেন যে, বিহার গবর্ণমেণ্ট যখন 'পথের দাবী' উপন্যাসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে উদারতার পরিচয় দিয়েচেন, তখন প্রবোধ গুহ মশাইকে নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে না দিলে লোকে বাংলার লীগ গবর্ণমেণ্টকে নিশ্চিতই সঙ্কীর্ণচেতা গবর্ণমেণ্ট বলবে! অভিনয়ের দিন অপরাহ্নে গুহ মশাই অভিনয় করবার অনুমতি সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। দর্শকরা 'পথের দাবী'র অভিনয় দেখে অতিশয় প্রীত হন কিন্তু বিপ্লবী কর্ম্মীরা ওর শেষ দৃশ্য দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আবার অনেকে মনে করেন লালবাজারের শাসনে আমাকে এই পরিবর্ত্তন করতে হয়। লালবাজার কিন্তু ও বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেনি।

দুটি কারণে আমি এই পরিবর্ত্তন করেছিলাম। প্রথম কারণ, আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনি উপন্যাসে সব্যসাচীর বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার যে বিবৃতি রয়েচে, তাকে মঞ্চে রূপায়িত করি কি করে? সেই ঘোর দুর্য্যোগ উপেক্ষা করে, পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করে, সব্যসাচী চলে যাচ্ছেন দেখাতে না পারলে যাওয়াটাকে বড় করে 'পথের দাবী'র

সার্থক রূপ কি করে দেওয়া সম্ভব ! উপন্যাস পড়ুয়ারা মনের চোখ দিয়ে তা দেখে তৃপ্তি পেতে পারেন। কিন্তু নাটকে দর্শকরা সব কিছু স্থূল চোখের সামনে দেখতে চান। সব্যসাচী দু'পা এগিয়েই উইংস-এর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে যাওয়াটা সব্যসাচীর যাওয়ার মতো যাওয়া হয় না। কি করে যথার্থ রূপ দেওয়া যায়, তা যখন ভেবে ঠিক করতে পারছিনে, তখনই আমার মাথায় পরিবর্ত্তনের দুর্ব্বুদ্ধি গজালো। ভাবলাম সব্যসাচীর চলে যাওয়ার চেয়েও চমকপ্রদ কোন কথা বলে নাটক শেষ করা যায় কিনা। বিপ্লবের প্রচারণা থেকেই আমি নাটক লেখবার প্রেরণা পেয়েছি। তাই 'পথের দাবী' নাটকের মধ্যে সে বৈপ্লবিক বাণী আরো জোরালো করা যাবে কল্পনা করে আমি বাস্তিল কারা-দুর্গ ভাঙবার আদর্শ প্রচারের একটা সুযোগ করে নিতে চাইলাম এবং সব্যসাচীকে দিয়ে কারাবরণ করিয়ে তাকে দিয়ে এই কথা বলিয়ে নাটকের যবনিকাপাত ঘটালাম যে—আমার একার মুক্তি মুক্তি নয়। সমগ্র জাতি যেদিন দেশব্যাপী কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে মুক্ত হবে, সেইদিনই শুধু আমি নই সমগ্র জাতিই পাবে মুক্তি। তারই অপেক্ষায় আমি রইলাম। দর্শকরা করতালি ধ্বনি দিয়ে ওই উক্তিকে সমর্থন করতেন। কিন্তু বিপ্লবীরা বল্লেন, সব্যসাচীর কারাবরণ হচ্ছে আত্মসমর্পণ, বিপ্লবী আত্মসমর্পণ করে না। কোন বিপ্লবী নায়ককে দিয়ে তা করালে [illegible]ক ছোট করা হয়। তার আগে বহু বিপ্লবী নায়ককে অহিংস পন্থাবলম্বী হয়ে কারাবরণ করতে আমি দেখিছি। তা-ছাড়া নায়কদের ও মুক্তি-কামীদের বার বার কারাবরণ করতে দেখে আমি ভাবতেই পারিনি যে, সব্যসাচীর কারাবরণকে রাজ-শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ বলে মনে করা যেতে পারে—অন্তত মুক্তিকামীরা মনে করতে পারেন। নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী আমাকে ও-সম্বন্ধে ভালো করে ভেবে দেখে সমাপ্তিটা

ঠিক করে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তিল ধ্বংসের বাণী তখন আমাকে পেয়ে বসেচে! তা বর্জ্জন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল। গুহ মশাইয়ের আমার ওপর বিশ্বাস ছিল। তিনি আপত্তি তুল্লেন না। বিপ্লবীর অভিযোগ অব্যাহত হয়ে আমি মুক্তোম, যে প্রচারণার উদ্দেশ্যে আমি ওই পরিবর্ত্তন করেছিলাম, তা সফল হয় নি। মুস্কিল হোলো কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ওই পরিবর্ত্তন করিচি, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে তা আমি বোঝাতেও পারি না—কেন না, গবর্ণমেণ্ট বিপ্লববাদমূলক নাটক যদিই বা অভিনয় করতে দিয়েছেন, বাস্তিল ধ্বংসের প্ররোচনা নিশ্চয়ই সহ্য করবেন না। তাই যাঁরা বল্লেন লালবাজারের দিকে চোখ রেখে আমি নাটক সমাপ্ত করিচি, তাঁদের অভিযোগ আমাকে ঢোঁক গিলে হজম করতে হোলো! একশত রাত্রির ওপরও ওই সমাপ্তি নিয়েই নাটক অভিনীত হোলো। শেষ কটি অভিনয় গুহ মশাই করিয়েছিলেন উত্তর বাংলার কয়েকটি জেলায়। শফর শেষ ক'রে কোলকাতায় ফিরে গুহ মশাই জানালেন 'পথের দাবী'র অভিনয় আর সম্ভব হবে না।

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর রঙমহল যখন 'পথের দাবী' অভিনয় করবার প্রস্তাব নিয়ে এলেন, তখন আমি ভাবলাম নাটকের সমাপ্তি বদল করে দেওয়া দরকার। করলামও তাই। তার আগে কথক-চিত্রে 'পথের দাবী' রূপান্তরিত হয়ে গেছে; হিন্দী সংস্করণের চিত্র-নাট্য আমিই বাংলায় লিখে দিয়েচি। কাজেই সমাপ্তি উপন্যাসানুযায়ী করতে আগে যেমন মনে মনে বাধা পেয়েছিলাম, এবার তেমন বাধা পেলাম না। তবুও চলে যাবার করুণ অথচ প্রেরণাপ্রদ আবহ স্বষ্টি সম্বন্ধে সংশয় একেবারে ঘুচল না। তাই নেপথ্যে নজরুলের দুর্গমগিরি গানটি রেকর্ডে বাজিয়ে অপূর্ব্ব প্রথম যখন নিমাই দারোগার মুখে সব্যসাচীর বর্ণনা শুনে মনে

[illegible] আউড়ে বন্দনা জানিয়েছিল, শরৎচন্দ্রের সেই [illegible] বিদ্রোহী-কবিতা অপূর্ব্বকে দিয়ে আবৃত্তি করে বিদায়ের উপযুক্ত আবহ সৃষ্টি করতে চাইলাম। এই কৃত্রিমতার সাহায্যে সমাপ্তিকা দর্শক মনে আবেগের সঞ্চার করল সত্য, কিন্তু কাজটা ঠিক হোলো কিনা সে-বিষয়ে আজও আমার সন্দেহ রয়েচে।

এটা ঠিক হোক বা নাই হোক, আগেকার সমাপ্তি যে বে-ঠিক হয়েছিল, অন্যায় হয়েছিল, আজ তা বুঝতে পেরিচি। তখন যে স্বাধীনতা আমি নিয়েছিলাম, তা নেবার অধিকার নাট্যরূপদাতার নেই। কেননা বাস্তিল ভাঙবার প্রেরণা দেবার ইচ্ছে থাকলে শরৎচন্দ্র নিজেই তা দিতেন। জাতির মুক্তি কামনা কারুর চেয়ে তাঁর কিছু কম ছিল না। তাঁর 'পথের দাবী'কে অবলম্বন করে তিনি যা বলতে চাননি, তা বলবার চেষ্টা করা অন্যায় ও অসঙ্গত। এখন যে সমাপ্তি করিচি, তা অক্ষম প্রয়াস হতে পারে, কিন্তু তা আগেকারটির মত অন্যায়, অসঙ্গত বা অশোভন নয়। এ স্বীকৃতি আজ না করলে চিরদিনই আমাকে অপরাধী থাকতে হবে। সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখে এ অপরাধ আগেও আমি স্বীকার করিচি।

কিন্তু স্বাধীনতা আরো অনেক নিয়েচি। যেমন ভামোর যে পরিবারের ইঙ্গিতটুকু শুধু দিয়ে শরৎচন্দ্র বুঝিয়েছিলেন সব্যসাচী কেন বর্ম্মাকে কর্ম্মকেন্দ্র করেছিলেন, সে পরিবারটিকে আমি নাটকে অনেকখানি স্থান দিয়েচি এবং কাহিনীটিকে ফুটিয়ে তুলেছি সেই পরিবারের কার্য্য-কলাপের সঙ্গে সব্যসাচীকে বার বার জড়িয়ে রেখে। পরিবারের কর্ত্তার ও মেয়ে জামাইদের নাম, সংলাপ, এদের নিয়ে যে সব সিচুয়েশন সৃষ্টি করা হয়েচে, সবই আমার কল্পনা। সুমিত্রাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার দৃশ্যটি রেঙ্গুনে টেনে এনেচি, পুলিশ অফিসারদের কার্য্য-কলাপও কিছু বাড়িয়েচি, এগুলি না করলে নাটকে থাকত শুধু সুমিত্রা সব্যসাচী ভারতী আর

অপূর্ব্বর টুকরো টুকরো সংলাপ। শুধু তাই দিয়ে নাটক তৈরি করা যেত না। এই সব প্রক্ষেপ অন্যায় বা অসঙ্গত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। কেননা এর কোথাও আমি শরৎচন্দ্রের বক্তব্যকে বিকৃত করিনি, শুধু তিনি যা ইঙ্গিতে শেষ করেছেন, নাটকের প্রয়োজনে তাই ফলিয়ে তুলেচি। আমার ধারণা উপন্যাস বা গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করতে হলে এ-স্বাধীনতা না নিলে নাটক করা যায় না। একটি তরুণ নাট্যকার কোন কিছু প্রক্ষেপ না করে 'পথের দাবী'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে আমি অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম নাটক দানা বাঁধল না, নির্ব্বাচিত দৃশ্যাভিনয় হোলো। দর্শকরাও বিনা পয়সায় দেখতে পেয়েও দেখে খুব খুসি হোল না। অবশ্য কোন অভিজ্ঞ নাট্যকার যদি এ-চেষ্টা করতেন, তাহলে ফল কি দাঁড়াতো তা জোর করে বলতে চাই না। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি স্থির জেনেচি যে, উপন্যাস আর নাটক যখন এক বস্তু নয়, তখন যে-ভাবে উপন্যাসকে ফলিয়ে তুলতে হয়, নাটককে সে ভাবে ফলিয়ে তোলা যায় না। নতুন সিচুয়েশন, নতুন সংলাপ, জুড়তেই হয়। অবশ্য শরৎচন্দ্রের সংলাপ এমনই অনুপম যে তা বর্জ্জন করা যায় না—যত বেশি সম্ভব রাখতে পারলেই তা নাটকের পরম সম্পদ হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও না ফলালে চলে না, যেহেতু উপন্যাস আর নাটক যেমন এক নয়, তেমন উপন্যাসের আর নাটকের সংলাপও একই ভাবে গঠিত হতে পারে না। এমনকি নাটকে বাক্য-বিন্যাস, শব্দ-চয়ন এমন ভাবে করতে হয় যাতে আবৃত্তির সুবিধে হয়, ধ্বনির উত্থান পতন থাকে, বাক্যগুলি কোনক্রমেই না একঘেয়ে হয়। নাটকের দাবী মেটাতে গল্প উপন্যাসের অংশ বিশেষের পরিবর্তন, বর্জ্জন, প্রতিফলন করায় মূল রচয়িতার অসম্মান নিশ্চিতই করা হয় না—যদি না কাহিনী, চরিত্র বা বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়। এ কথা আগেই বলিচি।

'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র বাংলার বিপ্লববাদকে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যে ভাবে রূপায়িত করেছেন, তার আর তুলনা নেই। বাংলার শিল্পীরা যে হিংস্র ছিলেন না, কালাপাহাড় ছিলেন না, মানুষের দুঃখে বিচলিত হয়ে মানুষকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেবার মহান আদেশ নিয়েই তাঁরা যে সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মনুষ্যত্বের পথে পা বাড়িয়েছিলেন; নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যে তাঁদেরকে হিংসাত্মক কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে হয়েছিল, বজ্রপাণি হলেও চিত্তকে তাঁরা যে কুসুমেরই মতো কোমল রেখেছিলেন, তাঁরা যে স্নেহ প্রীতি মমতা দিয়ে মানুষের রূপান্তর আনা অসম্ভব মনে করতেন না, শরৎচন্দ্র সত্য বিশ্লেষণ করে, রূপ দিয়ে, বাংলার বিপ্লবকে মানব হিতৈষণার মর্য্যাদা দিয়েছেন, বাংলার বিপ্লবীদেরকে করেছেন কলঙ্কমুক্ত। কেবল বিদেশীরাই নন, ভারতের নেতৃস্থানীয় অনেকেই বাংলার বিপ্লববাদ সম্বন্ধে ভুল করে বাঙলার সর্ব্বত্যাগী বিপ্লবীদের ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁরা যদি 'পথের দাবী' পড়েন, তাহলে বাংলার বিপ্লববাদকে সহজেই বুঝতে পারবেন। জনৈক খ্যাতনামা বিপ্লবী বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, 'পথের দাবী'তে বিপ্লবীদের একটু বেশি রোমান্টিক করে দেখানো হয়েছে। হয়ত তাঁর উক্তির মাঝে কিছুটা সত্য আছে। রোমান্সের মাধ্যমে চরিত্রকে রূপায়িত করতে হয়েছে বলেই চরিত্রগুলিও কিছু রোমান্টিক মনে হওয়া স্বাভাবিক। বন্ধু কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, অধিকাংশ বিপ্লবীই অন্তরে অন্তরে রোমান্টিক। লাড্‌উইগের হাতের ও মনের পরশ পেয়ে ফরাসী বিপ্লবাত্মজ নেপোলিয়ান একটি রোমান্টিক হিরো হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অথচ লাড্‌উইগ নেপোলিয়ানের চরিত্র বিকৃত করেছেন এমন কথা কেউ বলেন নি।

শচীন সেনগুপ্ত

[প্রথম অভিনয়, নাট্যনিকেতন, ১৩ই মে, ১৯৩৯]

প্রথম রজনীর প্রধান প্রধান ভূমিকায়

সব্যসাচী	...	নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী
থেনমং	...	ছবি বিশ্বাস
শশি কবি	...	অমল চট্টোপাধ্যায়
হীরাসিং	...	ধীরেন চট্টোপাধ্যায়
রামদাস তলোয়ারকর	...	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
নিমাই দারোগা	...	কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়
অপূর্ব্ব	...	ভূপেন চক্রবর্ত্তী
রাইমোহন	...	সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী
তেওয়ারী	...	জীবন চট্টোপাধ্যায়
জামাল	...	সূর্য্য সেন
ব্রাউন	...	জীবেন বসু
চ্যাঙ	...	ফণী গাঙ্গুলী
ব্রজেন্দ্র	...	ধীরেন পাত্র
কৃষ্ণ আইয়ার মুন্না স্বামী	...	অমূল্য হালদার
জোসেফ জোন্স	...	কুঞ্জ সেন
ইহুদী	...	জিতেন গাঙ্গুলী

বিলাস, জগদীশ, রমেন, অফিসার, মুসলমান, জোসেফ, মনোহর, পাঁচকড়ি, মাণিক, কালাচাঁদ, দুলাল, শ্রমিক, সিগনালার।

সুমিত্রা	...	প্রভা দেবী
ভারতী	...	শেফালিকা
[illegible]তারা	...	চারুবালা
সুশীলা	...	রাধা

মিসেস জামাল, মিসেস ব্রাউন, মিসেস ভট্টাচার্য্য, মিসেস চাণ্ড।